সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ২০১৮ বর্ষ ০৩, সংখ্যা ০৭

বন্দরবার্তা

চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ-এর মাসিক প্রকাশনা

নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়
বিশাল কর্মযজ্ঞ এবং সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনার ব্রতকথা

লয়েডস লিস্টে চট্টগ্রাম বন্দর এখন ৭০তম

বন্দর ব্যবহারে ভারতের সাথে চুক্তির খসড়া অনুমোদন

রেলওয়ের সাথে আইসিডি নির্মাণ করবে চট্টগ্রাম বন্দর

সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ২০১৮
বর্ষ ০৩, সংখ্যা ০৭

বন্দরবার্তা
চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ-এর মাসিক প্রকাশনা

প্রধান পৃষ্ঠপোষক
কমডোর জুলফিকার আজিজ
(ই), পিএসসি, বিএন

সম্পাদক
জাফর আলম

সম্পাদনা পর্ষদ
রম্য রহিম চৌধুরী
সাদেকা বেগম
মো. ওমর ফারুক
মাহবুব মোরশেদ চৌধুরী

নির্বাহী সম্পাদক
তাজুল হক

সহযোগী সম্পাদক
বিপ্লব সরকার

নিয়মিত প্রদায়ক
এনামুল করিম
কাজী মেরাজ উদ্দিন আরিফ
রাকিব হাসান

প্রতিবেদক
ওমর ফারুক ইমন

ব্যবস্থাপনা সম্পাদক
মনির খান শিমুল

জনসংযোগ
মোহাম্মদ আজিজুল মওলা
মো. শফিউল আজম খান

আলোকচিত্রী
এস এম শামসুল হুদা

ডিজাইন ও ডিটিপি
তৌফিক আহমেদ
উজ্জল আহমেদ
আবিদা হাফসা

ব্যবস্থাপনা
হাবিবা ইয়াসমিন

মুদ্রণ ব্যবস্থাপনা
হাবিবুর রহমান সুমন, আলেয়া ফেরদৌসী

প্রকাশক চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ-এর পক্ষে
কন্টেন্ট পরিকল্পনা ও প্রণয়ন,
ডিজাইন, প্রকাশনা:

এনলাইটেন ভাইবস
বাড়ি ৪, সড়ক ৭/বি, সেক্টর ৩
উত্তরা, ঢাকা-১২৩০
ফোন: ০১৫৫২ ৩৫৫ ৫২০
ইমেইল: enlightenvibes@gmail.com

সম্পাদকীয় যোগাযোগ:
বন্দরবার্তা
চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ
বন্দরভবন, ৩য় তলা, চট্টগ্রাম।
ফোন: ০৩১-২৫১০৮৬৯
ইমেইল: bandarbarta@gmail.com

সম্পাদকীয়

নৌপথে পণ্য পরিবহনের সুবিধা অর্থনীতিতে আমাদের দিয়েছে কম্পারেটিভ অ্যাডভান্টেজ

পৃথিবীর বৃহত্তম ব-দ্বীপ বাংলাদেশ, প্রায় ২৪,০০০ কিলোমিটার ব্যাপ্তি নিয়ে প্রায় ৮০০ নদ-নদীসহ বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে বিস্তৃত শাখা-প্রশাখায় বিধৌত। এর দক্ষিণে রয়েছে বিপুল জলরাশির বঙ্গোপসাগর। জলপথের এই বিস্তৃত এবং দীর্ঘ যাত্রাকে কেন্দ্র করেই প্রাচীন বাংলায় গড়ে উঠেছিল মানব বসতি, কৃষি, বেসাতি আর অর্থনীতি। বিগত দশ বছরে বাংলাদেশের অর্থনীতির যে ক্রমউর্ধ্বগতি, তাতেও একটি বিরাট ভূমিকা রয়েছে এই দেশকে আবর্তিত করে থাকা নৌপথের। অর্থনীতির গুরুত্বপূর্ণ দুটি স্তম্ভ–কম্পারেটিভ অ্যাডভান্টেজ এবং ন্যাচারাল এনডাওমেন্ট, উভয় ক্ষেত্রেই বাংলাদেশ প্রকৃতির আশীর্বাদধন্য। প্রাকৃতিক সম্পদের প্রাচুর্যতো রয়েছেই তার সাথে নৌপথে পণ্য পরিবহনের সহজলভ্যতা আমাদের দিয়েছে কম্পারেটিভ অ্যাডভান্টেজ। আর অভ্যন্তরীণ নৌপথ, সমুদ্রপথ এমনকি স্থল বন্দর হয়ে আমদানি-রপ্তানি হওয়া পণ্যকে যথাসময়ে গন্তব্যে পৌঁছে দিতে যে সংস্থাটি অভিভাবকের দায়িত্ব পালন করে, সেটি আমাদের নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়। দেশের ২২টি স্থল বন্দর, ২৯টি নদী বন্দর, তিনটি সমুদ্র বন্দর এবং নির্মাণাধীন অন্যান্য বন্দর, টার্মিনাল ও আইসিডি–সবগুলোরই পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার দায়িত্বটি সুচারুরূপে পালন করে চলেছে এই মন্ত্রণালয়।

আপাতদৃষ্টিতে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের কাজকে শুধু পণ্য পরিবহন ব্যবস্থাপনায় সীমাবদ্ধ মনে হলেও বাস্তবে এর কর্মযজ্ঞ ব্যাপকভাবে বিস্তৃত–নৌবাণিজ্য সম্প্রসারণ ও সহযোগিতা, দেশের সকল নদী, সমুদ্র ও স্থল বন্দরের দেখভাল করা, বছরজুড়ে যাত্রীপরিবহনের নিশ্চয়তা ও নিরাপত্তা বিধান, এতসব বন্দর টার্মিনাল আর সহস্র নৌযানের রেগুলেশন, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিবিধ সংস্থার সাথে যাবতীয় দায়িত্ব পালন, ভবিষ্যতের উন্নয়নের পরিকল্পনা ও পরিচালনা, নদীসমূহের নাব্যতা ও পরিবেশের দেখভাল ও গবেষণা–এসব নানামুখী কর্মযজ্ঞের বিশাল পরিধি নিয়ে এই মন্ত্রণালয়ের কাজ কারবার। নৌপরিবহন কার্যক্রম নির্বিঘ্ন এবং গতিশীল করার কাজে মন্ত্রণালয়ের অধীনে নীতিনির্ধারণী ও নির্বাহী পর্যায়ে বিভিন্ন ধরনের অনেকগুলো সংস্থা এবং অধিদপ্তর রয়েছে মন্ত্রণালয়ের। এদের প্রত্যেকেরই রয়েছে নির্ধারিত কার্যক্রম এবং কর্মপরিকল্পনা। বন্দরবার্তার এবারের সংখ্যায় আমাদের মূল প্রতিবেদন নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় নিয়ে।

প্রিয় পাঠক, চট্টগ্রাম বন্দর তার উন্নয়নের ক্রমবর্ধমান ধারা বজায় রেখে লয়েডস লিস্টের মর্যাদাপূর্ণ তালিকায় ২০১৮ সালের সেরা ১০০ কনটেইনার বন্দরের মধ্যে ৭০তম জায়গা করে নিয়েছে–গতবছরের চেয়ে আমরা এগিয়েছি আরও একধাপ। দীর্ঘপথ পাড়ি দিয়ে আরও সক্ষমতা অর্জনে চট্টগ্রাম বন্দরের দৃষ্টি এখন সুদূরপ্রসারী।

এ ছাড়া আমাদের নিয়মিত আয়োজনগুলোর মধ্যে রয়েছে মুখর বন্দর, আন্তর্জাতিক সংবাদ এবং বন্দর বিচিত্রা।

প্রিয় পাঠক, গভীর শোকের সাথে জানাচ্ছি যে, বন্দরবার্তার জন্মলগ্ন থেকেই নিয়মিত প্রদায়ক, চট্টগ্রাম বন্দরের ভূতপূর্ব কর্মকর্তা, স্বনামধন্য সাংবাদিক ও গেরিলা মুক্তিযোদ্ধা আ ক ম রইসুল হক বাহার আকস্মিকভাবে আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন। বন্দরবার্তা পরিবার তাকে কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করে। আগামী সংখ্যায় তাকে নিবেদন করে থাকছে শ্রদ্ধাঞ্জলি।

দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বরাবরের মতোই গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক হয়ে থাকবে চট্টগ্রাম বন্দর। আপনাদের সাথে নিয়ে সমৃদ্ধির পথে আমাদের পথ চলা দীর্ঘ হোক।

শুভেচ্ছা নিরন্তর।

জাফর আলম
সম্পাদক

প্রধান রচনা
নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়-বিশাল কর্মযজ্ঞ এবং সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনার ব্রতকথা

বন্দর বার্তা

এ সংখ্যায় থাকছে

০৪

এই যে শতকে নদ-নদী, সমুদ্র আর স্থল বন্দর-এ সবই আমাদের জনজীবন, বাণিজ্য, পরিবহন ও সামাজিক কর্মকাণ্ডের সাথে একান্তভাবে জড়িয়ে রয়েছে। দেশের অর্থনৈতিক কার্যক্রমের একটি বিশাল অংশ সরাসরি নির্ভর করে এসব কর্মকাণ্ডের ওপর। স্বাভাবিক কারণেই, বাংলাদেশ সরকারের অন্যতম প্রধান যে সংস্থা এই বিশাল পরিধির কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে, সেটি নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়।

সম্পাদকীয় ▪ ০২

মুখর বন্দর ▪ ১৮

- পণ্য খালাসের সব প্রক্রিয়া এক জায়গা থেকে করার উদ্যোগ
- দ্বিতীয় অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠায় জাপানের পছন্দ মহেশখালী
- ভাসমান ১০টি রিজার্ভার স্থাপনের উদ্যোগ
- বে টার্মিনালের জন্য অধিগ্রহণকৃত ভূমির মূল্য পরিশোধ
- তিনটি গ্যান্ট্রি ক্রেন পৌঁছালো বন্দরে, আরও চারটি গ্যান্ট্রি ক্রেন কিনতে চুক্তি
- এলএনজি টার্মিনালে মিৎসুবিশির অংশীদারিত্ব
- মোংলা বন্দর দিয়ে রপ্তানি বেড়েছে
- লাইটার জেটিতে পণ্য খালাস কার্যক্রম শুরু
- চট্টগ্রাম ও মোংলা বন্দর ব্যবহার করবে ভারত
- রেলওয়ের সাথে যৌথভাবে আইসিডি নির্মাণ করবে চট্টগ্রাম বন্দর
- বেসরকারি আইসিডিতে আরও নয় ধরনের পণ্য ডেলিভারির প্রস্তাব
- কনটেইনার হ্যান্ডলিংয়ে নতুন রেকর্ড
- তথ্য গোপন করে বন্দরে প্রবেশ করতে গিয়ে ধৃত বিদেশি জাহাজ

খতিয়ান ▪ ২৩

বন্দরের আয়-ব্যয়, কনটেইনার ওঠানামার তুলনামূলক মাসিক পরিসংখ্যান

বন্দর বিচিত্রা ▪ ১১

গ্রন্থ পরিচয়: *অফ দ্য ডিপ এন্ড: আ হিস্টোরি অব ম্যাডনেস অ্যাট সি*
বন্দর পরিচয়: *হো চি মিন সিটি বন্দর*
বুদ্ধি বাড়ে: *কে তিনি?*

আন্তর্জাতিক সংবাদ ▪ ১২

- অভিন্ন ভিসা পদ্ধতি চালুর কথা ভাবছে আসিয়ান
- এলএনজি বাণিজ্য প্রসারে অতিরিক্ত ট্যারিফ বন্ধ রাখতে ট্রাম্প-জাঙ্কার ঐকমত্য
- পাঁচ বছরে বৈশ্বিক কনটেইনার হ্যান্ডলিং ক্ষমতা দাঁড়াবে ২৬০ মিলিয়ন টিইইউ
- গ্রেট ব্যারিয়ার রিফ দিয়ে ট্রান্সশিপমেন্ট নিষিদ্ধ করছে অস্ট্রেলিয়া
- টেকসই উন্নয়নের সনদ ঘোষণা করল বিপিএ
- গ্রিসে প্রথমবারের মতো কোনো বন্দরের নেতৃত্বে নারী
- যুক্তরাষ্ট্র এবং চীনে ভারতীয় পণ্য আমদানির সুযোগ বাড়ছে
- বন্দরে অবস্থানকালে বিকল্প বিদ্যুৎ সরবরাহ হবে জাহাজে!
- শিপিং উন্নয়ন সূচকে শীর্ষস্থান ধরে রাখলো সিঙ্গাপুর
- ভারতের পাঁচটি প্রধান বন্দরে চালু হচ্ছে বিশেষায়িত ক্রুজ টার্মিনাল
- নতুন ব্যাটারি এনেছে আরআর: গতি পাচ্ছে বিদ্যুৎচালিত জাহাজ নির্মাণ
- ভারতের ক্যাবোটেজ আইন শিথিল: প্রভাব কলম্বো বন্দরে
- আবারো পাইরেসির ঘটনা বাড়ছে গিনি উপসাগরে

১৮

Lloyd's List

লয়েডস লিস্ট ২০১৮: আরও একধাপ এগিয়ে চট্টগ্রাম বন্দর এখন ৭০তম

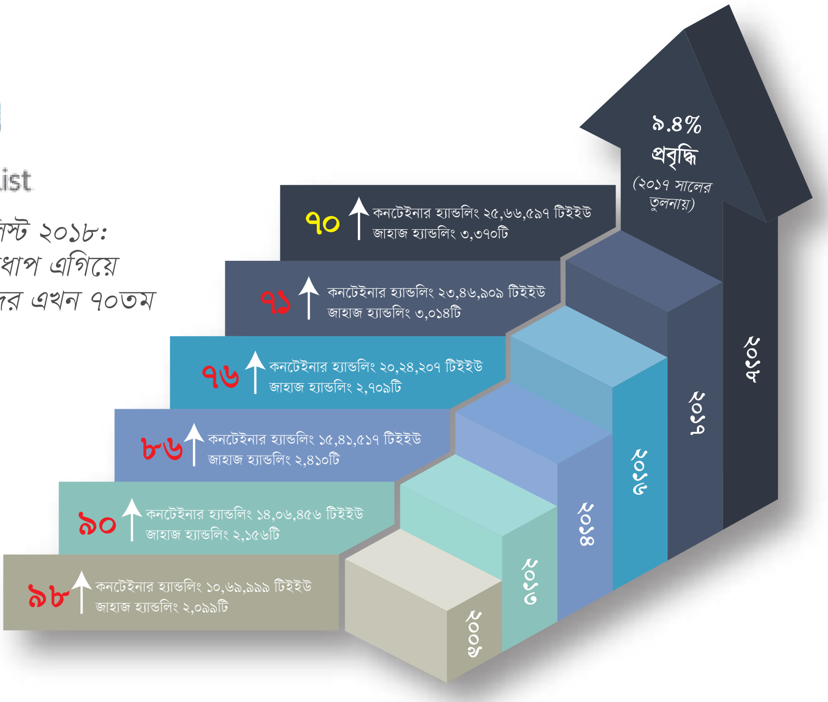

১৯

মুখর বন্দর

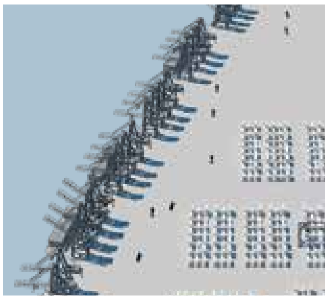

পায়রা বন্দরে টার্মিনাল নির্মাণ

পুরোদমে বাণিজ্যিক কার্যক্রম শুরু করার উদ্দেশ্যে দেশের তৃতীয় সমুদ্র বন্দর পায়রাতে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ করা হচ্ছে। এর মধ্যে অন্যতম চ্যালেঞ্জ টার্মিনাল নির্মাণ। পরিকল্পনা এগিয়ে নিতে কনটেইনার টার্মিনাল ও মাল্টিপারপাস টার্মিনাল এবং অন্যান্য স্থাপনা নির্মাণে তিন হাজার ৯৮২ কোটি ৫০ লাখ টাকার নতুন প্রস্তাবনা অনুমোদনের জন্য এরই মধ্যে পরিকল্পনা কমিশনে পাঠিয়েছে পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ। প্রকল্পের মেয়াদ জুন ২০২১ পর্যন্ত নির্ধারণ করা হলেও টার্মিনাল ২০১৯ সালেই নির্মিত হবে।

১৫

আন্তর্জাতিক সংবাদ

থাইল্যান্ডকে মানবাধিকার সমুন্নত রাখার আহ্বান

থাইল্যান্ড আইএলও এর ফিশিং কনভেনশন সমর্থন করলে শ্রমিকদের দিয়ে জোরপূর্বক কাজ করানো অথবা নিম্ন মজুরি দানকারী, ওভারটাইম ভাতা বঞ্চিতকারী এবং পাওনা পরিশোধে গড়িমসি করা অসাধু নিয়োগকর্তাদের দৌরাত্ম্য অনেকাংশে কমবে। কনভেনশনের অনুসমর্থনে থাই সরকার ইতিমধ্যে সভা এবং গণশুনানি আয়োজনের মতো পদক্ষেপ নিয়েছে। তবে এনজিওগুলোর দাবি, ১৮ বছরের কম বয়সী যেকোনো শিশুর জন্য মাছধরা শিল্পে কাজ করা নিষিদ্ধ করে সরকার যে আইন পাশ করেছে, খোদ ন্যাশনাল ফিশিং অ্যাসোসিয়েশন অব থাইল্যান্ড (এনএফএটি) ক্রমাগত তার বিরোধিতা করে যাচ্ছে।

প্রায় ২৪,০০০
বর্গকিলোমিটার ব্যাপ্তি নিয়ে প্রায়
৮০০ নদ-নদী

১,১৮,৮১৩
বর্গকিলোমিটার
টেরিটোরিয়াল সমুদ্র অঞ্চল

নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়
বিশাল কর্মযজ্ঞ এবং সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনার ব্রতকথা

বন্দরবার্তা ডেস্ক

মকরক্রান্তির বুক চিরে দক্ষিণ গোলার্ধের এই শ্যামলভূখণ্ড তার আপন মহিমায় ভাস্বর। উত্তরের হিমালয় আর অন্যান্য পর্বতমালা থেকে নেমে আসা জলের রাশি এই ষড়ঋতুর ব-দ্বীপকে সাজিয়ে দিয়েছে অসংখ্য নদ-নদী দিয়ে। এসব জলরাশির অর্ঘ্য এই ভূমিকে করেছে পলি-উর্বরা। আর এইসব নদী তার বিপুল জলরাশি নিয়ে মিলিত হয়েছে দক্ষিণের সীমানা বঙ্গোপসাগরে গিয়ে।

১৭ কোটি জনগোষ্ঠী আর এক লাখ ৪৭ হাজার ৫৭০ বর্গকিলোমিটারের আমাদের বর্ণিল এই বাংলাদেশের অতীত-বর্তমান আর ভবিষ্যৎ জুড়ে প্রবলভাবে উপস্থিত এই সকল নদ-নদী। প্রাচীনকালে যখন এই জনপদে গড়ে উঠেছে সভ্যতা, সেই তখন থেকেই নদীমাতৃকা ওতপ্রোতভাবে ভূমিকা রেখেছে এই ভূখণ্ডের প্রতিটি অধ্যায়ে। আমাদের কৃষি-বাণিজ্য-বেসাতি, দিনযাপনের সুখ দুঃখের গল্পের পরতে পরতে ছড়িয়ে আছে নদীর আখ্যান।

বাংলাদেশের বুকে বয়ে চলছে প্রায় ৮০০ ছোটবড় নদ-নদী। সব মিলিয়ে এদের ব্যাপ্তি কম-বেশি ২৪,০০০ বর্গকিলোমিটার। সাথে রয়েছে এক লাখ ১৮ হাজার ৮১৩ বর্গকিলোমিটার টেরিটোরিয়াল সমুদ্র অঞ্চলসহ ৮০০ কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের উপকূল। এর পাশাপাশি আমাদের সীমান্তরেখায় আমরা স্থলপথে যুক্ত প্রতিবেশী দেশের সাথেও।

এই যে শতেক নদ-নদী, উপকূলের সমুদ্র বন্দর আর সীমান্তের স্থল বন্দর এ সবই আমাদের জনজীবন, বাণিজ্য, পরিবহন আর তদীয় ব্যবসায়িক ও সামাজিক কর্মকাণ্ডের সাথে একান্তভাবে জড়িয়ে রয়েছে। সামগ্রিকভাবে এর ব্যাপকতা অনেক, বিভিন্ন ধরনের প্রাতিষ্ঠানিক ও প্রশাসনিক ভিন্নতা রয়েছে এবং সর্বোপরি দেশের অর্থনৈতিক কার্যক্রমের একটি বিশাল অংশ সরাসরি নির্ভর করে এইসব কর্মকাণ্ডের ওপর। আর তাই যে মন্ত্রণালয় এই বিশাল পরিধির কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে আসছে–স্বাভাবিক কারণেই সেটি বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান একটি মন্ত্রণালয়। নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়।

একাধিক অধিদপ্তর ও সংস্থার মাধ্যমে এই মন্ত্রণালয়কে যেসব কাজ

নিরবচ্ছিন্নভাবে করে যেতে হয় তার মধ্যে রয়েছে সমুদ্র, স্থল ও নদী বন্দরসমূহের আধুনিকায়ন, সারাবছর নৌপথের নাব্যতা সংরক্ষণ ও নৌপথ উদ্ধার, মেরিটাইম খাতে দক্ষ লোকবল তৈরি করার পাশাপাশি সাশ্রয়ী ও নিরাপদে যাত্রী ও পণ্য পরিবহন কার্যক্রমের তত্ত্বাবধান এবং জল-স্থল পথে বৈদেশিক বাণিজ্যে সহায়তা করা। নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের অতন্দ্র নজরদারির কারণেই দেশের মধ্যে পণ্য ও যাত্রী পরিবহন কার্যক্রম নির্বিঘ্নে চলে। মোট কথা, মহাগুরুত্বপূর্ণ নদী ও সমুদ্র নির্ভর আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্য প্রক্রিয়ার পুরোটাই এই মন্ত্রণালয়ের সক্ষমতা আর সামর্থ্যের ওপর নির্ভরশীল।

অনন্য নদী সম্ভার আর সুবিশাল সমুদ্রসীমা নিয়ে গঠিত সম্ভাবনাময় এই দেশ, বাংলাদেশ। স্বাভাবিকভাবেই এর বাণিজ্যিক কার্যক্রমের প্রায় পুরোটাই এই নৌ সম্ভাবনার সংরক্ষণ, ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনার ওপর গভীরভাবে নির্ভরশীল।

শক্তিশালী বন্দর অবকাঠামো, নৌপরিবহন ব্যবস্থাপনা ও মেরিটাইম সেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নিবেদিত এ মন্ত্রণালয়ের বহুমাত্রিক কার্যক্রমের রূপকল্প বা ভিশন হচ্ছে:

বিশ্বমানের বন্দর, মেরিটাইম ও নৌপরিবহন ব্যবস্থাপনা

এই মন্ত্রণালয়ের অভিলক্ষ্য হচ্ছে:

সমুদ্র, নৌ ও স্থল বন্দরসমূহের আধুনিকায়ন, নৌপথের নাব্যতা সংরক্ষণ, মেরিটাইম সেক্টরে দক্ষ জনবল সৃষ্টি, সাশ্রয়ী ও নিরাপদ যাত্রী ও পণ্য পরিবহন এবং বৈদেশিক বাণিজ্য সম্প্রসারণে সহায়তা করা।

সুপ্রাচীন নৌ সমৃদ্ধির ঐতিহ্যগাথা

প্রায় আড়াই হাজার বছরের নৌবাণিজ্যের গৌরবময় প্রামাণ্য ইতিহাস রয়েছে বাঙালির। খ্রিস্টপূর্ব চার শতকে চট্টগ্রাম বন্দর থেকে বিশাল জাহাজ বহর নিয়ে বুদ্ধ গুপ্ত নামে এক রাজন্যের মালয় দেশের রাজদরবারে যাওয়ার কথা আজও খোদিত রয়েছে প্রস্তরফলকে। টলেমির মতো ইতিহাসবিদের প্রাচীন মানচিত্রে নির্ণীত রয়েছে বাংলার সমৃদ্ধ নৌপথ। প্রাচীন লিপিতে বর্ণিত রয়েছে বাংলার সম্পদের গৌরব আর সমৃদ্ধির কথা। গ্রিক, আরব আর চীনা বণিকেরা বাণিজ্যের অভিপ্রায়ে হাজার বছর ধরে পাল তোলা জাহাজ নিয়ে এসে ভিড়েছে বাংলার বন্দরে। চীনা সাধু হিউয়েন সাংয়ের বিবরণীতে রয়েছে বাংলার নৌসম্পদ আর সমৃদ্ধির কথা। গুপ্ত এবং পাল সাম্রাজ্যের পরবর্তীকালে, আজ থেকে প্রায় এক হাজার বছর আগে আরব বণিকেরা প্রথম একচেটিয়া আধিপত্য বিস্তার করে বাংলার বন্দর আর উপকূলীয় অঞ্চলে। জাহাজ নির্মাণে বাংলার নিপুণ দক্ষতার দুনিয়াজোড়া খ্যাতির কারণে অটোমান সম্রাট ১৪-১৫ শতকে তার নৌবহরের জন্য যুদ্ধজাহাজ বানিয়ে নিয়ে যান এই বাংলা থেকে। ইউরোপীয় বণিকের আবির্ভাবে পরবর্তী কালে পনের শতক নাগাদ বাংলার নৌ অধিপত্য চলে যায় পর্তুগিজ বণিকদের হাতে। ১৭ এবং ১৮ শতক নাগাদ অন্যান্য প্রতিদ্বন্দ্বীদের হটিয়ে গোটা ভারতবর্ষে একচ্ছত্র নৌশক্তি হিসেবে আবির্ভাব ঘটে ব্রিটিশ বণিক গোষ্ঠীর। ওই পর্বে বাংলার প্রধানতম সমুদ্রবন্দর হিসেবে আধুনিক চট্টগ্রাম বন্দরের গোড়াপত্তন ঘটে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের হাতে। এসবের পাশাপাশি বলা বাহুল্য যে, নদীবন্দর ভিত্তিক বাণিজ্যের প্রসার যখন বাংলার ইতিহাসকে সমৃদ্ধ করেছে সে সময়ে তৎকালীন পূর্ববঙ্গেও একাধিক নদী বন্দর প্রসিদ্ধি লাভ করে। ষোড়শ শতাব্দীর আগে, প্রাচীন তাম্রলিপ্তের আমলে প্রসিদ্ধ বন্দর ছিল তাম্রলিপ্ত এবং সপ্তগ্রাম এরপর কলকাতা এবং হুগলীর জন্ম। আর অষ্টাদশ শতাব্দীতে এসে মহারাজ রাজবল্লভের রাজধানী হলো চাঁদপুরের অদূরে পদ্মার তীরে রাজনগরে। এর পাশাপাশি প্রসিদ্ধি পেল সোনারগাঁও, গোয়ালন্দ। করতোয়ার পাশে ছিল প্রাচীন বাংলার রাজধানী পুন্ড্রবর্ধন আর চট্টগ্রাম বন্দরের ইতিহাসের শুরু তো সেই চতুর্থ শতাব্দী থেকে। এসবের পাশপাশি বাণিজ্য বিস্তারের সুবাদে নদীবহুল এই দেশের অনেক বন্দর বিভিন সময় গুরুত্ববহ হয়ে ওঠে এবং এসব বন্দর ঘিরে গড়ে ওঠে ব্যস্ত এবং সমৃদ্ধ জনপদ।

বাংলাদেশ নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের ইতিহাস

বাংলার আধুনিক ইতিহাসে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানই প্রথম সঠিকভাবে উপলব্ধি করেন, দেশের মানুষের জীবনমানের উন্নয়ন আর সমৃদ্ধির সূচনা ঘটাতে চাইলে কী অসীম ভূমিকা রাখতে পারে নৌসম্পদ। মহান স্বাধীনতার পর তাঁর প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ, সক্রিয় উদ্যোগ এবং প্রেরণায় যুদ্ধবিধ্বস্ত নৌ-অবকাঠামোকে পুনরুজ্জীবিত করা হয়। পণ্যবিনিময় ও বৈদেশিক বাণিজ্য সচল করতে সবার আগে দেশের প্রধান প্রবেশদ্বার চট্টগ্রাম বন্দরের পুনরুদ্ধার কার্যক্রম হাতে নেন তিনি, পাশাপাশি নতুন কিছু জাহাজও সংগ্রহ করেন। পণ্য পরিবহন অবকাঠামো পুনর্নির্মাণের মধ্য দিয়ে স্বাভাবিকতা ফিরিয়ে আনা হয় জনগণের সামগ্রিক জীবনযাত্রায়। বাংলাদেশের দক্ষিণে বঙ্গোপসাগরের অতলে নিহিত

নৌ সম্ভাবনার সংরক্ষণ, ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনার ওপর নির্ভরশীল বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন

দেশের আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যের ৯২ শতাংশই সম্পন্ন হচ্ছে চট্টগ্রাম বন্দরের মাধ্যমে

অমিত সম্ভাবনা আবিষ্কারেও বিলম্ব করেননি দূরদর্শী এ নেতা। সমুদ্রে নিজেদের কার্যকর অধিকার প্রতিষ্ঠায় জাতিসংঘেরও প্রায় এক দশক আগে ১৯৭৪ সালে তিনি টেরিটোরিয়াল ওয়াটারস্ অ্যান্ড মেরিটাইম জোনস অ্যাক্ট প্রণয়ন করেন। শুধু তাই নয়, সমুদ্রসম্পদ সুরক্ষা ও নৌবাণিজ্য নির্বিঘ্ন রাখতে বাংলাদেশের জন্য একটি শক্তিশালী নৌবাহিনী গঠনে উদ্যোগী হন তিনি।

জাতীয় অর্থনীতি ও উন্নয়নস্বার্থে পণ্য পরিবহন কার্যক্রম নির্বিঘ্ন রাখতে স্বাধীনতার অব্যবহিত পরেই বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে রেল, নৌ ও সড়ক পরিবহন খাতের সমন্বয়ে যোগাযোগ মন্ত্রণালয় গড়ে ওঠে। বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে নৌপরিবহনের গুরুত্ব বিবেচনায় তিনি নিজেই প্রথম এই মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন। পরবর্তী সময়ে যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের কার্যপরিধি বৃদ্ধি পাওয়ায় জাতীয় স্বার্থে যোগাযোগ মন্ত্রণালয়কে পুনর্বিন্যাস করে বন্দর, জাহাজ চলাচল ও অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়। ১৯৮৮ সালের জানুয়ারি মাসে বন্দর, জাহাজ চলাচল ও অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়কে 'নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়' হিসেবে নামকরণ করা হয়।

আধুনিক বিশ্বের প্রেক্ষিতে আমাদের নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়

এই যে প্রতিনিয়ত আমাদের চারপাশে যা কিছু দেখছি, ভোগ কিংবা উপভোগ করছি, তার মধ্যে প্রকৃতির হাতে গড়া অংশটুকু ছাড়া বাকি সবটুকুই পণ্য। এসব পূরণ করে মানুষের মৌলিক চাহিদা–অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা। মানুষের মেধা আর শ্রমের মূল্যে প্রতিটির জন্ম। বিশ্বায়নের এই যুগে কোনো দেশই এককভাবে স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। প্রতিটি দেশই তাদের উৎপাদিত পণ্য একে অন্যের সাথে বিনিময় করে। এক দেশের উৎপাদিত এই পণ্য নিজের চাহিদা পূরণের পর চলে যায় অন্য দেশে; অন্য কোনো ভোক্তার হাতে। কীভাবে ভিনদেশে পাড়ি জমায় এই পণ্য? কাজটি করে, পরিবহন। আরসব দেশের মতন বাংলাদেশেও পণ্য পরিবহনের গুরুত্বপূর্ণ এই কাজটি করার জন্য রয়েছে বেশ কিছু কর্তৃপক্ষ। বাংলাদেশে সড়ক পথে দেশের ভেতর পণ্যটি এক জায়গা থেকে অন্য কোথাও গেলে সেটি পড়বে সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষের দায়িত্বের আওতায়। কিন্তু যখনই তা সড়কপথে দেশের বাইরে যাবে বা বাইরে থেকে আসবে, অথবা, দেশের ভিতর নৌপথে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায়, কিংবা নৌপথে দেশের বাইরে আসা-যাওয়া করবে তখনই তাকে আসতে-যেতে হবে দেশের ২২টি স্থল বন্দর, ২৯টি নদী বন্দর কিংবা চারটি সমুদ্র বন্দরের কোনো একটিকে ব্যবহার করে; এর সবগুলোরই পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব বিগত অর্ধশতক ধরে সুচারুরূপে পালন করে চলেছে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়।

এক কথায়, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় পণ্যকে দেশের মধ্যে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় সড়ক, রেল, নদী কিংবা সমুদ্র পথে পরিবহন করে। বিদেশের সাথে বাণিজ্যের জন্য এই মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে সবগুলো স্থলবন্দর এবং সমুদ্রবন্দর। দেশের ভেতর বাণিজ্যের জন্য আছে নদীবন্দর। সব মিলিয়ে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের নিরিখে এই মন্ত্রণালয়ের গুরুত্ব অপরিসীম।

মন্ত্রণালয়ের অঙ্গসংস্থান

নৌপরিবহন কার্যক্রমের পরিধি যেহেতু বিস্তৃত এবং বহুমুখী, এসব কার্যক্রমকে নির্বিঘ্ন এবং গতিশীল রাখার জন্য মন্ত্রণালয়ের অধীনে নীতিনির্ধারণী ও নির্বাহী পর্যায়ে বিভিন্ন ধরনের অনেকগুলো সংস্থা এবং অধিদপ্তর রয়েছে। এদের প্রত্যেকেরই রয়েছে নির্ধারিত কার্যক্রম এবং কর্মপরিকল্পনা। এসব সংস্থা এবং অধিদপ্তরের সমন্বিত কর্মতৎপরতার অবদানেই আজ নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় একটি ভাস্বর মন্ত্রণালয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের অধীনে মূলত রয়েছে ১১টি দপ্তর এবং সংস্থা:

বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌচলাচল কর্তৃপক্ষ (বিআইডব্লিউটিএ)

ঔপনিবেশিক আমলে, ১৮৩৪ সালে বাংলার নদীতে প্রথম জাহাজ পরিচালনা শুরু হয় লর্ড ইউলিয়াম বেনটিং স্টিমারের যাত্রা দিয়ে। এরপর নানা পথ পরিক্রমার পর ১৯৫৮ সাল থেকে পথচলা শুরু করে পূর্ব পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্তৃপক্ষ যা কিনা স্বাধীনতা পরবর্তীতে রূপান্তরিত হয়েছে বিআইডব্লিউটিএ তে।

বাংলাদেশে এ মুহূর্তে নদীবন্দর রয়েছে ২৯টি। এসব বন্দরের দেখাশোনা, রক্ষণাবেক্ষণ এবং আধুনিকায়নের কাজ করছে এই সংস্থা। নদী, বড়

নদী, খাল মিলিয়ে দেশের অভ্যন্তরে যতগুলো নৌপথ রয়েছে সেগুলোর নাব্যতা ঠিক থাকছে কিনা সেটি দেখাশোনা করে বিআইডব্লিউটিএ। এর পাশাপাশি এ সংস্থার অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলো হচ্ছে–

নৌপথ সংক্রান্ত ম্যাপ, নেভিগেশনাল চার্ট এবং আবহাওয়া সংক্রান্ত তথ্যাদি প্রকাশ ও হালনাগাদ করা। নদীতে দুর্ঘটনা কবলিত যান অপসারণ করে নৌচলাচল নিশ্চত করা। অপারেশন সংলগ্ন জনবলের দক্ষতা বৃদ্ধিতে যথাযথ ট্রেনিং এর ব্যবস্থা করা। এসবের পশাপাশি জলযানগুলোর রক্ষণাবেক্ষণ এবং নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপও নেয় এই সংস্থা।

এ সংস্থার অধীনে বেশ কয়েকটি ক্যাপিটাল ড্রেজিংয়ের কাজ চালু রয়েছে এ মুহূর্তে। হাইড্রোগ্রাফি বিভাগের অধীনে নিয়মিত বিভিন্ন ধরনের জরিপ কাজ পরিচালনা করছেন গবেষকরা।

বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্পোরেশন (বিআইডব্লিউটিসি)

বিআইডব্লিউটিসির কাজ কিছুটা ভিন্ন। এই সংস্থা মূলত দেশের অভ্যন্তরে বিভিন্ন নৌপথে–ফেরি সার্ভিস, যাত্রীবাহী সার্ভিস, কার্গো সার্ভিস, শিপ রিপেয়ার সার্ভিস, রেকার সার্ভিস পরিচালনা করে। দেশজুড়ে বিভিন্ন রুটে পণ্য এবং যাত্রী পরিবহন কার্যক্রম এবং এর নিরাপত্তার বিষয়টি এই সংস্থার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম। কোনো দুর্ঘটনা ঘটলে ঘটনাস্থলে যেন দ্রুত সহায়তা পৌঁছানো সম্ভব হয় সে বিষয়টিও নিশ্চিত করে তারা।

চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ (চবক)

বাংলাদেশের অন্যতম প্রাচীন বন্দর চট্টগ্রাম বন্দর। হাজার বছরের ইতিহাস সমৃদ্ধ এই বন্দরের গোড়াপত্তন অনেক আগেই, তবে পোর্ট অথরিটি হিসেবে এর আনুষ্ঠানিক যাত্রা ১৮৮৮ সালে। স্বাধীনতা উত্তরকালে ক্রমেই বৃদ্ধি পেয়েছে এই বন্দরের গুরুত্ব এবং এখন দক্ষিণ এশিয়ার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সমুদ্র বন্দর হিসেবে প্রতিষ্ঠিত এই বন্দর।

চট্টগ্রাম বন্দর দেশের অর্থনীতির প্রধান গেটওয়ে। আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যের ৯২ শতাংশ সম্পন্ন হচ্ছে এ বন্দরের মাধ্যমে। নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সংস্থা চবক এ রয়েছে কার্গো এবং কনেটেইনার টার্মিনাল। কর্ণফুলী নদীর মোহনা জুড়ে বিস্তৃত এর ব্যাপক কার্যক্রম। লয়েডস এর তালিকায় কনেটেইনার পোর্টসমূহের মধ্যে এই বন্দর এখন ৭০তম। গত আট বছরে ২৮ ধাপ এগিয়ে এই বন্দর অর্জন করেছে এক অভুতপূর্ব সাফল্য।

দেশের অর্থনীতি যেভাবে এগিয়ে চলেছে তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে গিয়ে নিরবচ্ছিন্ন উন্নয়ন, ক্ষমতায়ন ও সম্প্রসারণ কার্যক্রম চলছে এ বন্দরে। অত্যাধুনিক প্রযুক্তি অবকাঠামোসমৃদ্ধ কয়েকটি নতুন টার্মিনাল নির্মাণাধীন রয়েছে এ মুহূর্তে যেগুলো সত্বর কর্মক্ষম হবে। এসবের মধ্যে পতেঙ্গা কনটেইনার টার্মিনাল (পিসিটি) এবং লালদিয়া মাল্টিপারপাস কনটেইনার টার্মিনাল উল্লেখযোগ্য। আছে গভীর সমুদ্র বন্দরের সুবিধা সমৃদ্ধ বড় জাহাজ বার্থিং করাতে সক্ষম বে টার্মিনাল। বর্তমানে জিসিবির একাংশ উন্নয়নের মাধ্যমে কনটেইনার হ্যান্ডলিং সুবিধা বাড়াতে নির্মিত হচ্ছে কর্ণফুলী কনটেইনার টার্মিনাল এবং মিরসরাইয়ে দেশের অন্যতম বৃহৎ অর্থনৈতিক অঞ্চলের সহায়তার লক্ষ্যে গড়ে উঠছে সিতাকুণ্ড টার্মিনাল। এর পাশাপাশি, জাপানের নেতৃত্বে মহেশখালীর মাতারবাড়িতে চালু রয়েছে বিগ-বি ইন্ডাস্ট্রিয়াল গ্রোথ নামে মহাপ্রকল্প। এর প্রাণকেন্দ্রে অবস্থান করছে মাতারবাড়ি। এখানে এলএনজি টার্মিনাল এবং অত্যাধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর স্মার্ট পোর্ট সিটির পাশাপাশি গড়ে উঠবে বিবিধ সুবিধা সমৃদ্ধ আধুনিক টার্মিনাল।

মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ (মবক)

১৯৫০ সালে ইংরেজ বাণিজ্য জাহাজ দ্য সিটি অব লিয়নস্ পশুর নদীর জয়মনিগোল স্থানে নোঙর করে। এটাই ছিল মোংলা বন্দরের সূচনা। ১৯৫১ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে স্থাপিত হয় এই বন্দর। সুন্দরবনের অদূরে অবস্থিত এই বন্দর দেশের দক্ষিণাঞ্চলের নানাবিধ বাণিজ্যিক কার্যক্রমকে দীর্ঘদিন ধরেই বন্দর সুবিধা প্রদান করে আসছে।

দীর্ঘদিন পর, বর্তমান সরকারের উদ্যোগে নতুন সাজে সজ্জিত হতে যাচ্ছে এই বন্দর। ছয়টি নতুন জেটিসহ নানাবিধ অবকাঠামো উন্নয়ন কার্যক্রম চলছে, যার মাধ্যমে এখানকার বন্দরসুবিধা কাজে লাগানোর সুযোগ পাবে নেপাল, ভুটান, ভারত, চীন এবং অন্যান্যরা। পাশাপাশি নির্মাণ হচ্ছে নতুন রেল এবং নৌপথ। ফলে দ্রুততর এবং সহজতর হবে অভ্যন্তরীণ নৌ যোগাযোগ। এইসব নতুন এবং বর্ধিত সুবিধায় বন্দরকে কার্যকর এবং ফলপ্রসূ করে তুলতে মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষের কর্মপরিধি সাম্প্রতিক কালে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ (পাবক)

পটুয়াখালীর পায়রা নদীর পার্শবর্তী রাবনাবাদ চ্যানেলে দেশের তৃতীয় সমুদ্র বন্দর প্রতিষ্ঠা হয়েছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দূরদর্শিতায়। নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের নবীন এই সংস্থাও এখন ভীষণ কর্মতৎপর। আধুনিক সমুদ্র বন্দরের সুবিধা দিতে সক্ষম পায়রা বন্দরের অবকাঠামো উন্নয়নকাজ চলছে দ্রুতগতিতে। দেশের ক্রমবর্ধমান বাণিজ্যিক চাহিদা মেটাতে, পাশাপাশি অবকাঠামোগত উন্নয়ন নতুন প্রযুক্তির জ্বালানি ও বিদ্যুৎ উৎপাদন–সবকিছুতেই অপরিসীম ভূমিকা রাখতে যাচ্ছে এই বন্দর। এখানে অর্থনৈতিক অঞ্চলের পাশাপাশি গড়ে উঠবে শিল্পসমৃদ্ধ স্মার্ট পোর্ট সিটি।

বাংলাদেশ স্থল বন্দর কর্তৃপক্ষ

পণ্য পরিবহনে নৌপথের পাশাপাশি স্থলপথের ভূমিকাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশের সাথে মূলত সীমান্তবর্তী দেশ ভারতের পণ্য অদান প্রদানে স্থলবন্দরগুলো মুখ্য ভূমিকা পালন করে থাকে। এ ছাড়াও সম্প্রতি বিশেষভাবে আলোচিত হচ্ছে ভারত, নেপাল ও ভুটানের সাথে ট্রানজিট সুবিধার সম্ভাবনার কথা। বলাই বাহুল্য, এ ক্ষেত্রে স্থলবন্দরগুলোর কার্যকারিতা বেড়ে যাবে আরও কয়েকগুণ।

সঙ্গত কারণেই এই স্থলবন্দরগুলো পরিচালনার দায়িত্বও ন্যস্ত করা হয়েছে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের ওপরে। বৈদেশিক বাণিজ্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ সম্পন্ন করে থাকে বাংলাদেশের ১০টি স্থলবন্দর। এ মুহূর্তে পুরানো স্থল বন্দরগুলোর আধুনিকায়ন এবং সম্প্রসারণের পাশাপাশি নতুন বেশ কয়েকটি স্থলবন্দর নির্মাণের কাজে হাত দিয়েছে মন্ত্রণালয়।

নৌপরিবহন অধিদপ্তর

নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের অধীনে নৌপরিবহন অধিদপ্তর একটি রেগুলেটরি সংস্থা। সংস্থাটি ১৯৭৬ সালে স্থাপিত হয়। এই অধিদপ্তর বাংলাদেশ মার্চেন্ট শিপিং অর্ডিন্যান্স, ১৯৮৩; ইনল্যান্ড শিপিং অর্ডিন্যান্স, ১৯৭৬; বাংলাদেশ ফ্ল্যাগ ভেসেল (প্রটেকশন) অর্ডিন্যান্স, ১৯৮২ এবং সময় সময় সরকারের নির্বাহী আদেশের মাধ্যমে প্রদত্ত কার্যক্রমসমূহ সম্পাদন করে।

নদ-নদী-খাল মিলিয়ে দেশের অভ্যন্তরে যতগুলো নৌপথ রয়েছে সেগুলোর নাব্যতা সংরক্ষণ করে বিআইডব্লিউটিএ

১৯৯০ সাল হতে ২০১৪ সালের জুন মাস পর্যন্ত
১১,৪৮৫ জন নাবিক প্রশিক্ষিত হয়েছে
ন্যাশনাল মেরিটাইম ইন্সটিটিউটে

২০১২ সাল থেকে দেশের নারীরাও
মেরিটাইম শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যোগ দিতে শুরু করেছে

প্রতিবেশী দেশের সাথে বৈদেশিক বাণিজ্যের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ সম্পন্ন হয়ে থাকে বাংলাদেশের স্থল বন্দরগুলো দিয়ে

এই অধিপ্তরের ভিশন হচ্ছে নিরাপদ, পরিবেশবান্ধব এবং কার্যকর নৌচলাচল ব্যবস্থা গড়ে তোলা। আর এই ভিশনকে সমনে রেখে অধিপ্তরের মিশন হলো নৌসংক্রান্ত আইন-কানুন প্রণয়ন, প্রয়োগ ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে জাহাজ পরিদর্শন, সার্ভে, রেজিস্ট্রেশন, নাবিকদের প্রশিক্ষণ, পরীক্ষা গ্রহণ, সনদ প্রদান ও প্রয়োজনীয় নৌ ব্যবস্থাপনা পরিচালনাসহ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে দুর্ঘটনামুক্ত নৌচলাচল নিশ্চিতকরণ ও নৌবাণিজ্যিক স্বার্থ সংরক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ।

দেশের মধ্যে যেকোনো ধরনের নৌযানের পরীক্ষণ, গুণগত মান এবং কার্যকারিতা অক্ষুণ্ন আছে কিনা সেটি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নিয়মিত জরিপ চালাতে হয় তাদের। বাংলাদেশের মেরিটাইম খাতের সঙ্গে আইএলও কনভেনশন এবং আইএসপিএস এর সঙ্গতি বজায় রাখার বিষয়টিও তারাই দেখাশোনা করে।

১৯৭৬ সালে অধিদপ্তরের গঠন এবং ১৯৮৩ সালে এনাম কমিটির রিপোর্ট এবং সরকারি আদেশ অনুযায়ী সমুদ্র পরিবহন অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে–

নৌবাণিজ্য দপ্তর: নৌবাণিজ্য দপ্তর মার্চেন্ট শিপিং অধ্যাদেশ, ১৯৮৩ এর আওতায় সমুদ্রগামী ও উপকূলীয় জাহাজের সার্ভে ও রেজিস্ট্রেশন, জাহাজ চলাচলের উপযুক্ততার সনদসহ বিভিন্ন ধরনের নিরাপত্তা সনদপত্র প্রদান করে। কক্সবাজার, কুতুবদিয়া ও সেন্টমার্টিন– তিনটি বাতিঘরই পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ এখান থেকে করা হয়ে থাকে। বাতিঘর সুবিধা প্রদান করায় বাংলাদেশ বন্দরে আগমনকারী বিদেশি জাহাজ হতে বাতিঘর বাবদ বছরে প্রায় ছয় কোটি টাকা আয় হয়। সমুদ্রগামী জাহাজ, কোস্টার, যাত্রীবাহী জাহাজ, ট্যাংকার, মাছ ধরার নৌকা, মালামাল পরিবহনের নৌকা সমেত এই অধিদপ্তরের অধীনে রেজিস্ট্রিকৃত জলযানের সংখ্যা প্রায় ১০ হাজারেরও বেশি।

সরকারি সমুদ্র পরিবহন (শিপিং) অফিস: ১৯৪৮ সালে এই অফিসটি প্রতিষ্ঠিত হয়। নাবিকদের সমুদ্রগামী জাহাজে প্রয়োজনীয় সংখ্যক নাবিক নিয়োগ এবং প্রয়োজনে তাদের নিষ্কৃতি নিশ্চিত করা এ অফিসের প্রধান দায়িত্ব। তাছাড়া অফিসটি নাবিক ও জাহাজ কর্তৃপক্ষের মধ্যে বিরোধ নিষ্পত্তিতে মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকা পালন এবং নাবিক কল্যাণে সরকারি বিভিন্ন নির্দেশে দায়িত্ব পালন করে। এখন প্রায় ৪,০০০ জন রেজিস্টার্ড নাবিক রয়েছে। নাবিকদের বেতন থেকে বছরপ্রতি দেশে প্রায় ৪৫০ কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা আয় হয়।

নাবিক ও প্রবাসী শ্রমিক কল্যাণ পরিদপ্তর: নাবিক সম্প্রদায়কে শোষণ ও বঞ্চনার হাত হতে রক্ষা করার জন্য অবিভক্ত ভারতেই নাবিক কল্যাণ পরিদপ্তর প্রতিষ্ঠা লাভ করে। আগে পরিদপ্তরটি শ্রম ও জনশক্তি মন্ত্রণালয়ের অধীন ছিল। ১৯৮০ সালে পরিদপ্তরটিকে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের অধীন নৌপরিবহন অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রণাধীন করা হয়েছে। এই পরিদপ্তর নাবিকদের জন্য একটি নাবিক নিবাস পরিচালনা করছে। নাবিক নিবাসে নাবিকদের স্বল্প মূল্যে থাকা এবং চিকিৎসার বন্দোবস্ত আছে। নাবিক কল্যাণ সম্পর্কিত আইএলও কনভেনশন এবং আইএমও কনভেনশনের সুপারিশগুলো বাস্তবায়নে সরকারকে সহযোগিতা করা এবং দেশে-বিদেশে বাংলাদেশি নাবিকদের কল্যাণ ও বিনোদন সংক্রান্ত বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করাই এই পরিদপ্তরের মুখ্য দায়িত্ব।

অভ্যন্তরীণ নৌযান জরিপ ও নিবন্ধন অফিস: অভ্যন্তরীণ নৌ অধ্যাদেশ ১৯৭৬ এর আওতায় অভ্যন্তরীণ নৌযান জরিপ ও নিবন্ধনকরণের জন্য ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, বরিশাল ও খুলনাতে এই অফিস রয়েছে। নৌযানের কারিগরি মান নিয়ন্ত্রণ, জীবনরক্ষাকারী ও অগ্নিনির্বাপণকারী সরঞ্জাম পরীক্ষা করা এর মুখ্য ভূমিকা। যাত্রীবাহী নৌযান, মালবাহী নৌযান, ফেরি, ট্যাংকার, ডাম্ব বার্জ, মাছধরা নৌকা, ড্রেজার, বালুবাহী টাগবোট ইত্যাদি সমেত এ অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত জলযানের সংখ্যা প্রায় ১২ হাজার।

অভ্যন্তরীণ নৌযান পরিদর্শনালয়: অভ্যন্তরীণ নৌনিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নৌপথে চলাচলকারী নৌযানের নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিষয়ে কাগজপত্র সরেজমিনে পরীক্ষা করা এবং এ সম্পর্কিত বিধি লঙ্ঘনকারীদের বিরুদ্ধে মেরিন কোর্টে মামলা দায়ের করা পরিদর্শনালয়ের অন্যতম দায়িত্ব।

ন্যাশনাল মেরিটাইম ইন্সটিটিউট: আইএমও কনভেনশন ও আইএলও মেরিটাইম কনভেনশনের আলোকে নবীন ও কর্মরত নাবিকদের প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দক্ষ নাবিক গড়ে তোলাই এই প্রতিষ্ঠানের মুখ্য উদ্দেশ্য। ইন্সটিটিউটে তিন দিন হতে ছয় মাস মেয়াদি বিভিন্ন কোর্সে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রয়েছে। ১৯৯০ সাল হতে ২০১৪ সালের জুন মাস পর্যন্ত ২,৬১০ জন নবীন এবং ৮,৮৭৫ জন প্রবীণ নাবিককে উন্নত প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে।

বাংলাদেশ শিপিং করপোরেশন

১৯৭২ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের হাত ধরে এই প্রতিষ্ঠানের শুভ সূচনা ঘটেছিল। প্রায় ৩৫০ জনের জনবল সমৃদ্ধ এই প্রতিষ্ঠানের ভিশন হচ্ছে জাতীয় পতাকাবাহী সংস্থা হিসেবে এ অঞ্চলের মুখ্য শিপিং কোম্পানিতে উন্নীত হওয়া এবং দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে সহায়তা প্রদান। এই সংস্থার মিশন হচ্ছে আন্তর্জাতিক নৌপথে নিরাপদ ও দক্ষ শিপিং সেবা প্রদান করাসহ এর সাথে সংশ্লিষ্ট ও সহযোগী সকল প্রকার কার্য সম্পাদন করার মাধ্যমে জাতীয় উন্নয়নে অবদান রাখা।

বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশনের অন্তর্ভুক্ত মূল সেবাগুলো হলো:

- বাংলাদেশ-পাকিস্তান-পশ্চিম এশিয়া হয়ে উপসাগরীয় অঞ্চল পর্যন্ত বাল্ক কার্গো পরিবহন সেবা
- বাংলাদেশ-যুক্তরাজ্য-আফ্রিকা লাইনার সেবা
- বাংলাদেশ-দূরপ্রাচ্য-জাপান লাইনার সেবা
- চার্টারিং এবং ট্রাম্পিং সেবা
- ক্রুড অয়েল বহন ও লাইটারিং সেবা
- খাদ্য শস্য বহন ও লাইটারিং সেবা

এ ছাড়াও এ সংস্থা ফিডার সেবার আওতায় যে সব রুটে জাহাজ সেবা প্রদান করে সেগুলো হলো:

- চট্টগ্রাম-সিঙ্গাপুর-কালাং (মালয়েশিয়া)-চট্টগ্রাম
- চট্টগ্রাম-কলম্বো-চট্টগ্রাম
- চট্টগ্রাম-তানজং পেলাপাস (মালয়েশিয়া)-চট্টগ্রাম

সংস্থার বিরাজমান জাহাজ বহরের সঙ্গে শিগগিরই যুক্ত হতে যাচ্ছে ২৬টি নতুন জাহাজ।

নদীরক্ষা কমিশন

ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা, অসচেতনতা এবং অসাধু প্রণোদনার কারণে অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় নদী দখল করে গড়ে তোলা হচ্ছে অবৈধ স্থাপনা। এ ধরনের অপকর্মের প্রতিরোধে সজাগ নজরদারি করার জন্য রয়েছে নদী রক্ষা কমিশন। ড্রেজিংসহ নানা পন্থায়

মরা নদী বাঁচিয়ে নৌচলাচল উপযোগী করে তোলার পাশাপাশি নদীদূষণ প্রতিরোধেও বিবিধ কার্যক্রম রয়েছে তাদের।

বিশেষায়িত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান-বাংলাদেশে মেরিন একাডেমি

মন্ত্রণালয়ের অন্যতম আরেকটি লক্ষ্য দেশের নৌপরিবহন খাতের উপযোগী দক্ষ লোকবল এবং জনসম্পদ গড়ে তোলা। এ লক্ষ্যে কার্যকর রয়েছে নিয়মিত বিভিন্ন শিক্ষণ এবং প্রশিক্ষণ কার্যক্রম। বিশ্বব্যাপী ওয়ার্ল্ড মেরিটাইম ইউনিভার্সিটির ১৪টি ইউনিটের অন্যতম বাংলাদেশ মেরিন একাডেমি থেকে প্রতিবছর উত্তীর্ণ হয়ে বেরিয়ে মেরিটাইম সেক্টরে আসছে বিশ্বমানের দক্ষ কর্মকর্তা এবং বিশেষজ্ঞরা। ৫০ বছরের ঐতিহ্যবাহী এই মেরিন একাডেমি দক্ষতার সাথে পরিচালনা করছে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়।

এর পাশাপাশি নাবিকদের প্রশিক্ষিত করে তোলার জন্য মন্ত্রণালয়ের অধীনে রয়েছে ন্যাশনাল মেরিটাইম ইনস্টিটিউট। দেশের বিভিন্ন এলাকায় আরও চারটি নতুন মেরিন একাডেমি প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করছে সরকার। অত্যন্ত আনন্দের কথা, ২০১২ সাল থেকে মেরিটাইম শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যোগ দিতে শুরু করেছে দেশের নারীরাও। এর ফলশ্রুতিতে মেরিটাইম খাতে দিনদিন বেড়ে চলেছে নারীর অংশগ্রহণ।

এখানে উল্লেখ্য যে, এসব প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি বেশ কিছু সরকারি এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে মেরিটাইম বিষয়ক শিক্ষা প্রদান করা হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে বাংলাদেশের সর্বশেষ পদক্ষেপ হলো এশিয়ার তৃতীয় বিশেষায়িত মেরিটাইম ইউনিভার্সিটি স্থাপনা।

কর্মব্যস্ত মন্ত্রণালয়ের হালের ব্যস্ততা

উৎপাদনের জায়গা থেকে একটি রপ্তানিপণ্য দ্রুততম সময়ে বন্দরে পৌছানো এবং বন্দর থেকে আমদানিপণ্য দ্রুততম সময়ে ভোক্তার হাতে পৌছানোর লক্ষ্যে দেশে হিন্টারল্যান্ড বা অভ্যন্তরীণ সংযোগপথ উন্নয়নের কোনো বিকল্প নেই। সে লক্ষ্যে অনেকগুলো মহাপ্রকল্প চালু রয়েছে এ মুহূর্তে। পদ্মা সেতু নির্মাণের মধ্য দিয়ে রেলপথে এবং সড়কপথে দেশের দক্ষিণাঞ্চলের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে বাকি অংশ। যোগাযোগ সহজ করার লক্ষ্যে গোয়ালন্দ-পাটুরিয়া দ্বিতীয় পদ্মা মাল্টিপারপাস সেতু নামে পদ্মার ওপর আরেকটি সেতু নির্মাণের কাজ অপেক্ষমাণ রয়েছে। উত্তরাঞ্চলের সঙ্গে সার্বিক সংযোগ সম্প্রসারণ পরিকল্পনার আওতায় ঢাকা-দিনাজপুর চার লেন মহাসড়কের কাজ এগিয়ে চলেছে পূর্ণগতিতে। অন্যদিকে ঢাকা-চট্টগ্রাম চার লেন অ্যাকসেস কন্ট্রোল রোড সম্পন্ন হচ্ছে পণ্যবাহী যানবাহনের জন্য একটি নির্বিঘ্ন যোগাযোগ সুবিধা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে। একইসাথে চার লেনের ঢাকা বাইপাস সড়কের আধুনিকায়ন করা হচ্ছে। দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলছে ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণকাজ।

এসব উন্নয়নের সাথে তাল মিলিয়ে মন্ত্রণালয়ের কর্মব্যস্ততাও বেড়ে গেছে বহুগুণ। কারণ বিভিন্ন খাতে সেবা প্রদানের সুবিধাগুলোকে উন্নত এবং বৃদ্ধি করতে যুগপৎ বেশ কিছু প্রকল্প হাতে নিয়েছে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়।

কমলাপুর ইনল্যান্ড কনটেইনার ডিপো (আইসিডি) আধুনিকায়নের পাশাপাশি নতুন আইসিডি নির্মাণ করা হচ্ছে ঈশ্বরদী আর ধীরাশ্রমে। দেশের অভ্যন্তরীণ অঞ্চল থেকে পণ্য পরিবহনে পরিবেশ এবং অর্থের সাশ্রয় বিবেচনায় ক্রমশ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে ঢাকার কেরানীগঞ্জে নির্মিত অত্যাধুনিক সুবিধা সম্বলিত পানগাঁও ইনল্যান্ড কনটেইনার টার্মিনাল (আইসিটি)। সড়কপথে পণ্য পরিবহনে হাজার হাজার ট্রাকের যাতায়াতের ফলে পরিবেশ দূষণের পাশাপাশি রাস্তায় অপ্রত্যাশিত চাপ তৈরি হয় সড়কপথে। অথচ ঢাকা-চট্টগ্রাম নৌপথে অনেক কম খরচে আরও বেশি পণ্য পরিবহন সম্ভব। এ খাতে ব্যবসায়ীদের আগ্রহী করে তুলতে সচেতনতা বাড়ানোর পাশাপাশি বিভিন্ন ধরনের বোনাস এবং সুবিধা প্রদানের প্রস্তাব রয়েছে কর্তৃপক্ষের। নারায়ণগঞ্জের অদূরে খানপুরে নির্মিত হচ্ছে আরও একটি আইসিটি। আশা করা হচ্ছে, নিকট ভবিষ্যতে সড়ক ও রেলপথের ওপর চাপ কমিয়ে ক্রমশ জনপ্রিয় হয়ে উঠবে এসব নৌপথ।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের দূরদর্শী বিচক্ষণতার ফলস্বরূপ ২০১২ ও ২০১৪ সালে সমুদ্র আইন বিষয়ক দুটি পৃথক আন্তর্জাতিক ট্রাইব্যুনালে বাংলাদেশ ও প্রতিবেশী দেশের সমুদ্রসীমা নিয়ে দুটি রায়ের ফলে বর্তমানে সম্মিলিতভাবে বাংলাদেশের সমুদ্রসীমা দাঁড়িয়েছে এক লাখ ১৮ হাজার ৮১৩ বর্গকিলোমিটার। এই বিপুল আয়তনের সমুদ্রসীমার ওপর বাংলাদেশের সার্বভৌম অধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে এদেশের এক নতুন ও অবারিত দ্বার উন্মোচিত হয়েছে। এ প্রেক্ষাপটে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় ব্লু ইকোনোমির কার্যক্রম, সমুদ্র সম্পদ আরোহণ এবং বাংলাদেশে বিশ্বমানের বন্দর, নৌপরিবহন ও মেরিটাইম সেবা নিশ্চিত করার প্রত্যয়ে নানাবিধ কৌশলগত কর্মপরিকল্পনা (স্বল্পমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি) হাতে নিয়েছে।

মন্ত্রণালয়ের স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনাগুলোর বাস্তবায়নকাল দুই বছরের কম। বর্তমানে চালু উল্লেখযোগ্য প্রকল্পগুলো হচ্ছে:

- কর্ণফুলী নদীতে চট্টগ্রাম ড্রাই ডক সংলগ্ন এলাকায় ৬০০ মিটার দৈর্ঘ্যের পতেঙ্গা কনটেইনার টার্মিনাল নামে নতুন টার্মিনাল নির্মাণ
- চট্টগ্রাম বন্দরে নিউমুরিং ওভার ফ্লো কনটেইনার ইয়ার্ড প্রকল্প
- খুলনার পশুর চ্যানেলটি রামপাল পর্যন্ত ড্রেজিং
- রুজভেল্ট জেটি অবকাঠামো উন্নয়ন
- কর্ণফুলী নদীর সদরঘাট এলাকায় নির্মিত ৪০০ মিটার জেটি সচল করা এবং নাব্যতা বৃদ্ধিতে ড্রেজিং প্রকল্প বাস্তবায়ন
- চট্টগ্রাম বন্দরে দ্বিতীয় নিউমুরিং ওভারফ্লো কনটেইনার ইয়ার্ড নির্মাণ প্রকল্প
- বন্দরগুলোর জন্য টাগবোট সংগ্রহ
- বন্দরগুলোর জন্য কনটেইনার ও কার্গো হ্যান্ডলিং যন্ত্রপাতি সংগ্রহ
- মোংলা বন্দরে দুটি অসম্পূর্ণ জেটি নির্মাণসহ বাংলাদেশ-ভারত-শ্রীলঙ্কা-মালদ্বীপ এই চারটি দেশের মধ্যে ক্রুজ সার্ভিস চালুকরণের জন্য ক্রুজ শিপ সংগ্রহ প্রকল্প অনুমোদন ও ডিজাইন চূড়ান্ত করা এবং শিপ সংগ্রহের ক্ষেত্রে বেসরকারি উদ্যোক্তাদের সম্পৃক্ত করা

স্বল্পমেয়াদি এসব পরিকল্পনা ছাড়াও নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় বেশ কিছু মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে যেগুলোর বাস্তবায়নকাল দুই থেকে পাঁচ বছরের মধ্যে। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো-

- চট্টগ্রামের পশ্চিম তীরে বন্দর হতে ছয় কিলোমিটার এবং বহির্নোঙর থেকে এক কিলোমিটার দূরে বে টার্মিনাল নির্মাণ
- চট্টগ্রাম বন্দরকে গ্রিন পোর্টে উন্নীত করা

সম্প্রতি বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশনের জাহাজবহরে যুক্ত হয়েছে মাঝারি আকৃতির জাহাজ 'বাংলার জয়যাত্রা' ও 'বাংলার সমৃদ্ধি'। পণ্য পরিবহনে জাহাজ দুটির আয় দিনে ২০,০০০ ডলার ছাড়িয়ে যাবে বলে আশা করা হচ্ছে

- এই বন্দরের জন্য আধুনিক কনটেইনার ও কার্গো হ্যান্ডলিং যন্ত্রপাতি সংগ্রহ
- হিরণ পয়েন্টে পাইলট স্টেশনের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ এবং জ্যাফর্ড পয়েন্টে লাইট হাউজ নির্মাণ
- নদী শাসন কার্যক্রম গ্রহণ
- উন্নত ও আধুনিক লাইট টাওয়ার নির্মাণ
- উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন আধুনিক উদ্ধারকারী জলযান ও কার ক্যারিয়ার সংগ্রহ
- চট্টগ্রামে লালদিয়া মাল্টিপারপাস টার্মিনাল নির্মাণ
- মোংলা বন্দরের সুবিধাদি সম্প্রসারণ ও আধুনিকায়ন
- পায়রা সমুদ্র বন্দরের প্রথম টার্মিনাল, সংযোগ সড়ক ও আনুষঙ্গিক সুবিধাদি নির্মাণ
- পায়রাতে কোর পোর্ট অবকাঠামো নির্মাণ, ১০টি কার্গো ও চারটি অয়েল ট্যাঙ্কার টার্মিনাল নির্মাণ
- উপকূলীয় এলাকায় সাতটি নির্ধারিত স্থানে ডিফারেনশিয়াল গ্লোবাল পয়েন্টিং সিস্টেম (ডিজিপিএস) স্থাপন
- মেরিটাইম সার্চ ও রেসকিউয়ের জন্য এয়ারক্রাফট ক্রয়
- বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেসা মেরিটাইম কমপ্লেক্স নির্মাণ
- ন্যাশনাল মেরিটাইম ইন্সটিটিউটে প্রি-সি ক্যাডেট কোর্স চালু করা

আগামী দিনের প্রত্যাশা ও পরিকল্পনা বাস্তবায়নে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়

একুশ শতকের পৃথিবীতে উন্নয়নের অগ্রযাত্রায় প্রথম কাতারে রয়েছে বাংলাদেশ। স্বাধীনতার প্রায় অর্ধশতকে দারিদ্র্যের কূটজাল ছিন্ন করে বিশ্বদরবারে নিজেকে মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠা করেছে দেশটি। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে ২০২১ সালের মধ্যে মাঝারি আয়ের দেশ হিসেবে আবির্ভাব ঘটতে যাচ্ছে বাংলাদেশের। একই ধারাবাহিকতায় ২০৪১ সালের ভিতর বাংলাদেশ উন্নীত হবে উন্নত দেশের কাতারে। এসব লক্ষ্য অর্জনের পথে অত্যবশ্যকীয় শর্ত হিসেবে অবকাঠামো খাতে বিপুল উন্নয়ন কার্যক্রম চলছে দেশে।

নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের মূল অবদান নৌপরিবহন ও সেবাখাতে অবকাঠামো নির্মাণে বিশেষ নজর দেওয়া। একদিকে যেমন আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বৃদ্ধির চাপ সামাল দেবার জন্য সমুদ্র বন্দরগুলোর আধুনিকায়ন এবং প্রযুক্তিগত উন্নতির কাজ চলছে, তেমনি দেশের অন্যান্য অবকাঠামো নির্মাণের রসদ সংগ্রহের জন্যও বন্দরের ওপর ক্রমবর্ধমান চাপ সামাল দিতে মন্ত্রণালয় তৈরি করছে নতুন নতুন জেটি। অন্যদিকে দেশের অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন সেবাকে ঢেলে সাজাতে যেমন নৌবন্দরগুলোর উন্নয়ন করা হয়েছে, তেমনি দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে পণ্য পরিবহনের জন্য তৈরি করা হচ্ছে নতুন স্থাপনা। এর পাশপাশি মন্ত্রণালয় বিশেষভাবে নজর দিয়েছে নদীগুলোর নাব্যতা বৃদ্ধির জন্য ড্রেজিং প্রকল্পগুলোতে।

পিছিয়ে নেই স্থলবন্দরগুলোও। সেগুলোরও উন্নয়ন সাধন ঘটছে এই মন্ত্রণালয়ের অধীনেই। সব মিলিয়ে আগামীর জন্য দেশকে পূর্ণাঙ্গভাবে প্রস্তুত করতে অসামান্য অবদান রেখে চলছে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়।

সরকারের চলমান কার্যক্রমের আওতায় দেশজুড়ে গড়ে তোলা হচ্ছে শতাধিক ইপিজেড। প্রতিটি ইপিজেড সড়ক, রেল ও নৌপথে যুক্ত থাকবে সীমান্তবর্তী স্থল কিংবা নৌবন্দরগুলোর সঙ্গে। পোশাক শিল্পের পাশাপাশি এ মুহূর্তে জাহাজ নির্মাণ এবং অন্যান্য শিল্পখাতের দ্রুত বিকাশ ঘটছে দেশে। বাণিজ্যের পরিধি বিস্তৃত হচ্ছে দ্রুতগতিতে। বিপুলায়তন বাণিজ্য সামাল দিতে গিয়ে নতুন বন্দর, গভীর সমুদ্রবন্দর, বিভিন্ন আয়তনের টার্মিনাল নির্মাণ করা হচ্ছে। রূপকল্প বাস্তবায়নে স্বভাবতই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হচ্ছে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়কেই। এ মন্ত্রণালয়ের আওতায় অবিরাম ক্ষমতায়ন আর সামর্থ্য বৃদ্ধির মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ তৈরি হচ্ছে আগামী দিনের জন্য।

শেষ বলে কিছু নেই

বাংলাদেশের সামনে এখন দীর্ঘ পথ পাড়ি দেবার হাতছানি। রূপকল্প ২০২১ এবং ২০৪১ আমাদের বহু আকাঙ্ক্ষার লক্ষ্য। এর পাশাপাশি ডেল্টা প্ল্যান ২১০০ নিয়েও কাজ শুরু করেছে বাংলাদেশ। স্বাভাবিকভাবেই এসব পরিকল্পনা মাফিক মেরিটাইম বিশ্বে একটি শক্তিশালী অবস্থান গড়ে তোলার লক্ষ্য সামনে রেখে কাজ করছে বাংলাদেশের নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়। বিশ্বমানের বন্দর গড়ে তোলা, বিশ্বমানের বন্দর সেবা প্রদান তার লক্ষ্য। বাংলাদেশের মানুষের ব্যক্তিক, সামাজিক ও সামগ্রিক জীবনমান উন্নয়নের মাধ্যমে জাতীয় অর্থনীতির চাকা গতিশীল রাখতে এভাবেই অব্যাহত রয়েছে এবং অব্যাহত থাকবে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের আজ এবং আগামীর কার্যক্রম। নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় এর কর্মপরিধিকে আরও বিস্তৃত করার লক্ষ্যে হতে নিয়েছে বেশ কিছু যুগান্তকারী পদক্ষেপ।

আমাদের এই অগ্রযাত্রায় বৈদেশিক বিনিয়োগ ও ভারতীয় মহাসাগরবর্তী সফল মেরিটাইম শিল্পসমূহের চিন্তাভাবনার সাথে আমাদের উন্নয়ন পরিকল্পনাগুলো মিলিয়ে নিয়ে ভবিষ্যতের দিকনির্দেশনা সঠিক করবার লক্ষ্যে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় শিগগিরই আয়োজন করতে যাচ্ছে দ্বিতীয় সাউথ এশিয়ান মেরিটাইম লজিস্টিকস ফোরাম। শুধু তাই নয়, আন্তর্জাতিক মেরিটাইম বাণিজ্যেও বিবিধ সফল প্রতিষ্ঠানের সাথে ক্রমবর্ধমান সৌহার্দ্যের ভেতর দিয়ে এই মন্ত্রণালয়েল প্রশাসন এগিয়ে যাচ্ছে চিন্তা চেতনায় এবং আন্তর্জাতিক জনসংযোগে যা কিনা অচিরেই সুফল বয়ে আনবে বাংলাদেশের মেরিটাইম শিল্পে। বাংলাদেশের নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় বিশ্বাস করে এই পথ চলার শেষ নেই। অগামীর চাহিদা মেটাতে এবং বর্তমানের সীমাবদ্ধতাগুলোকে কাটিয়ে উঠতে নিরলস পরিশ্রম আর স্বপ্ন বাস্তবায়নের ব্রতে বিশ্বাসী বাংলাদেশ নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়।

দেশে নৌপরিবহন শিল্পে দক্ষ জনবল জোগানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে বাংলাদেশ মেরিন একাডেমি ও ন্যাশনাল মেরিটাইম ইন্সটিটিউট

গ্রন্থ পরিচিতি

অফ দ্য ডিপ এন্ড: আ হিস্টোরি অব ম্যাডনেস অ্যাট সি

নিক কম্পটন

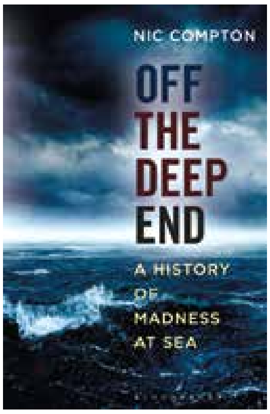

অতীতে বহু নাবিক জাহাজের কঠোর শৃঙ্খলার মধ্যে মাসের পর মাস সাগরে কাটানোর ফলে মানসিক ভারসাম্য হারিয়েছেন। তবে বর্তমানেও সে অবস্থার খুব বেশি পরিবর্তন হয়নি। শ্রমসাধ্য কাজ, গৎবাঁধা রুটিন, যোগ্য সঙ্গীর অভাব, অতিরিক্ত অ্যালকোহল পান, কঠোর নিয়মকানুন, একাকীত্ব, খারাপ আবহাওয়া, ক্রমাগত আতঙ্ক ও বিপদের মধ্যে থাকা, জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকর প্রভাবের মতো বিষয়গুলো একজনের মানসিক ভারসাম্যের স্থিতি নষ্ট করার পক্ষে যথেষ্ট। আজকের দিনে নাবিকেরা প্রায়শই ভয়ঙ্কর হ্যালুসিনেশনের শিকার হন। অনেকেই সাগরে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করেন। রয়াল নেভির নিজস্ব চিকিৎসকের দাবি, সাধারণ মানুষের তুলনায় একজন নাবিকের মানসিক ভারসাম্য হারানোর সম্ভাবনা প্রায় সাত গুণ বেশি।

সাগরে ঠিক কতজন ভারসাম্যহীনতার শিকার হন তা সঠিকভাবে সংখ্যায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়। এমনকি ক্রিস্টোফার কলম্বাস, জর্জ ভ্যানকুভার, ফ্লেচার ক্রিশ্চিয়ান এবং রবার্ট ফিটজ্‌রয়ের মতো বিখ্যাত এবং ইতিহাস সৃষ্টিকারী নাবিকদের মানসিক স্থিরতা নিয়েও নানা সময় প্রশ্ন উঠেছে। এখনও প্রতি বছর অন্তত ২,০০০ জাহাজকর্মী সাগরে হারিয়ে যান। কিছু দুর্ঘটনা অবশ্য ঘটে। তবে তাদের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক আত্মহত্যা করেন।

২০১৭ সালে ব্লুমসব্যারি থেকে লেখক, আলোকচিত্রী এবং নৌঅভিযাত্রী নিক কম্পটনের 'অফ দ্য ডিপ এন্ড: আ হিস্টোরি অব ম্যাডনেস অ্যাট সি' বইটি প্রকাশের পর সমুদ্রের সাথে নাবিকদের মানসিক যোগাযোগের বিষয়টি নতুন করে ভাবনার খোরাক জোগায়।

বইটিতে নাবিক জীবনের বিভিন্ন সময়ের সমস্যাগুলোর প্রতি আলোকপাত করা হয়েছে। পাশাপাশি সাগরে অবস্থানকালে ইয়েলো ফিভারের মতো বিভিন্ন সংক্রামক রোগের প্রাদুর্ভাব, আচমকা ধেয়ে আসা ঝড়-জলোচ্ছ্বাস, বিস্বাদ খাবার এবং দীর্ঘদিন পরিবার-প্রিয়জন থেকে দূরে থাকার ফলে কেবিন ফিভারসহ বিভিন্ন মানসিক সমস্যা নিয়ে ২৩টি অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন কম্পটন। 'অফ দ্য ডিপ এন্ড' সাগরের সেইসব চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য তুলে এনেছে যেগুলো আমাদের ইন্দ্রিয়গুলোকে বিভ্রান্ত করে, ভোঁতা করে দেয় সাধারণ যুক্তিবোধ।

বইটির হার্ডকভার সংস্করণের মূল্য রাখা হয়েছে ১৬.৯৯ মার্কিন ডলার। ইপাব, পিডিএফ এবং মোবি ইবুক আকারেও বইটি সহজলভ্য।

আইএসবিএন ১০: ১৪৭২৯৪১১২৮
আইএসবিএন ১৩: ৯৭৮-১৪৭২৯৪১১২১

কে তিনি?

এই ফরাসি নাবিক প্রথম ইউরোপীয় হিসেবে সেন্ট লরেন্স নদী বরাবর অভিযান পরিচালনা করেন। ১৫৩৪ সালে ফরাসি রাজা ফ্রান্সিস-১ মসলা, সোনা এবং অন্যান্য খনিজ সম্পদ আহরণের উদ্দেশ্যে তাঁকে আমেরিকার উত্তর অঞ্চলে অভিযান পরিচালনায় পাঠান। এশিয়ায় বাণিজ্যিক বিস্তারের জন্য নতুন পথের সন্ধানও এই অভিযানের আরেকটি লক্ষ্য ছিল। এ সময় তিনি মোট তিনটি নৌঅভিযান পরিচালনা করেন। প্রত্যেকটিই ফরাসি সম্রাটের ব্যক্তিগত অনুমোদনে। বর্তমান কানাডার অনেক অঞ্চল আবিষ্কারের সাথেই জড়িয়ে রয়েছে তার নাম। লরেন্স উপসাগরের উপকূলবর্তী ইরোকুইয়ান ভাষার শব্দ 'কানাটা' যার আভিধানিক অর্থ গ্রাম বা আবাস। কিন্তু তিনি ভুল করে আশেপাশের সম্পূর্ণ অঞ্চলকেই 'কানাটা' মনে করেছিলেন। এই ভুল থেকেই পরবর্তীতে কানাডা নামকরণ হয়।

১৯০৮ সালে কানাডা এই খ্যাতনামা অভিযাত্রীর অবদান স্মরণীয় করে রাখতে বিশেষ স্মারক ডাকটিকিট প্রকাশ করে। ১৪৯১ সালে জন্মগ্রহণ করা এই নৌঅভিযাত্রী ৬৫ বছর বয়সে ১৫৫৭ সালে তার জন্মস্থান সাঁ-মালোঁতে মৃত্যুবরণ করেন।

কে তিনি?

[কে তিনি? এর সমাধান মিলিয়ে নিন ২৩ নং পাতায়]

বন্দর পরিচিতি

হো চি মিন সিটি বন্দর

ভিয়েতনাম দক্ষিণ এশিয়ার সবচেয়ে দ্রুত বর্ধমান বাজার। এর বর্ধনশীল অর্থনীতির প্রভাব পড়েছে হো চি মিন সিটি বন্দরের ওপরেও। যদিও হো চি মিন সিটি একটি একক বন্দর নয়, বরং শহরটির বন্দরসমূহ নিয়ে গঠিত একটি নেটওয়ার্ক বন্দর। এটি ভিয়েতনামের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক কেন্দ্র। দেশটির এক-পঞ্চমাংশ জিডিপি এবং এক-তৃতীয়াংশ শিল্প উৎপাদন এখান থেকেই এসে থাকে। সাইগন নদীর মোহনায় দক্ষিণ চীন সাগর তীরে হো চি মিন সিটি অবস্থিত। এই বন্দর হয়েই আমদানিকৃত সার, স্টিল, লোহা, গম, যন্ত্রাংশ এবং রাসায়নিক দ্রব্যের একটি বড় অংশ ভিয়েতনামে প্রবেশ করে। চাল এই বন্দরের প্রধান রপ্তানি পণ্য।

ঔপনিবেশিক আমলে গড়ে ওঠে এখানকার প্রধান বন্দর সাইগন। উল্লেখ্য, হো চি মিন শহরের তখনকার নাম ছিল সাইগন। সাইগন শহরের উন্মেষ এবং উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান আছে এই বন্দরের। ফ্রেঞ্চ-ইন্দোচীন যুগে বিভিন্ন উপনিবেশ থেকে পণ্য আমদানি-রপ্তানির প্রধান কেন্দ্র হিসেবে এই বন্দর মুখ্য ভূমিকা পালন করে। দ্বিতীয় ইন্দোচীন যুদ্ধের সময় (ভিয়েতনাম যুদ্ধ) সাইগন ছিল ইউএস আর্মির হেডকোয়ার্টার। ১৯৬৮ সালে যুক্তরাষ্ট্রের সেনা বাহিনীর সাথে ভিয়েতনামী বিদ্রোহীদের সংঘর্ষের সময় শহরের বেশ কিছু অংশ ধ্বংস হয়ে যায়। ১৯৭৫ সালে উত্তর ভিয়েতনামের সৈন্যরা সাইগন দখল করে। স্বাধীন ভিয়েতনাম গঠনের পর দেশটির স্বাধীনতা সংগ্রামী নেতা হো চি মিনের সম্মানে সাইগন শহরের নতুন নামকরণ করা হয়। তখন বন্দরটির আধুনিকীকরণ করা হয় এবং বদলে যায় এর নামও। যদিও এখনও স্থানীয়দের মাঝে পুরাতন সাইগন নামটি বহুল ব্যবহৃত।

ভিয়েতনাম যুদ্ধে মার্কিন সেনা বাহিনীর সদর দপ্তর হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে হো চি মিন সিটি

প্রধানত কনটেইনার পরিবহনের উপযোগী করে বন্দরটির কাঠামো গড়ে তোলা হয়েছে। এখানে ১০টি কনটেইনার টার্মিনাল রয়েছে। হো চি মিন সিটি বন্দর বর্তমান বিশ্বের ২৪তম ব্যস্ত কনটেইনার বন্দর। ২০১৬ সালে বন্দরটি ৫৯ লাখ ৮৬ হাজার ৭৪৭ টিইইউ কনটেইনার হ্যান্ডলিং করেছে। পুরো বন্দরটি ২৬৩ হেক্টর জমির ওপর গড়ে উঠেছে, এর কনটেইনার ইয়ার্ডের আয়তন ১৫৬ হেক্টর এবং ২০ হেক্টরের কনটেইনার ফ্রেইট স্টেশন রয়েছে বন্দরটিতে। ১৯টি বার্থ এবং তিনটি অ্যাঙ্করেজ পয়েন্ট রয়েছে। বন্দরটির পোতাশ্রয় ১০ মিটারের মতো গভীর, এর চ্যানেলের প্রশস্ততা ২১-২৫ ফিট। এখানে সর্বোচ্চ ৫০০ মিটার দৈর্ঘ্যের জাহাজ ভিড়তে পারে।

সংবাদ সংক্ষেপ

➤ হলদিয়া-বারানসি নৌপথ উন্নয়ন

ফেরি সেবা উন্নয়ন এবং বারানসি, পাটনা, মুঙ্গের, ভাগলপুর, কলকাতা এবং হলদিয়ায় নৌবন্দর স্থাপনের সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের উদ্দেশ্যে পরামর্শক নিয়োগ দিয়েছে ভারতের অভ্যন্তরীণ নৌপথ কর্তৃপক্ষ, আইডব্লিউএআই। ন্যাশনাল ওয়াটারওয়ে-১ (গঙ্গা) এর অংশ হলদিয়া-বারানসি নৌপথের নাব্যতা বৃদ্ধিতে জল মার্গ বিকাশ প্রকল্পের অধীনে এই কর্মযজ্ঞ সম্পাদন করছে ভারত সরকার। বিশ্বব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় হতে যাওয়া প্রকল্পটির আনুমানিক ব্যয় ধরা হয়েছে প্রায় ৫,৩৬৯ কোটি রুপি, যাতে থাকছে তিনটি মাল্টিমোডাল টার্মিনাল, দুইটি ইন্টারমোডাল টার্মিনাল, একটি নতুন নেভিগেশনাল লক, রিভার ইনফরমেশন সিস্টেম, ভেসেল মেরামত ও সংরক্ষণ কারখানা এবং রো রো টার্মিনাল।

➤ ভারতে কাজ শুরু করেছে ফক্সকন

মহারাষ্ট্রে নির্মাণ কারখানা স্থাপন করবে বিশ্বের অন্যতম বৃহত্তম খুচরা ইলেকট্রনিক পণ্য প্রস্তুতকারী তাইওয়ান ভিত্তিক প্রতিষ্ঠান ফক্সকন। জওহরলাল নেহরু পোর্ট টার্মিনালের বিশেষায়িত অর্থনৈতিক অঞ্চলে (জেএনপিটি এসইজেড) ৪৫ একর জমির ওপর গড়ে উঠবে এ স্থাপনা। ফক্সকনের জন্য এই অঞ্চলে ২০০ একর জমি বরাদ্দের অনুরোধ জানিয়ে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিশ ইতিমধ্যেই দেশটির সড়ক পরিবহনমন্ত্রী নিতিন গড়করিকে চিঠি দিয়েছেন।

➤ রপ্তানি নিয়ে আশাবাদী ভিয়েতনামের উদ্যোক্তারা

হ্যারিস ইন্টারঅ্যাকটিভ পরিচালিত এক জরিপে দেখা গেছে, রপ্তানির ক্রমবর্ধমান বৃদ্ধি অব্যাহত থাকবে বলে বিশ্বাস করে ভিয়েতনামের ৫৭ শতাংশ ক্ষুদ্র এবং মাঝারি উদ্যোক্তা। ব্যবসায়ীদের মতে সামনের দিনগুলোতে এশিয়া প্যাসিফিক এলাকা ছাড়িয়ে তাদের উৎপাদিত পণ্য যুক্তরাষ্ট্র এবং জার্মানির বাজারে প্রবেশ করবে। বর্তমানে দেশটির ৫৮ শতাংশ ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের রপ্তানি পণ্যের গন্তব্য চীন, জাপান এবং কোরিয়া। প্রতি দশটির মধ্যে আটটি পণ্য রপ্তানি হয় এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের বাইরে।

➤ নতুন নীতিমালার ফল: ক্রুজ অপারেটরদের জন্য আকর্ষণীয় গন্তব্য ভারত

নৌ পর্যটনের উন্নয়ন এবং বন্দরে অবকাঠামো নির্মাণে সরকারি বিনিয়োগের ঘোষণার পরপরই ভারতের বিশাল পর্যটন খাতের অংশ হয়ে ওঠার দৌড়ে নেমেছে ক্রুজ অপারেটরগুলো। মিলেনিয়াম-ক্লাস বিলাসতরী সেলেব্রিটি কনস্টেলেশনের ভারতমুখী ভ্রমণ প্যাকেজ ঘোষণা করেছে সেলেব্রিটি ক্রুজ এবং রয়াল ক্যারিবিয়ান ক্রুজের ভারতীয় অংশীদার তিরুন ট্রাভেল মার্কেটিং। এদিকে ভারতে দুইটি জাহাজ বাড়িয়েছে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ক্রুজ পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠান প্যানডাও। এর মধ্যে আরভি অরিয়েন্ট প্যানডাও কলকাতার কাছে গঙ্গার নিম্নাঞ্চলে এবং আরভি কথা প্যানডাও গঙ্গার বারানসি এলাকায় পর্যটন সুবিধা দেবে।

টেকসই উন্নয়নের সনদ ঘোষণা করল বিপিএ

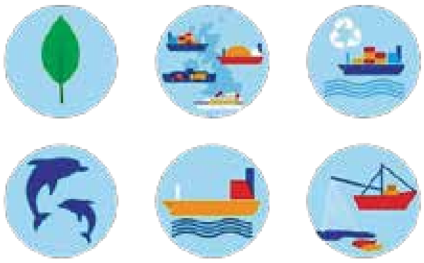

সুন্দর ও স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ বজায় রাখার পাশাপাশি সমৃদ্ধ অর্থনীতি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে টেকসই উন্নয়নের একটি চার্টার প্রকাশ করেছে ব্রিটিশ পোর্টস অ্যাসোসিয়েশন (বিপিএ)। যুক্তরাজ্যের মোট জনসংখ্যার ৯০ শতাংশই উপকূলের ৩০ মাইলের মধ্যে বাস করে এবং দেশটির কোনো স্থানই সমুদ্র উপকূল থেকে ৭০ মাইলের বেশি দূরে নয়। বেশ কিছু ব্রিটিশ বন্দর ইতিমধ্যেই মাছ ধরা জাহাজ এবং প্রমোদতরীর মতো ছোটো আকারের জলযানের জন্য ভূমি থেকে সরাসরি জ্বালানি সরবরাহ সুবিধা চালু করার পদক্ষেপ নিয়েছে বলে চার্টারে জানানো হয়। অবশ্য সংখ্যাগরিষ্ঠ বন্দরসমূহ, বিশেষ করে যারা পর্যটকবাহী এবং বৃহদাকৃতির কার্গো জাহাজকে পরিষেবা প্রদান করে, সেখানে এ ধরনের প্রযুক্তি স্থাপন এখনো যথেষ্ট ব্যয়বহুল। ২০১৯ সালের মে নাগাদ যুক্তরাজ্যের প্রধান বন্দরগুলো ভূমি থেকে সরবরাহকৃত জ্বালানি ব্যবস্থার মূল্যায়ন রিপোর্টসহ বায়ুমান নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনা প্রকাশ করবে বলে জানানো হয়েছে। টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিতকল্পে শিপিং ইন্ডাস্ট্রি, সরকার এবং পরিবেশবাদী সংস্থাগুলোর সাথে একযোগে কাজ করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছে বিপিএ। যার মধ্যে রয়েছে:

- টেকসই উন্নয়ন নীতিমালা অনুসরণ করে অবকাঠামো নির্মাণ এবং রক্ষণাবেক্ষণ করার মাধ্যমে বিপিএ সদস্যদের মেরিন পরিবেশের প্রহরী হিসেবে দায়িত্ব পালনে উদ্বুদ্ধ করা।
- বড় শিল্প গ্রুপগুলোর মাধ্যমে পরিবেশ সংরক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে টেকসই উন্নয়নের জন্য কাজ করা
- সামুদ্রিক পরিবেশ দূষণ রোধে জাহাজের বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় সদস্য বন্দরসমূহকে সাহায্য করা।
- যুক্তরাজ্যের অভ্যন্তরে উপযুক্ত পরিবেশে 'মোডাল শিফট' নীতিমালা সমর্থন এবং কোস্টাল শিপিং উৎসাহিত করা। এতে সড়ক পথে গাড়ির চাপ কমে আসার সাথে সাথে কার্বন নিঃসরণ কমবে।
- ক্ষতিকর গ্যাস নির্গমন বন্ধ এবং বায়ুমান নিয়ন্ত্রণের জন্য নতুন পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং তা মেনে চলার ক্ষেত্রে প্রধান বন্দরগুলোকে সহায়তা প্রদান
- ইউরোপিয়ান সি পোর্টস অর্গানাইজেশনের সদস্যপদ লাভের মাধ্যমে যুক্তরাজ্যের ইকোপোর্টস ইনিশিয়েটিভকে সমর্থন দেওয়া
- সংরক্ষিত মেরিন এলাকায় টেকসই উন্নয়ন প্রকল্পের বাস্তবায়নে সদস্যদের সহায়তা প্রদান
- ব্যালাস্ট ওয়াটার ম্যানেজমেন্ট থেকে সমুদ্রে তেল ছড়ানো প্রতিরোধে বন্দর ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ এবং পরিবেশ সংস্থাগুলোর মধ্যে নিয়মিত মতবিনিময় বা উদ্ভাবনী আইডিয়া আদানপ্রদান সংক্রান্ত সভার আয়োজন
- যুক্তরাজ্য, স্কটিশ, ওয়েলশ এবং উত্তর আয়ারল্যান্ডের সরকারের পাশাপাশি নিয়ন্ত্রক এবং পরিবেশগত সংস্থাগুলোর সাথে একত্রে গঠনমূলক পরিবর্তনে কাজ করা। সমস্যা খুঁজে বের করার সাথে সাথে তার সম্ভাব্য সমাধান এবং বাস্তবায়নে চ্যালেঞ্জসমূহ বিশ্লেষণ করা।

জিবুতির বন্দরের সামনে নতুন চ্যালেঞ্জ

হর্ন অব আফ্রিকার গুরুত্বপূর্ণ গভীর সমুদ্র বন্দর এবং শিপিং হাব হিসেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে বিপুল বিনিয়োগ করেছে জিবুতি। স্থলবেষ্টিত প্রতিবেশী দেশ ইথিওপিয়ার বাণিজ্যও বহুলাংশে এ বন্দরের ওপর নির্ভরশীল। কিন্তু এ অঞ্চলের প্রতিযোগিতার সমীকরণ বদলে দিতে পারে বহুকালের অবহেলিত রাষ্ট্র ইরিত্রিয়ার উত্থান। বিশ্ব বাণিজ্যে দাপটের সাথে উঠে আসছে লোহিত সাগরের তীরে অবস্থিত দেশটি। ইথিওপিয়ার কাছ থেকে স্বাধীনতা লাভের উদ্দেশ্যে ১৯৯১ সাল থেকে টানা সংঘাত চলছে দেশটিতে। এ অবস্থা নিরসনে চলতি বছরের জুলাইয়ে ইথিওপিয়া এবং ইরিত্রিয়ার প্রধানমন্ত্রী এক ঐতিহাসিক শান্তিচুক্তি স্বাক্ষর করেছেন। চুক্তির ফলে স্থবির হয়ে পড়া বিভিন্ন বাণিজ্যের পথ সুগম হয়েছে, বিশেষ করে ভবিষ্যতে দুই দেশের যৌথ সমুদ্রবন্দর গড়ে তোলার একটি সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। ইরিত্রিয়ার সঙ্গে জিবুতির রাজনৈতিক সম্পর্ক যথেষ্ট শীতল, নিজ দেশের জলসীমার এত কাছে অপর একটি বড় আন্তর্জাতিক বন্দর গড়ে তোলাকে স্বাভাবিকভাবেই পছন্দ করছে না দেশটি। ধারণা করা হচ্ছে, ইরিত্রিয়ার এ বন্দরে আন্তর্জাতিক বিনিয়োগ থাকবে। সংযুক্ত আরব আমিরাতের সঙ্গে ইরিত্রিয়ার সুসম্পর্ক দীর্ঘদিনের, ইয়েমেনে সামরিক অভিযান পরিচালনার সুবিধার্থে লোহিত সাগরের অপর তীরে ইরিত্রিয়ার আসাব বন্দরে ২০১৫ সালে একটি নৌঘাঁটিও তৈরি করেছে তারা। জিবুতি সরকার চুক্তি বাতিল করে আমিরাতের মালিকানাধীন ডিপি ওয়ার্ল্ড নিয়ন্ত্রিত ডোরালেহ কনটেইনার টার্মিনাল নিয়ে নেওয়ার পরপরই ইথিওপিয়া-ইরিত্রিয়া শান্তিচুক্তি সম্পাদনে মধ্যবর্তী পক্ষ হিসেবে কাজ করেছে আরব আমিরাত। প্রায় একই ব্যাপার ঘটেছে সোমালিল্যান্ডের বারবেরায়। ডোরালেহ থেকে ব্যবসা সরিয়ে আনতে সেখানে একটি মাল্টিপারপাস বন্দর নির্মাণে ৪৪০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগ করেছে আরব আমিরাত।

ভারতের পাঁচটি প্রধান বন্দরে চালু হচ্ছে বিশেষায়িত ক্রুজ টার্মিনাল

ভারতীয় লোকসভায় উত্থাপিত এক প্রশ্নের লিখিত জবাবে দেশটির নৌপরিবহন ও অর্থ বিষয়ক মন্ত্রী রাধাকৃষ্ণান জানিয়েছেন, পর্যটন শিল্পের বিকাশে পাঁচটি প্রধান বন্দরে প্রমোদতরী বার্থিংয়ের উপযোগী এবং পর্যটকদের ওঠা-নামার সুবিধার্থে বিশেষ টার্মিনাল নির্মাণ এবং অন্যান্য অবকাঠামো গড়ে তোলা হবে। বন্দরগুলো হলো পোর্ট অব চেন্নাই (তামিলনাড়ু), মরমুগাঁও (গোয়া), নিউ ম্যাঙ্গালোর (কর্নাটক), কোচিন (কেরালা) এবং মুম্বাই (মহারাষ্ট্র)। ১২টি প্রধান এবং ২০০ ছোট বন্দরের দেশ ভারত পর্যটকদের আকর্ষণে ইতিমধ্যে ১৬৫টি দেশের নাগরিকদের ই-ভিসা প্রদানের সুবিধা চালু করেছে। 'ইনক্রেডিবল ইন্ডিয়া ২.০' কর্মসূচির আওতায় দেশের ২৫টি বিমানবন্দর এবং পাঁচটি সমুদ্রবন্দরে এ সুবিধা পাওয়া যাবে। পর্যটকদের যেকোনো সমস্যায় ২৪ ঘন্টা সেবা প্রদানে বহুভাষিক একটি হটলাইনও খোলা হয়েছে।

অভিন্ন ভিসা পদ্ধতি চালুর কথা ভাবছে আসিয়ান

আসিয়ান জোটভুক্ত দেশসমূহের আইন প্রয়োগকারী সংস্থা এবং সরকারি প্রতিনিধিদের মধ্যে অনুষ্ঠিত এক বৈঠকে এ অঞ্চলের মানুষের জন্য একটি একক ভিসা ব্যবস্থা গড়ে তোলার ব্যাপারে আলোচনা হয়েছে।

৬০০ মিলিয়নের বেশি জনসংখ্যা এবং ক্রমবর্ধমান অর্থনীতির আসিয়ান অঞ্চলে পর্যটন, অভিবাসন এবং নিরাপত্তা খাতে ক্রমাগত চ্যালেঞ্জ বাড়ছে। এই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় বৈঠকে অভিন্ন ভিসা পদ্ধতি কার্যকরের সম্ভাব্যতা যাচাই সমীক্ষা খতিয়ে দেখা হয়েছে। বর্তমানে আসিয়ান জোটভুক্ত দেশে সীমান্ত রক্ষা এবং ব্যবস্থাপনায় আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলোকে প্রশিক্ষণ দিয়ে সহায়তা করছে ইন্টারপোল। এ ছাড়া মানব পাচার ও চোরাচালান সংঘটিত হয় এমন অঞ্চলে বিশেষায়িত ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থাও করেছে সংস্থাটি। আসিয়ানভুক্ত দেশ কম্বোডিয়া, ইন্দোনেশিয়া, লাওস, মিয়ানমার, ফিলিপাইন, থাইল্যান্ড এবং ভিয়েতনামে সন্ত্রাসী কর্মকান্ড প্রতিরোধে ছয়টি সীমান্ত প্রতিরক্ষা অপারেশনে সহযোগিতা করছে ইন্টারপোল।

বন্দরে অবস্থানকালে বিকল্প বিদ্যুৎ সরবরাহ হবে জাহাজে!

হামবুর্গ বন্দরে জাহাজের জন্য প্রচলিত বিদ্যুৎ সরবরাহের বিকল্প ব্যবস্থার যৌথ পরীক্ষা সম্পন্ন করেছে টার্মিনাল অপারেটর এইচএইচএলএ, কনটেইনার শিপিং কোম্পানি হ্যাপাগ-লয়েড এবং প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান বেকার মেরিন সিস্টেমস। হ্যাপাগ-লয়েডের কয়েকটি ২০,০০০ টিইইউ ধারণক্ষমতার বিশালাকৃতি কনটেইনারশিপে স্থানান্তরযোগ্য বৈদ্যুতিক জেনারেটর নিয়ে বেশ কয়েক সপ্তাহ ধরে নানা রকম পরীক্ষা চালিয়েছে তারা। প্রযুক্তিটির উদ্ভাবন করেছে বেকার মেরিন সিস্টেমস।

এ প্রযুক্তির কল্যাণে লার্জ এবং ভেরি লার্জ ভেসেলগুলো অনবোর্ড অপারেশনের সময় তাদের অক্সিলারি ইঞ্জিন বন্ধ রেখে মোবাইল জেনারেটর থেকে বিদ্যুৎ সংগ্রহ করতে পারবে। দুটি চল্লিশ ফুটি কনটেইনারের সমান আকৃতির দ্য বেকার এলএনজি পাওয়ারপ্যাক নামের এই জেনারেটরটি একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ সিস্টেম। এতে রয়েছে একটি প্রাকৃতিক গ্যাসচালিত জেনারেটর এবং জ্বালানির জন্য এলএনজি ট্যাংক। কনটেইনারবাহী জাহাজ ডকে ভেড়ার সাথে সাথে গ্যান্ট্রি ক্রেনের সাহায্যে ১ দশমিক ৫ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনক্ষম জেনারেটরটিকে জাহাজের স্টার্ন বরাবর স্থাপন করা হয়। সেখান থেকে জাহাজের মূল পাওয়ার সিস্টেমের সাথে এর সংযোগ দেওয়া হয়। ফলে ডিজেলচালিত অক্সিলারি ইঞ্জিন থেকে উৎপাদিত সালফার ডাইঅক্সাইড, অদাহ্য বস্তুকণা এবং নাইট্রাস অক্সাইডের মতো ক্ষতিকর গ্যাসের নিঃসরণ আংশিক বা সম্পূর্ণরূপে কমিয়ে আনা যাবে। পরীক্ষামূলক পরিচালনের সফলতায় অনুপ্রাণিত হয়ে ইউরোপীয় এবং চীনা বেশ কয়েকটি বন্দর এ প্রযুক্তি ব্যবহারের আগ্রহ প্রকাশ করেছে বলে জানিয়েছে বেকার মেরিন সিস্টেমস। জার্মান সরকারের মোবিলিটি অ্যান্ড ফুয়েল স্ট্র্যাটেজি কার্যকরে সহায়ক হবে বলে এ প্রযুক্তির উন্নয়নে দেশটির পরিবহন ও ডিজিটাল অবকাঠামো মন্ত্রণালয় থেকে ইতিমধ্যেই সাত অঙ্কের অর্থ অনুদান দেওয়া হয়েছে।

কনটেইনার ট্রান্সশিপমেন্টে মূল্যছাড় দিচ্ছে চেন্নাই বন্দর

আমদানি-রপ্তানির ক্ষেত্রে চেন্নাই বন্দর ব্যবহার করে কনটেইনার ট্রান্সশিপমেন্ট উৎসাহিত করতে বিশেষ রেয়াত সুবিধা চালু করতে যাচ্ছে কর্তৃপক্ষ। ট্রান্সশিপমেন্ট কনটেইনারবাহী কোস্টাল ভেসেলের জন্য বিদ্যমান ভাড়ার ওপর ৭০ শতাংশ ছাড়ের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। আবার কোনো জাহাজ যদি এই বন্দর দিয়ে বছরে ২৫টির বেশি কনটেইনার ট্রান্সশিপমেন্ট পরিচালনা করে, সেক্ষেত্রে ছাড়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়াবে ৮০ শতাংশে। একইভাবে, বিদেশি জাহাজের জন্য কনটেইনার ট্রান্সশিপমেন্ট হ্যান্ডলিংয়ের ওপর বর্তমান রেয়াত সুবিধার পাশাপাশি ভেসেল সংক্রান্ত সেবায় পাঁচ শতাংশ অতিরিক্ত ছাড় দেওয়া হবে। এসব পদক্ষেপ নেওয়ায় ফলে, কলম্বো বা সিঙ্গাপুরের মতো প্রতিবেশী দেশের বন্দরে যে সকল ভারতীয় কনটেইনারের ট্রান্সশিপমেন্ট হচ্ছে, আগামী দিনে তা চেন্নাই বন্দরের মাধ্যমে হবে বলে কর্তৃপক্ষ আশা করছে।

মিয়ানমারে যৌথ বিনিয়োগ করছে ইয়ামাতো গ্রুপ

থাই-মিয়ানমার আন্তঃসীমান্ত বাণিজ্য এবং ছোট আকারের কার্গো ডেলিভারির সুবিধার্থে মিয়ানমারে পাঁচ লাখ মার্কিন ডলারের যৌথ উদ্যোগে গ্রহণের ঘোষণা দিয়েছে জাপানের বৃহত্তম প্যাকেজ ডেলিভারি কোম্পানি ইয়ামাতো। অচিরেই মিয়ানমারে চালু হতে যাওয়া এ উদ্যোগে পণ্যের আমদানি বা রপ্তানি এবং এশিয়ার অন্যান্য দেশ থেকে আসা ট্রাকের মাধ্যমে আন্তঃসীমান্ত পণ্য পরিবহন সুবিধা থাকবে। পরবর্তী ধাপে অভ্যন্তরীণ লজিস্টিক সুবিধা এবং কুরিয়ার সার্ভিসও অন্তর্ভুক্ত করার কথা ভাবছে তারা। কুরিয়ার সার্ভিস চালু করা হলে বিভিন্ন পণ্য এবং গাড়ির যন্ত্রাংশ সরাসরি পরিবেশকের কাছ পৌঁছানো যাবে, পাশাপাশি ই-কমার্সের সুবিধাও কাজে লাগানো হবে। ইয়ামাতো গ্রুপের ব্যবসার মূল অংশ হলো আন্তর্জাতিক ফরোয়ার্ডিং, অর্থাৎ দেশের বাইরে পণ্য পরিবহনের বিশেষায়িত পরিষেবা এবং আন্তঃসীমান্ত লজিস্টিক সেবা দেওয়া। এ ছাড়া কর্মী এবং ব্যবসা স্থানান্তরের সময় মালপত্র পরিবহনের কাজও করে থাকে প্রতিষ্ঠানটি।

সংবাদ সংক্ষেপ

‘ভারতমালা পরিযোজনা’র অধীনে সড়ক নির্মাণের প্রস্তাবনা

ভারতের সড়ক ও নৌপরিবহন এবং রাসায়নিক ও সার বিষয়ক কেন্দ্রীয় মন্ত্রী মানসুখ এল মানদাভিয়া ভারতীয় লোকসভায় এক লিখিত বিবৃতিতে জানিয়েছেন, ‘ভারতমালা পরিযোজনা’র অধীনে প্রাথমিক পর্যায়ে ৩৪,৮০০ কিলোমিটার সড়ক নির্মাণ করা হবে। ন্যাশনাল হাইওয়ে ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্টের বাদবাকি কাজও এতে অন্তর্ভুক্ত থাকবে। প্রথম পর্যায়ে ছয় হাজার কিলোমিটার আন্তঃকরিডোর এবং মাঝারি আকারের সড়ক গড়ে তোলা হবে। এর মধ্যে কিলোমিটার হবে উপকূলীয় এবং বন্দরের সংযোগ সড়ক।

নতুন রূপে মিয়ানমার ন্যাশনাল লজিস্টিকস মাস্টার প্ল্যান

জাইকার সহায়তায় বিদ্যমান ন্যাশনাল ট্রান্সপোর্ট মাস্টার প্ল্যানের পরিপূরক একটি জাতীয় লজিস্টিকস মহাপরিকল্পনা গঠন করছে মিয়ানমারের পরিবহন ও যোগাযোগ মন্ত্রণালয়। জাইকার মিয়ানমার কার্যালয়ের প্রধান প্রতিনিধি মাসাইয়ুকি কারাসাওয়া এই ন্যাশনাল লজিস্টিক মাস্টার প্ল্যানের ঘোষণা দেন। চলতি বছরেই মিয়ানমার ইনফ্রাস্ট্রাকচার সামিট-২০১৮ এ আনুষ্ঠানিকভাবে এটির উদ্বোধন হবে। বিদেশি বিনিয়োগ বৃদ্ধি এবং শিল্প খাতে উন্নয়নের উদ্দেশ্যে এই মহাপরিকল্পনা অনুযায়ী দক্ষ এবং প্রতিযোগিতামূলক মাল্টিমোডাল যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে কাজ করবে মিয়ানমার সরকার।

মার্কিন নির্ভরতা কমাচ্ছে চীনা তেল পরিশোধনাগার

ইরানের কাছ থেকে অপরিশোধিত জ্বালানি তেল ক্রয়ে অন্য দেশগুলোকে বিরত রাখার জন্য মার্কিন চাপ অব্যাহত রয়েছে। তারপরও বাণিজ্য যুদ্ধের ডামাডোলে যুক্তরাষ্ট্র থেকে তেল ক্রয় বন্ধ করে দিয়ে ইরানের দিকে ঝুঁকছে চীনের বৃহত্তম বেসরকারি তেল পরিশোধনাগার। ওদিকে ইরান যদি তেল বিক্রয় করতে না পারে, তবে এ অঞ্চলের অন্য কোনো দেশকে তেল বিক্রি করতে দেওয়া হবে না বলে জানিয়েছে তেহরান। অর্থাৎ আন্তর্জাতিক তেল বাণিজ্যের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নৌপথ হরমুজ প্রণালী বন্ধ করে দিতে পারে ইরান। উল্লেখ্য, ২০১৫ সালে যুক্তরাষ্ট্র রপ্তানি বিধি-নিষেধ তুলে নেওয়ার পর চীন দেশটির অন্যতম প্রধান অপরিশোধিত তেল আমদানিকারকে পরিণত হয়।

মায়েরস্কের ট্যাঙ্কারে যুক্ত হলো বিশ্বের প্রথম রোটর সেইল

রটারড্যাম বন্দরে অবস্থানকালে মায়ের্স্ক পেলিক্যান ট্যাঙ্কারে বসানো হলো ৩০ মিটার উচ্চতা এবং পাঁচ মিটার ব্যাসের বিশ্বের প্রথম বায়ুচালিত রোটর সেইল। বাতাস অনুকূলে থাকলে মূল ইঞ্জিনের ওপর চাপ কমিয়ে রোটর সেইল ব্যবহার করা যায়। এতে জাহাজের গতি এবং যাত্রার সময় অপরিবর্তিত রেখে জ্বালানি খরচ এবং কার্বন নিঃসরণ কমিয়ে আনা সম্ভব। মায়ের্স্ক ট্যাঙ্কারস, এনার্জি টেকনোলজিস ইনস্টিটিউট এবং শেল শিপিং অ্যান্ড মেরিটাইমের যৌথ উদ্যোগে এ প্রকল্প পরিচালিত হচ্ছে।

সংবাদ সংক্ষেপ

➤ ইয়ারা বার্কল্যান্ড নির্মাণে চুক্তি

বিশ্বের প্রথম স্বয়ংক্রিয় এবং বিদ্যুৎচালিত কনটেইনারশিপ ইয়ারা বার্কল্যান্ড নির্মাণের জন্য ভার্ডের সাথে ৩০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের চুক্তি স্বাক্ষর করেছে নরওয়ের কৃষিভিত্তিক প্রতিষ্ঠান ইয়ারা। ২০২০ সালের শুরুর দিকে নরওয়ের ব্রেভিক ইয়ার্ড থেকে ১২০ টিইইউ ধারণক্ষমতার ইয়ারা বার্কল্যান্ডকে হস্তান্তর করবে ভার্ড। প্রাথমিক পর্যায়ে মানবচালিত হলেও ২০২০ সালের মধ্যেই এটি সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে চলতে শুরু করবে। বছরে ৪০,০০০ ট্রাকের সমপরিমাণ পণ্য বহন করে ইয়ারা বার্কল্যান্ড নাইট্রোজেন অক্সাইড এবং কার্বন ডাইঅক্সাইড নির্গমন কমানোর পাশাপাশি জনবহুল এলাকার সড়ক নিরাপত্তায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

➤ এলএনজি ব্যবহারে মেরিন সংস্থাগুলোর পরামর্শ চেয়েছে চীন

মেরিন জ্বালানি হিসেবে এলএনজির ব্যবহার বাড়ানোর আগে দেশের শীর্ষস্থানীয় মেরিটাইম এবং শিপিং সংস্থাগুলোর কাছে এ সম্পর্কে মত জানতে চেয়ে চিঠি দিয়েছে চীন সরকার। ক্রমবর্ধমান দূষণ কমাতে এবং গ্রিন টেকনোলজির প্রসারে কাজ করছে চীন। দেশের জ্বালানি নীতিমালার পুনর্গঠনে শক্তিশালী ভূমিকা রাখতে পারে এলএনজি। ২০২০ সালফার ক্যাপ অর্জনের লক্ষ্য সামনে রেখে দেশের বর্তমান জ্বালানি নীতিমালা সাজিয়েছে দেশটি। পরিকল্পনা অনুযায়ী এলএনজি বাঙ্কারিং সাপ্লাই ক্যাপাসিটি বৃদ্ধির জন্য এলএনজি পরিবহন ব্যবস্থার উন্নয়নে অভ্যন্তরীণ নদীপথ এবং বন্দরগুলোতে বিশাল অঙ্কের বিনিয়োগ করছে চীন।

➤ জুলাইয়ে লং বিচ বন্দরে কনটেইনার হ্যান্ডলিংয়ের পরিমাণ কমেছে

জুনে ১০৭ বছরের ইতিহাস ভাঙা রেকর্ড করার পরের মাসেই কনটেইনার হ্যান্ডলিংয়ে ভাটা পড়েছে লং বিচ বন্দরে। জুলাই মাসে কনটেইনার ওঠানো-নামানো বিগত বছরের একই সময়ের তুলনায় কমেছে ৪.৪ শতাংশ। এই মাসে মোট ৬,৮৮,৪৫৭ টিইইউ কনটেইনার সামাল দিয়েছে বন্দরটি। আমদানি পণ্যের কনটেইনার কমেছে ৮.২ শতাংশ এবং রপ্তানি জন্য তা পাঁচ শতাংশ। কারণ হিসেবে শিপিং জোটের পোর্ট কল পরিবর্তনের সিদ্ধান্তকে দায়ী করা হচ্ছে। এ ছাড়া বাড়তি শুল্ক হারও সমুদ্র বাণিজ্যের গতি কমিয়ে দিতে পারে বলে ধারণা করছে লং বিচ বন্দর কর্তৃপক্ষ।

➤ ক্রমবর্ধমান প্রবৃদ্ধি ধরে রেখেছে কসকো শিপিং পোর্টস

ওশেন অ্যালায়েন্সের সাথে জোট বাঁধার পর চলতি বছরের প্রথমার্ধে প্রবৃদ্ধির ঊর্ধ্বগতি বহাল রেখেছে হংকংভিত্তিক পোর্ট অপারেটর প্রতিষ্ঠান কসকো শিপিং পোর্টস (সিএসপি)। চীন-যুক্তরাষ্ট্র বাণিজ্য যুদ্ধের মধ্যেও একত্রীকরণের পর দুই প্রতিষ্ঠানের যৌথ ব্যবস্থাপনার কারণে এ সফলতা পেল কোম্পানিটি। বিশ্বজুড়ে বাড়তি ট্রেড ভলিউম এবং স্থিতিশীল আর্থিক প্রবৃদ্ধিরও ভূমিকা রয়েছে এ সাফল্যে। ২০১৭ সালের প্রথমার্ধের ২৭৫.৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার রাজস্ব আয়ের বিপরীতে চলতি বছর একই সময়ে ৭৯.৭ শতাংশ প্রবৃদ্ধিতে আয়ের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৪৯৫.৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

গ্রেট ব্যারিয়ার রিফ দিয়ে ট্রান্সশিপমেন্ট নিষিদ্ধ করছে অস্ট্রেলিয়া

জীবন্ত কোরালের বৃহত্তম আবাসভূমি গ্রেট ব্যারিয়ার রিফের মধ্য দিয়ে ট্রান্সশিপিং নিষিদ্ধ করতে চলেছে অস্ট্রেলিয়ার কুইন্সল্যান্ড রাজ্য সরকার। কুইন্সল্যান্ডের পরিবেশমন্ত্রী লিয়ান এনোখের মতে গ্রেট ব্যারিয়ার এবং সংলগ্ন বৈচিত্র্যময় পরিবেশকে রক্ষা করতে অগ্রণী ভূমিকা রাখবে এই নতুন নীতিমালা। ২,৯০০ পৃথক প্রবাল প্রাচীরের সমন্বয়ে গঠিত ২,৩০০ কিলোমিটার দীর্ঘ এই রিফ ৬০,০০০ মানুষের কর্মসংস্থানের পাশাপাশি দেশটির অর্থনীতিতে বছরে ছয় বিলিয়ন অস্ট্রেলিয়ান ডলার যোগ করে। স্বভাবতই এর সুরক্ষা করা দেশটির সরকারের অন্যতম অগ্রাধিকার খাত। ইউনেস্কোর বিশ্ব ঐতিহ্যের খেতাব পাওয়া এ অঞ্চলে ট্রান্সশিপমেন্ট সীমিত রাখা সংক্রান্ত বিলের ওপর চাওয়া এক পাবলিক সাবমিশন ভোটে ২,২০০টির মধ্যে ৯৭ শতাংশই এর পক্ষে যাওয়ায় এই নীতিমালা করা হচ্ছে। কুইন্সল্যান্ড উপকূলের অতি সংবেদনশীল মেরিন বায়োলজি এবং ইকোসিস্টেম সংরক্ষণে এ পলিসি অত্যন্ত সহায়ক হবে।

অবশ্য এই নীতিমালার কারণে উত্তরপূর্ব অস্ট্রেলিয়ার বন্দর ব্যবহারকারী জাহাজগুলোর চলাচলে কোনো প্রভাব পড়বে না বলে আশ্বস্ত করেছে কুইন্সল্যান্ড সরকার। এ ছাড়াও, প্রত্যন্ত জনপদে জরুরি সহায়তা প্রদানকারী জাহাজ, কোনো দুর্ঘটনা বা মেরিন ইমার্জেন্সি, বন্দরে নোঙর করা অবস্থায় কার্গো আনা-নেওয়া এবং রিফুয়েলিংয়ের ক্ষেত্রে এ নীতিমালা কার্যকর থাকবে না। পাশাপাশি, যেকোনো পরিমাণ প্যাকেটজাত বা কনটেনারবাহী পণ্য আর দৈনিক ১০০ টনের কম হ্যান্ডল হয় এমন বাল্ক পণ্যের জন্যও এ নীতি খাটবে না। এ সকল দিক মাথায় রেখে একটি চূড়ান্ত কৌশলপত্র প্রণয়নে কাজ করছে সরকার।

ভারতের ক্যাবোটেজ আইন শিথিল: প্রভাব কলম্বো বন্দরে

মে মাসে ভারত ক্যাবোটেজ আইনের বিধি-নিষেধ তুলে নিয়েছে। ফলে ভিনদেশি পতাকাবাহী জাহাজের জন্য ভারতের নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের কাছ থেকে লাইসেন্স জোগাড় করার ঝামেলা আর থাকছে না। তবে চোরাচালান ঠেকাতে এসব জাহাজে ভারতীয় আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলো আগের নিয়মেই যেকোনো সময় পরিদর্শন করতে পারবে। বিদেশি জাহাজগুলো সহজেই কার্গো পরিবহনের জন্য ভারতীয় স্থানীয় নৌপথ ব্যবহারের সুযোগ পাওয়ায় এবং সময় ও পরিবহন ব্যয় কমে আসায় কার্গো হাব হিসেবে কলম্বো বন্দর ব্যবহারের প্রয়োজন কমে আসবে। তাই এ ঘোষণার পরপরই প্রবৃদ্ধি ধরে রাখতে কলম্বো বন্দর তাদের ট্রান্সশিপমেন্ট ভাড়া ৯.৫ শতাংশ পর্যন্ত কমিয়েছে। দীর্ঘ দিন ধরেই ভারতীয় পণ্যের জন্য অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কনটেইনার ট্রান্সশিপমেন্ট কেন্দ্র হিসেবে কলম্বো পরিচিত। ২০১৭ সালের একই সময়ের তুলনায় ২০১৮ সালের প্রথমার্ধে ট্রান্সশিপমেন্ট কনটেইনার হ্যান্ডলিংয়ে সর্বোচ্চ ১৯.৮ শতাংশ প্রবৃদ্ধি হয়েছে বন্দরটির।

গ্রিসে প্রথমবারের মতো কোনো বন্দরের নেতৃত্বে নারী

গ্রিসের পঞ্চম বৃহত্তম আইল্যান্ড সিওসে বন্দর কর্তৃপক্ষের প্রধান পদে নিয়োগ পেয়েছেন আইরিনি আরজিরি। ফলে দেশটিতে এই প্রথম কোনো বন্দরের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন একজন নারী। মিসেস আরজিরি ন্যাশনাল টেকনিক্যাল ইউনিভার্সিটি অব এথেন্সে কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে পড়াশুনা করেছেন। পরে একই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ২০০৫ সালে সিওস বন্দরে পোর্ট স্টেট কন্ট্রোল পরিদর্শক হিসেবে যোগ দেন তিনি। ২০১৬ সালের মার্চ থেকে বন্দর কর্তৃপক্ষের সহকারী প্রধান পদে কাজ করছিলেন এবং এরই ধারাবাহিকতায় তিনি বর্তমান পদে নিয়োগপ্রাপ্ত হলেন। চারপাশে আজিয়ান সাগর পরিবেষ্টিত এই গ্রিক দ্বীপটি কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ স্থানে অবস্থিত। অবৈধ অভিবাসন তৎপরতা যথেষ্ট বেশি থাকায় এই বন্দর পরিচালনায় বিশেষ দক্ষতা প্রয়োজন।

আবারো পাইরেসির ঘটনা বাড়ছে গিনি উপসাগরে

গত দুই বছর প্রায় বন্ধ থাকার পর এ অঞ্চলে আবার দেখা যাচ্ছে পেট্রো-পাইরেসির (জাহাজ ছিনতাই করে তেল চুরি) ঘটনা। জ্বালানি তেল চুরির মাত্র দুটি ব্যর্থ চেষ্টা ছাড়া দুর্বৃত্তদের আর কোনো তৎপরতা এ সময় পরিলক্ষিত হয়নি। কিন্তু এ বছর জানুয়ারিতে বেনিনের কোটোনু অ্যাঙ্করেজে যুক্তরাজ্যের পতাকাবাহী ট্যাঙ্কার এমটি বেরেট ছিনতাই হয়। জলদস্যুরা সাতদিন জাহাজটিকে জিম্মি করে রেখে এর ট্যাঙ্কার থেকে, প্রায় ২,০০০ মেট্রিক টন গ্যাসোলিন শিপ-টু-শিপ ট্রান্সফারের মাধ্যমে হস্তগত করে। এই ঘটনার পর থেকে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত কোটোনু অ্যাঙ্করেজেই জলদস্যুরা আরও তিনটি ট্যাঙ্কার আক্রমণ করে।

অন্যদিকে, ২০১৮ সালের প্রথম ছয় মাসে গিনি উপসাগর থেকে অন্তত ৩৫ জন নাবিককে মুক্তিপণ আদায়ের লক্ষ্যে অপহরণ করেছে নাইজেরিয়ার জলদস্যুরা। ২০১৭ সালের প্রথম ছয় মাসেও ঠিক একই পরিমাণ নাবিক অপহৃত হয়েছিল। নাইজার ব-দ্বীপে চলমান রাজনৈতিক অস্থিরতা, সর্বগ্রাসী দুর্নীতি, তেল ব্যবসা এবং দুর্বল মেরিটাইম নিরাপত্তা ব্যবস্থার কারণে এ ধরনের ঘটনা আরও বাড়তে পারে।

থাইল্যান্ডের উদ্দেশ্যে মানবাধিকার সমুন্নত রাখার আহ্বান

জেলে সম্প্রদায়ের মানবাধিকার সমর্থনকারী ইন্টারন্যাশনাল ওয়ার্ক ইন ফিশিং কনভেনশনের শর্তসমূহ থেকে সরে না যেতে থাই সরকারকে অনুরোধ করেছে ২৮টি বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থার এক সংগঠন। দেশটিতে মৎস্যজীবীদের প্রায়শই আধুনিক দাসপ্রথার মতো জোরপূর্বক কাজ করানো হয় বলে অভিযোগ রয়েছে। এমনকি তাদের মধ্যে মানব পাচারের ঝুঁকিও তুলনামূলক অনেক বেশি। জনসমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে দিনের পর দিন কঠোর পরিশ্রম করতে হয় জেলেদের। আইএলও'র ফিশিং কনভেনশন সমর্থন করা হলে শ্রমিকদের দিয়ে জোরপূর্বক কাজ করানো অথবা নিম্ন মজুরি দানকারী, ওভারটাইম ভাতা বঞ্চিতকারী এবং পাওনা পরিশোধে গড়িমসি করা অসাধু নিয়োগকর্তাদের দৌরাত্ম্য অনেকাংশে কমবে। কনভেনশনের অনুসমর্থনে থাই সরকার ইতিমধ্যে সভা এবং গণশুনানি আয়োজনের মতো পদক্ষেপ নিয়েছে। তবে এনজিওগুলোর দাবি, ১৮ বছরের কম বয়সী যেকোনো শিশুর জন্য মৎস্য শিল্পে কাজ করা নিষিদ্ধ করে সরকার যে আইন পাশ করেছে, খোদ ন্যাশনাল ফিশিং অ্যাসোসিয়েশন অব থাইল্যান্ড (এনএফএটি) ক্রমাগত তার বিরোধিতা করে যাচ্ছে। থাই জলযানে মৌলিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা গেলে মাছ ধরা শিল্পে জনবল সংকট সমস্যারও সমাধান হবে। শ্রম আইন লঙ্ঘনের গুরুতর অভিযোগ রয়েছে থাইল্যান্ডের বিরুদ্ধে। অভিবাসী শ্রমিক হিসেবে মৎস্যজীবী জনশক্তি রপ্তানিতে সক্ষম অনেক দেশই বর্তমানে দেশটিতে জনবল পাঠাতে রাজি নয়। আইএলও'র নয়া কনভেনশন মানা হলে কর্মপরিবেশের উন্নয়নে এক ধাপ এগিয়ে যাবে থাইল্যান্ড।

পাশাপাশি আন্তর্জাতিক ক্রেতাদের, বিশেষ করে সামুদ্রিক খাদ্য ব্যবসায়ীদের কাছে একটি শক্তিশালী ও বিশ্বাসযোগ্য বার্তা পাঠানো হবে যে-মানব পাচার, জোরপূর্বক শ্রম এবং শোষণমূলক শিপিং ইন্ডাস্ট্রি নির্মূলে থাইল্যান্ড সরকার আন্তরিকভাবে কাজ করছে। গত পাঁচ বছরে ইউএস স্টেট ডিপার্টমেন্ট এবং ইউরোপিয়ান কমিশন মাছ ধরার কর্মপরিবেশ সম্পর্কে থাইল্যান্ডকে বেশ কয়েকবার আনুষ্ঠানিকভাবে সতর্ক করেছে। মানব পাচারের ঘটনার প্রেক্ষিতে থাইল্যান্ডকে তৃতীয় স্তরে অবনমনের হুমকি দিয়েছিল যুক্তরাষ্ট্র। অবৈধ এবং অনিয়ন্ত্রিত মাছ ধরার দায়ে হলুদ সতর্কতা জারি করেছিল ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন। যার ফলে ইউরোপে সামুদ্রিক খাদ্য রপ্তানির পথ সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যাওয়ার ঝুঁকিতে পড়ে বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম সামুদ্রিক খাদ্য রপ্তানিকারক দেশটি।

থাইল্যান্ডে প্রায় ৪.৫ মিলিয়ন অভিবাসী শ্রমিক কাজ করেন, যার মধ্যে ২,২২,০০০ কর্মী সামুদ্রিক খাদ্য সংগ্রহ এবং ৭১,০০০ শ্রমিক গভীর সমুদ্রে মাছ ধরা জাহাজে কাজ করেন। দেশটির মোট সামুদ্রিক খাদ্য রপ্তানির পরিমাণ বার্ষিক ৫.৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের বেশি।

চীনা পণ্যে নতুন করে শুল্ক বসালো যুক্তরাষ্ট্র

চীন ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যকার ক্রমবর্ধমান বাণিজ্য যুদ্ধে পাল্টাপাল্টি কর আরোপ চলছেই। চীন থেকে আমদানিকৃত আরও কিছু পণ্যে ২৫ শতাংশ বাড়তি কর বসিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। ১৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যের নতুন শুল্কহার সংবলিত তালিকা প্রকাশ করেছে দেশটির ট্রেড রিপ্রেজেন্টেটিভ অফিস। গত ২৩ আগস্ট থেকে দেশটির কাস্টম অ্যান্ড বর্ডার প্রোটেকশন বিভাগ নতুন তালিকা অনুযায়ী চীনা পণ্যের ওপর বাড়তি শুল্ক সংগ্রহ শুরু করেছে। গত জুলাইয়ে প্রথম দফায় চীনা পণ্যের ওপর অতিরিক্ত ৩৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যের শুল্ক ধার্য করা হয়েছিল, যার অধিকাংশই ছিল মেশিনারি এবং ইলেকট্রিক পণ্য। নতুন তালিকায় ২৭৯টি পণ্যের নাম এসেছে, যার মধ্যে প্লাস্টিক এবং তৈলজাত দ্রব্যসামগ্রীও রয়েছে।

পাঁচ বছরে বৈশ্বিক কনটেইনার হ্যান্ডলিং সক্ষমতা দাঁড়াবে ২৬০ মিলিয়ন টিইইউ

বিশ্বের প্রধান অর্থনীতির দেশগুলোর শক্তিশালী আর্থিক প্রবৃদ্ধির কারণে বিশ্বজুড়ে কনটেইনার বন্দরের কর্মপরিধি বেড়ে চলেছে। নানা রকম বাড়তি শুল্ক হারের বোঝা এবং বাণিজ্য যুদ্ধের কারণে শঙ্কা দেখা দিলেও, ড্রিউরির মতে, মোটের ওপর অর্থনীতির মূল খাতগুলো বেশ ভালো অবস্থানে রয়েছে। ২০২৩ সালের মধ্যে পৃথিবীর সবকটি অঞ্চলে কনটেইনার ব্যবহারের হার বৃদ্ধির পূর্বাভাস দিয়েছে শিপিং পরামর্শক প্রতিষ্ঠানটি। প্রায় ছয় শতাংশ আন্তর্জাতিক প্রবৃদ্ধি সূচকের ওপর ভিত্তি করে বলা হচ্ছে, পাঁচ বছরের মধ্যে বৈশ্বিকভাবে মোট কনটেইনার হ্যান্ডলিং সক্ষমতা দাঁড়াবে অন্তত ২৬০ মিলিয়ন টিইইউ। কনটেইনার পোর্টগুলোর চাহিদা বাড়বে ২১০ মিলিয়ন টিইইউ। প্রতিবছর বিশ্বব্যাপী প্রায় ৪৫ মিলিয়ন অতিরিক্ত কনটেইনার যোগ হচ্ছে, যা পৃথিবীর সর্ববৃহৎ কনটেইনার বন্দর সাংহাইয়ের ধারণক্ষমতার সমতুল্য। ২০২৩ সাল নাগাদ ২৭০ মিলিয়ন বাড়তি কনটেইনার সামাল দিতে বিশ্বজুড়ে অন্তত ৩৫০টি উন্নয়ন প্রকল্প চালু রয়েছে। যদিও প্রকল্পগুলো শেষ হওয়ার সম্ভাবনা অঞ্চলভেদে ৪০ থেকে ৭০ শতাংশ। প্রকল্পের মেয়াদ পিছিয়ে বা আকার ছোট করে আনার নজির অতীতেও দেখা গেছে। অধিকাংশ সম্প্রসারণ কাজ চলছে বৃহত্তর চীন, উত্তর এশিয়া, দক্ষিণপূর্ব এশিয়া এবং দক্ষিণ আমেরিকার পশ্চিম উপকূলীয় অঞ্চলে। অবশ্য সকল বন্দরেই কনটেইনার প্রবৃদ্ধির হার সমান নয়। আবার কোনো কোনো বন্দর বা টার্মিনালে ধারণক্ষমতা বৃদ্ধির পরও অতিরিক্ত কনটেইনারের চাপ থাকতে পারে। কনটেইনারশিপের আয়তন বৃদ্ধির সাথে সাথে বিভিন্ন টার্মিনালের ধারণক্ষমতা পাল্লা দিয়ে বেড়েছে। ফলে কোনো কোনো টার্মিনালের ব্যস্ততা বাড়ার পাশাপাশি বৃহৎ জাহাজের বার্থিং উপযোগী অবকাঠামো না থাকায় বেশ কিছু গভীর সমুদ্র বন্দরের কর্মচাঞ্চল্য কমেছে।

সংবাদ সংক্ষেপ

➤ ডোরালেহ নিয়ে লন্ডন আদালতের রায় নাকচ জিবুতির

চুক্তি বাতিল করে ডিপি ওয়ার্ল্ডের কাছ থেকে ডোরালেহ কনটেইনার টার্মিনাল (ডিসিটি) এর নিয়ন্ত্রণ ফিরিয়ে নেওয়ার ঘটনাকে অবৈধ ঘোষণা করে দেওয়া লন্ডন আদালতের রায় প্রত্যাখ্যান করেছে জিবুতি। চলতি বছরের ফেব্রুয়ারিতে ডিপি ওয়ার্ল্ড নিয়ন্ত্রিত ডিসিটি'র সাথে ২০০৬ সাল থেকে চলে আসা চুক্তি বাতিল করে দেশটি। জিবুতির বর্তমান সরকারের মতে, বিশেষ মূল্যছাড়ের এ চুক্তিতে বড় ধরনের অনিয়ম রয়েছে যা জাতীয় স্বার্থ এবং সার্বভৌমত্বের জন্য হুমকিস্বরূপ।

➤ বছরের প্রথমার্ধে মুনাফা কমলো ডিএসএমই'র

২০১৮ সালের প্রথম অর্ধবছরে আগের বছরের এই সময়ের চেয়ে মুনাফা কম হয়েছে দক্ষিণ কোরীয় জাহাজনির্মাণ প্রতিষ্ঠান দেইয়ু শিপবিল্ডিং অ্যান্ড মেরিন ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের। ২০১৭ সালে জানুয়ারি থেকে জুন পর্যন্ত যেখানে ১.৪৮৮ ট্রিলিয়ন ইউয়ান আয় ছিল প্রতিষ্ঠানটির, চলতি বছরের প্রথমার্ধে তা ৭০ শতাংশ কমে ৪৩২.৬ বিলিয়ন কোরিয়ান ইউয়ানে দাঁড়িয়েছে। পুনর্গঠন প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে গত বছর রোমানিয়াতে অবস্থিত দেইয়ু মাংগালিয়া হেভি ইন্ডাস্ট্রি শিপইয়ার্ডের ৫১ শতাংশ শেয়ার বিক্রি করে দিয়েছে প্রতিষ্ঠানটি, পরিবর্তে ওকপো শিপইয়ার্ড উন্নয়নে মনোযোগী হচ্ছে কর্তৃপক্ষ।

➤ জলদস্যু বিরোধী অভিযানের মেয়াদ বাড়াল ইইউ

ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন নেভাল ফোর্স (ইইউন্যাভফোর) এর অধীনে অপারেশন আটালান্টার মেয়াদ ২০২০ সালের শেষ নাগাদ বাড়িয়েছে ইউরোপীয় ইউনিয়ন। এ সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছে ইউরোপিয়ান জাহাজমালিকেরা। সোমালীয় উপকূলে যেকোনো ধরনের পাইরেসি বা সশস্ত্র দস্যুতা ঠেকানোর পাশাপাশি ওয়ার্ল্ড ফুড কাউন্সিলের জরুরি সহায়তা কার্যক্রম, মাছ ধরা জাহাজ, অন্যান্য ইইউ মিশন এবং প্রোগ্রামের নিরাপত্তা বিধান করাও ইইউ ন্যাভফোর আটলান্টা অপারেশনের অন্যতম লক্ষ্য। ইইউ নেতৃত্বাধীন নৌশক্তি মোতায়েনের পর ভারত মহাসাগরের এই অঞ্চলে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির নাটকীয় উন্নতি হয়েছে। ২০১১ সালের ১৭৬টি দস্যুতার ঘটনার বিপরীতে ২০১৭ সালে মাত্র নয়টি আক্রমণের ঘটনা ঘটেছে।

➤ স্বয়ংক্রিয় সাউন্ডিং বোট পরীক্ষা করল অ্যান্টওয়ার্প বন্দর

পুরোপুরি স্বয়ংক্রিয় এবং নতুন প্রযুক্তিতে নির্মিত সাউন্ডিং বোট 'ইকোড্রোন' এর পরীক্ষামূলক চালনা সম্পন্ন করেছে অ্যান্টওয়ার্প বন্দর। বর্তমানে কর্মরত অপর সাউন্ডিং বোট 'ইকো'র বদলি হিসেবে গড়ে তোলা হচ্ছে ইকোড্রোনকে। নিরাপদ নৌচালনার উদ্দেশ্যে বন্দর এলাকায় পানির গভীরতা মাপা এবং ডকের তলদেশ রক্ষণাবেক্ষণের কাজে এ ধরনের জলযান ব্যবহার করা হয়। ইকোর তুলনায় ইকোড্রোন বেশ ছোট এবং সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয় হওয়ায় অতিরিক্ত নৌ ট্রাফিকের মধ্যেও এটি কাজ চালিয়ে যেতে সক্ষম।

নতুন ব্যাটারি এনেছে আরআরঃ গতি পাচ্ছে বিদ্যুৎচালিত জাহাজ নির্মাণ

জাহাজের জন্য লিথিয়াম আয়ন সঞ্চয়কারী বিদ্যুৎ ব্যবস্থা নিয়ে এসেছে প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান রোলস রয়েস। বলা হচ্ছে, 'সেভএনার্জি' নামের অত্যন্ত কার্যকর এ প্রযুক্তি হবে সাশ্রয়ী এবং তরল শীতলীকরণ সুবিধা সংবলিত একটি পরিপূর্ণ জ্বালানি ব্যবস্থা। শূন্য অথবা নিম্নহারে গ্রিন হাউজ গ্যাস নিঃসরণের আন্তর্জাতিক বিধিমালা অনুযায়ী তৈরি হয়েছে এই এনার্জি সিস্টেম। সামগ্রিক উন্নয়ন প্রক্রিয়ার আংশিক অর্থায়ন করেছে দ্য নরওয়েজিয়ান রিসার্চ কাউন্সিল অব নরওয়ের এনার্জিক্স প্রোগ্রাম। সাথে ছিল তিন প্রতিষ্ঠান–কালার লাইন, নরলেড এবং নরওয়েজিয়ান কোস্টাল অ্যাডমিনস্ট্রেশন (এনসিএ)। সাধারণ পণ্যবাহী জাহাজ ছাড়াও ফেরি, ক্রুজ শিপ এবং মাল্টিপারপাস ভেসেলে এই স্টোরেজ সিস্টেম ব্যবহার করা যাবে।

জাহাজের জন্য আলাদা এনার্জি স্টোরেজ সিস্টেম পরিবেশের জন্য বেশ বড় একটি বিনিয়োগ। নির্দিষ্ট জাহাজের উপযোগী সিস্টেমকে সঠিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করা গেলে সর্বোচ্চ সুবিধা পাওয়া যাবে এখান থেকে, এ জন্য সেভএনার্জি প্রযুক্তিতে স্মার্ট পাওয়ার কন্ট্রোল সিস্টেম সন্নিবেশিত হয়েছে।

২০১০ থেকে ২০১৮ সাল পর্যন্ত মোট ১০ মেগাওয়াট এনার্জি স্টোরেজ সিস্টেম সরবরাহ করছে রোলস রয়েস। বর্তমানে এই চাহিদা আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। কেবল ২০১৯ সালেই সেভএনার্জির ১০-১৮ মেগাওয়াট স্টোরেজ চাহিদা রয়েছে। ব্যাটারিচালিত ভেসেলের পাশাপাশি পিক সেভিং অথবা স্পিনিং রিজার্ভ প্রযুক্তির জাহাজেও সেভএনার্জি ব্যবহার করা যাবে। বেশিরভাগ প্রপালশন ইউনিটে স্থাপনের উপযোগী এই স্টোরেজ সিস্টেম এলএনজি অথবা ডিজেল ইঞ্জিনচালিত জাহাজে হাইব্রিড প্রযুক্তি অনুযায়ী বসানো গেলে জাহাজের কর্মদক্ষতা বাড়ানোর পাশাপাশি কার্বন নিঃসরণও কমানো সম্ভব। হাইব্রিড ব্যবস্থাপনায় বেশিরভাগ জ্বালানির প্রয়োজন মেটাবে সেভএনার্জি, মূল পাওয়ার জেনারেটর সামলাবে এভারেজ লোড। এভাবে পুরো ব্যবস্থাতে প্রপালশন ইউনিটের থ্রাস্টিং এতটুকুও হ্রাস পাবে না।

জ্বালানি এবং প্রপালশন সিস্টেমের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হয়ে উঠেছে ব্যাটারি সিস্টেম। রোলস রয়েসের অনেকগুলো প্রকল্পে সেভএনার্জি সিস্টেম চালু করা হয়েছে। যার মধ্যে রয়েছে হুর্টিগ্রুটেন ক্রুজ ফেরির উন্নয়ন প্রকল্প, প্রেস্টফিওর্ডের কার্যাদেশ দেওয়া অত্যাধুনিক ফিশিং ভেসেল এবং অফশোর সাপোর্ট ভেসেলের জন্য বেশ কিছু রেট্রোফিট। সেভএনার্জি এমন এক এনার্জি স্টোরেজ ইউনিট (ইএসইউ), যাকে সম্প্রতি ডিএনভি জিএল ক্লাসিফাইড করেছে। এর মানে হলো সিস্টেমগুলো এখন ডিএনভি জিএল দ্বারা শ্রেণিবদ্ধ হওয়া সকল জাহাজে ইনস্টলেশনের জন্য উপযোগী। ইনস্টলেশন, পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণের ব্যয় বিবেচনায় আনলে জাহাজের প্রচলিত জ্বালানির সম্ভাব্য সেরা বিকল্প হতে পারে সেভএনার্জি।

যুক্তরাষ্ট্র এবং চীনে ভারতীয় পণ্য আমদানির সুযোগ বাড়ছে

একে অপরের কাছ থেকে পণ্য ক্রয়-বিক্রয়ে পাল্টাপাল্টি শুল্ক আরোপ করেছে যুক্তরাষ্ট্র এবং চীন। ফলে ভারতের জন্য উভয় দেশেই পণ্য রপ্তানির দরজা খুলে গেছে। কনফেডারেশন অব ইন্ডিয়ান ইন্ডাস্ট্রি (সিআইআই) এর মতে, চীনা পণ্যের ওপর যুক্তরাষ্ট্রের আরোপিত ২৫ শতাংশ শুল্কের আর্থিক মূল্য অন্তত ৩৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। এর পরিবর্তে যুক্তরাষ্ট্রে একই মানের ভারতীয় পণ্য আমদানি করা যেতে পারে। এ সুযোগ নিতে চাইলে মার্কিন বাজারে মেশিনারি, ইলেকট্রিক পণ্য, গাড়ি এবং পরিবহন যন্ত্রাংশ, রাসায়নিক দ্রব্য. প্লাস্টিক এবং রাবার পণ্য রপ্তানি বৃদ্ধিতে মনোযোগী হতে হবে ভারতকে। ভিয়েতনাম, ইন্দোনেশিয়া, থাইল্যান্ড এবং মালয়েশিয়ার মতো দেশগুলো বিগত কয়েক বছরে যুক্তরাষ্ট্রে এ ধরনের পণ্য রপ্তানি বাড়িয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রে ভারতীয় প্রতিরক্ষা এবং অ্যারোস্পেস প্রোগ্রামের জন্য মাঝারি যন্ত্রাংশ, গাড়ির যন্ত্রাংশ এবং প্রযুক্তি পণ্য রপ্তানি বৃদ্ধির বেশ ভালো সম্ভাবনা রয়েছে। এ ছাড়া অ্যাপারেল ও টেক্সটাইল, ফুটওয়্যার, খেলনা, গেমস এবং মোবাইল ফোন শিল্পে ধীরে ধীরে প্রতিযোগিতামূলক বাজারে প্রবেশ করছে ভারত। তবে এসব খাতে উন্নতি করতে হলে এখনই নানামুখী পদক্ষেপ নিতে হবে। বিশ্ববাজারে ভারতীয় পণ্যের সুবিধার কথা মাথায় রেখে যুক্তরাষ্ট্রের সাথে কৌশলী বাণিজ্য সংলাপ চালাতে পরামর্শ দিয়েছে সিআইআই। মার্কিন কোম্পানিগুলোর আস্থা বৃদ্ধির মাধ্যমে ভারতে সরাসরি বিনিয়োগ বাড়াতে উদ্যোগী হতে হবে যুক্তরাষ্ট্রকে। দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়নের খাতিরে উপরোক্ত পণ্যসমূহের উৎপাদনশীলতা বাড়াতে প্রযুক্তির ব্যবহারও বৃদ্ধি করতে হবে। যুক্তরাষ্ট্রের আমদানি করা ৮১৮টি চীনা পণ্যের আমদানি শুল্ক বৃদ্ধি বিশ্লেষণ করে বেশ কয়েকটি সুপারিশ করেছে সিআইআই। যার মধ্যে রয়েছে ছোট এবং মাঝারি উদ্যোক্তাদের উচ্চ প্রযুক্তির পণ্য রপ্তানিতে সহায়তা প্রদান, ফরেন ট্রেড পলিসির অধীনে মার্চেন্ডাইজ এক্সপোর্টস ফ্রম ইন্ডিয়া স্কিমের (এমইআইএস) যথাযথ বাস্তবায়ন ইত্যাদি।

সংবাদ সংক্ষেপ

শহরের বৃহত্তম সৌর প্যানেল প্রকল্প আমস্টারডাম বন্দরে

পরিচ্ছন্ন জ্বালানির উৎস হিসেবে আমস্টারডাম বন্দরে ৪১,১১৪টি সোলার প্যানেল বসাবে লজিস্টিক সেবাদাতা প্রতিষ্ঠান সিডব্লিউটি। ১১,০০০ মেগাওয়াট পরিবেশবান্ধব বিদ্যুৎ উৎপাদনক্ষম ৩০০ ওয়াট পিক সোলার প্যানেলগুলো বিভিন্ন ভবনের ছাদে বসানো হবে। এতে অন্তত ৩,১০০ পরিবারে ক্লিন এনার্জি সরবরাহ করা সম্ভব হবে। সেই সাথে ইএসআই সনদধারী এবং এলএনজি জ্বালানি ব্যবহারকারী জাহাজের জন্য বন্দরের শুল্ক ছাড় দ্বিগুণ করার ঘোষণাও দিয়েছে বন্দরটি।

নতুন প্রযুক্তিতে সাগরে পরিচ্ছন্ন অভিযান শুরু হচ্ছে

সিস্টেম ০০১ নামক বিশ্বের প্রথম ওশেন ক্লিনআপ সিস্টেম প্রযুক্তি চালু করতে যাচ্ছে ওশেন ক্লিন আপ ফাউন্ডেশন। ৮ সেপ্টেম্বর নতুন এই প্রযুক্তি উদ্বোধনের দিন আলামেডা ইয়ার্ড থেকে সানফ্রানসিসকো উপসাগর হয়ে সাগরের সর্বাধিক প্লাস্টিক দূষিত অঞ্চল গ্রেট প্যাসিফিক গারবেজ প্যাচ পর্যন্ত পরিষ্কার কার্যক্রম চলবে। এরকম ৬০টি সিস্টেমের মাধ্যমে আগামী পাঁচ বছরে গ্রেট প্যাসিফিক গারবেজ প্যাচের ৮০,০০০ টন প্লাস্টিকের অর্ধেক কমিয়ে আনা হবে। টোয়িং এবং ইনস্টল করা ছাড়াও ক্লিনআপ সিস্টেমটির সার্বিক দেখভাল করবে মায়েস্ক সাপ্লাই সার্ভিস।

কালো তালিকাভুক্ত হলো রাশিয়ান জাহাজ

উত্তর কোরিয়ার সাথে বাণিজ্যিক সম্পর্ক রাখায় রাশিয়ার ছয়টি জাহাজ এবং দুই শিপিং কোম্পানি প্রাইমোরি ও গাডজনকে কালো তালিকাভুক্ত করেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। উল্লিখিত সংস্থাগুলো উত্তর কোরিয়ার পতাকাবাহী জাহাজের সাথে শিপ-টু-শিপ ট্রান্সফারের মাধ্যমে পণ্য আদান-প্রদান করেছে মর্মে অভিযোগ করেছে দেশটি, যা জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদ নীতিমালার সুস্পষ্ট পরিপন্থী। পাশাপাশি আরও ২৭টি জাহাজকে পিয়ংইয়ংয়ের সাথে কয়লা, পরিশোধিত পেট্রোলিয়াম এবং তেল বাণিজ্য চালু রাখার দায়ে কালো তালিকাভুক্ত করেছে নিরাপত্তা পরিষদ। পরমাণু কর্মসূচি বন্ধে বাধ্য করতে বর্তমানে উত্তর কোরিয়ার ওপর আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক অবরোধ জারি রয়েছে।

কনটেইনার পরিবহনে বিশ্বরেকর্ড গড়লো মুম্বাই মায়েস্ক

বিশ্বে প্রথমবারের মতো ১৯,০০০ টিইইউ কনটেইনার পরিবহনের সীমারেখা পেরিয়ে গেল দ্বিতীয় প্রজন্মের ট্রিপল ই-ক্লাস ভেসেল মুম্বাই মায়েস্ক। ১৯,০৩৮ টিইইউ কনটেইনার ধারণক্ষমতার জাহাজটি ইতিমধ্যেই মালয়েশিয়ার তানজং পেলাপাস বন্দরের ডক ত্যাগ করেছে, প্রাথমিক গন্তব্য রটারড্যাম। ডিএসএমইতে নির্মিতব্য মায়েস্কের ২০,৫৬৮ টিইইউ ধারণক্ষমতার এগারটি অতিকায় কনটেইনারশিপ সিরিজের একটি মুম্বাই মায়েস্ক। সিরিজের মাদ্রিদ মায়েস্ক, মিউনিখ মায়েস্ক, মস্কো মায়েস্ক, মিলান মায়েস্ক, মোনাকো মায়েস্ক ২০১৭ সালে এবং মার্শেই মায়েস্ক, মার্সিয়া মায়েস্ক, ম্যানিলা মায়েস্ক, ম্যানচেস্টার মায়েস্ক এবং মুম্বাই মায়েস্ক হস্তান্তর করা হয়েছে ২০১৮ সালে। বাকি মাসট্রিচ মায়েস্ক কনটেইনারশিপটি ২০১৮ সালের শেষ নাগাদ হস্তান্তর হওয়ার কথা।

এলএনজি বাণিজ্য প্রসারে অতিরিক্ত ট্যারিফ বন্ধ রাখতে ট্রাম্প-জাঙ্কার ঐকমত্য

গত বেশ কয়েক মাস ধরে চলা বাণিজ্য শুল্ক বৃদ্ধির পাল্টাপাল্টি হুমকি আপাতত বন্ধ করেছে ইউরোপ এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। সম্প্রতি এক বৈঠকে শূন্য শুল্ক হার এবং বাণিজ্যিক সম্পর্ক বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে একযোগে কাজ করার ব্যাপারে একমত হয়েছেন ইউরোপিয়ান কমিশনের প্রেসিডেন্ট জাঁ-ক্লদ জাঙ্কার এবং মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। যুক্তরাষ্ট্র থেকে এলএনজি আমদানির সুবিধার্থে ৬৩৮ মিলিয়ন ইউরো ব্যয়ে আরও ১৪টি টার্মিনাল নির্মাণ করবে ইইউ। পাশাপশি কৃষি পণ্য হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রের সয়াবিন আমদানি বৃদ্ধি এবং ওয়ার্ল্ড ট্রেড অর্গানাইজেশন (ডব্লিউটিও) সংস্কারে পদক্ষেপ নেওয়ার অঙ্গীকার করেছে ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।

জাতীয় নিরাপত্তার অজুহাতে চলতি বছরের মার্চে সকল ইস্পাত পণ্যে ২৫ শতাংশ এবং অ্যালুমিনিয়াম পণ্যে ১০ শতাংশ অতিরিক্ত শুল্ক আরোপ করে যুক্তরাষ্ট্র। এতে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত চীন পাল্টা ব্যবস্থা হিসেবে মার্কিন পণ্যে বাড়তি শুল্ক বসালেও ইইউ, মেক্সিকো এবং কানাডার মতো দেশও এই বাণিজ্য যুদ্ধের আঁচ থেকে রেহাই পায়নি। ইউরোপের ড্রাই বাল্ক এবং কনটেইনার শিপিং খাত এরই মধ্যে বাড়তি শুল্কে ধাক্কা খেয়েছে।

তবে জ্বালানি খাতে ইউরোপের মাটিতে মার্কিন এলএনজি আমদানির হার যথেষ্ট আশাব্যঞ্জক। ২০১৬ সালে প্রথমবারের মতো মার্কিন জাহাজ এলএনজি নিয়ে পর্তুগালের বন্দরে পৌঁছেছিল। এরপর মাত্র দুই বছরের মধ্যে এলএনজি আমদানির পরিমাণ শূন্য থেকে দাঁড়িয়েছে ২.৮ বিলিয়ন ঘনমিটারে। ২০২১ সাল নাগাদ নির্মাণাধীন টার্মিনালগুলোর কাজ শেষ হয়ে গেলে মোট ধারণক্ষমতা দাঁড়াবে ১৫ বিলিয়ন ঘনমিটারে। বিশ্বব্যাপী এলএনজি বাজার ক্রমেই আরও প্রতিযোগিতামূলক হয়ে উঠছে। ২০১৭ সালের ৩৯১ বিলিয়ন ঘনমিটার বৈশ্বিক চাহিদার বিপরীতে ২০২৩ সালে এলএনজির আন্তর্জাতিক চাহিদা দাঁড়াবে ৫০৫ বিলিয়ন ঘনমিটার।

ক্যাবোটেজ নীতি পুনর্বিবেচনার আহ্বান জানিয়েছে মালয়েশিয়ার জাহাজমালিক সংস্থা

২০১৭ সালের জুন মাস থেকে পূর্ব মালয়েশিয়ার সাবাহ, সারাওয়াক এবং লাবুয়ান অঞ্চলে জাহাজ চলাচলের ওপর আরোপিত বিধিনিষেধ ঢিলে করা হয়েছে। সরকারের এ সিদ্ধান্তকে পুনর্বিবেচনা করার আহ্বান জানিয়েছে মালয়েশিয়া শিপওনার্স অ্যাসোসিয়েশন (এমএএসএ)। তারা জানিয়েছেন, ক্যাবোটেজ পলিসি উঠিয়ে নেওয়ার পরও পণ্যের দামে এর কোনো প্রভাব দেখা যাচ্ছে না। বরং এই সিদ্ধান্তের ফলে স্থানীয় শিপিং কোম্পানিগুলো আরও বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে এবং অনেকেই তাদের ব্যবসা গুটিয়ে নিচ্ছে। তুলনামূলক কম ভাড়ার কারণে সিঙ্গাপুর, চীন, থাইল্যান্ড এবং ইন্দোনেশিয়ার মালিকানাধীন জাহাজের আধিক্য দেখা দিয়েছে মালয়েশিয়ার উপকূলে। প্রতিবেশী এসব দেশের জাহাজে নিম্ন মজুরি এবং দুর্বল বিধি-বিধান থাকায় অসম প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে রীতিমতো চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েছে বহু স্থানীয় শিপিং সংস্থা। ক্যাবোটেজ নীতি উঠিয়ে নেওয়ায় অভ্যন্তরীণ শিপিং লাইসেন্স ছাড়াই যেকোনো দেশের জাহাজ মালয়েশিয়ার উপকূলে প্রবেশ এবং ত্যাগ করতে পারে।

শিপিং উন্নয়ন সূচকে শীর্ষস্থান ধরে রাখলো সিঙ্গাপুর

ইন্টারন্যাশনাল শিপিং সেন্টার ডেভেলপমেন্ট সূচকে টানা পাঁচ বছর শীর্ষস্থান ধরে রেখেছে সিঙ্গাপুর। চীন সরকারের বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনিশিয়েটিভের কল্যাণে মেরিটাইম হাব হিসেবে কৌশলগত দিক থেকে সিঙ্গাপুর যে সুবিধা পাচ্ছে, তারই ফলস্বরূপ এ সাফল্য বজায় রয়েছে দেশটির। বিশ্বের ৪৩টি বৃহত্তম বন্দর ও শহরের মধ্যে পরিচালিত এই জরিপে প্রথম ১০টি স্থানের অর্ধেকই এশিয়া-প্যাসিফিক অঞ্চলগুলোর দখলে। সূচকে গত পাঁচ বছরে প্রথমবারের মতো লন্ডনকে টপকে দ্বিতীয় অবস্থানে উঠে এসেছে এশিয়া প্যাসিফিকের আরেক দেশ হংকং। বিভিন্ন শিপিং পরিষেবা এবং দ্রুত বাড়তে থাকা আধুনিক শিপিং লজিস্টিক এর কল্যাণে তালিকায় সাংহাইয়ের অবস্থান চতুর্থ। নবম এবং দশম স্থানে রয়েছে যথাক্রমে টোকিও এবং বুসান। ইউরোপের দুর্বল অর্থনীতির প্রমাণ হিসেবে লন্ডনের পাশাপাশি হামবুর্গেরও সূচক কমে গেছে, সপ্তম অবস্থানে আছে জার্মান বন্দরটি। ইন্টারনেট অব থিংস, বিগ ডেটা এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার মতো নতুন প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে উন্নত পরিচালন দক্ষতার পুরস্কার পেয়েছে রটারড্যাম বন্দর, উঠে এসেছে ষষ্ঠ স্থানে। মুক্ত বাণিজ্য অঞ্চল স্থাপন এবং বাণিজ্যিক পরিবেশ উন্নয়নের ফলে তালিকায় পঞ্চম স্থানে রয়েছে দুবাই।

সংবাদ সংকেত

- গত ২৩ আগস্ট চায়না কসকো শিপিং লাইনের ৯,০৯২ টিইইউ কনটেইনার ধারণক্ষমতার একটি জাহাজ সিঙ্গাপুর যাওয়ার পথে অগ্নিকাণ্ডের শিকার হয়, দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ায় জাহাজের কনটেইনারের কোনো ক্ষতি হয়নি।
- কলাম্বিয়ার ব্যারেনকুইয়া উপকূলে সিঙ্গাপুরের পতাকাবাহী একটি জাহাজ থেকে ৬৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যের এক টনের বেশি কোকেন হাইড্রোক্লোরাইড জব্দ করেছে দেশটির কোস্টগার্ড। কনটেইনারবাহী জাহাজটি কার্তাজেনা বন্দর থেকে অ্যান্টওয়ার্প বন্দরের দিকে যাচ্ছিল।
- নতুন লজিস্টিক ব্যবসার মাধ্যমে দ্রুত মুনাফা অর্জন করছে কসকো শিপিং ইন্টারন্যাশনাল। ২০১৮ সালের দ্বিতীয় প্রান্তিকে প্রতিষ্ঠানটির টার্নওভার বেড়েছে ২৭১ শতাংশ।
- সাগরে প্লাস্টিক দূষণের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থানে যাচ্ছে ইউরোপীয় কমিশন, ১০ ধরনের প্লাস্টিকজাত পণ্যের পাশাপাশি ২০২০ সাল থেকে নিষিদ্ধ হচ্ছে মাইক্রোপ্লাস্টিক দূষণের অন্যতম প্রধান উৎস অক্সো-ডিগ্রেডেবল প্লাস্টিকের ব্যবহারও।
- ক্ষতির পরিমাণ কমিয়ে এনেছে এলএনজি ক্যারিয়ার অপারেটর গ্যাসলগ। ২০১৭ সালের দ্বিতীয় প্রান্তিকের ৭.৫ মিলিয়ন ডলার লোকসানের বিপরীতে ২০১৮ সালের প্রথম প্রান্তিকে লোকসান ৩.৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।
- রি-ইউনিয়ন অফ মাদাগাসকারের লে পোর্টে যাওয়ার সময় একটি ফরাসি মাছ ধরা নৌকার সাথে সংঘর্ষ হয় মায়ের্স্কের কনটেইনারবাহী জাহাজ সেসিলি মায়ের্স্কের। ফিশিং বোটটির হাল ক্ষতিগ্রস্ত হলেও কোনো হতাহতের ঘটনা ঘটেনি।
- 'ট্রেডলেন্স' নামক যৌথ ব্লকচেইন উদ্যোগ গ্রহণের ঘোষণা দিয়েছে মায়ের্স্ক এবং আইবিএম। এর মাধ্যমে ৯৪টি অংশীদার প্রতিষ্ঠানের সকল প্রকার দাপ্তরিক ও আর্থিক লেনদেন নিয়ন্ত্রণ করবে তারা।
- জয়েন্ট হোল্ডিং কোম্পানি গঠন করতে যাচ্ছে জাপানি শিপিং কোম্পানি এনওয়াইকে এবং মিতসুবিসি লজিস্টিকস। বন্দর এবং হারবারে পণ্য পরিবহনের জন্য যৌথভাবে কাজ করতে সম্মত হয়েছে প্রতিষ্ঠান দুটি।
- বৈচিত্র্যময় পণ্য, স্থিতিশীল কার্গো ভলিউম এবং প্রতিযোগিতামূলক অবস্থান ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছে পানামা ক্যানেল, টানা তৃতীয়বারের মতো বিনিয়োগে ফিচ 'এ' রেটিং পেল পানামা খাল কর্তৃপক্ষ।
- এনভায়রনমেন্টাল শিপ ইনডেক্স (ইএসআই) সনদধারী এবং জ্বালানি হিসেবে এলএনজি ব্যবহারকারী জাহাজের জন্য দ্বিগুণ কমিশন দিচ্ছে আমস্টারডাম বন্দর কর্তৃপক্ষ।
- প্রথমবারের মতো হলদিয়া বন্দরে ভিড়ল শিপিং কর্পোরেশন অব ইন্ডিয়ার ১,৮৬৯ টিইউ ধারণক্ষমতার নিজস্ব কনটেইনার জাহাজ এমভি লাল বাহাদুর শাস্ত্রী।
- ৩১ জুলাই-৬ আগস্টের ব্যবধানে সশস্ত্র হামলার ঘটনা ঘটেছে ফিলিপাইন এবং ইন্দোনেশিয়ায় নোঙর করা দুটি জাহাজে। অন্যদিকে, নাইজেরিয়ার লাগোস এবং গায়ানার জর্জটাউনেও জলদস্যুতার শিকার হয়েছে দুই জাহাজ।

গত ৭ আগস্ট বিশ্বব্যাংকের 'বাংলাদেশ রিজিওনাল কানেক্টিভিটি প্রজেক্ট-১' এর আওতায় 'ন্যাশনাল সিঙ্গেল উইন্ডো' নামের একটি প্রকল্পের অংশ হিসেবে ১৩টি মন্ত্রণালয়ের ৩৮টি সরকারি-বেসরকারি সংস্থার মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়

পণ্য খালাসের সব প্রক্রিয়া এক জায়গা থেকে করার উদ্যোগ

বিশ্বব্যাংকের 'বাংলাদেশ রিজিওনাল কানেক্টিভিটি প্রজেক্ট-১' এর আওতায় 'ন্যাশনাল সিঙ্গেল উইন্ডো' নামের একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে দেশের সব পণ্য আমদানি ও রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ করা, ছাড়পত্র দেওয়া ও খালাস প্রক্রিয়ার সব পরিষেবা একই ছাদের নিচ থেকে সম্ভব হবে। এ সিস্টেমের আওতায় ১৩টি মন্ত্রণালয়ের ৩৮টি সরকারি-বেসরকারি সংস্থা একসঙ্গে সংযুক্ত হবে। যার নেতৃত্বে থাকবে এনবিআর। গত ৭ আগস্ট এই প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। সমঝোতা স্মারক চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত, বিশেষ অতিথি হিসেবে বাণিজ্যমন্ত্রী তোফায়েল আহমেদ, এফবিসিসিআইয়ের সভাপতি শফিউল আলম মহিউদ্দিন ও এনবিআরের চেয়ারম্যান মোশাররফ হোসেন ভূঁইয়া উপস্থিত ছিলেন।

প্রকল্পটি বাস্তবায়নে ব্যয় ধরা হয়েছে ৫৮৫ কোটি ৩৯ লাখ টাকা। এর মধ্যে বাংলাদেশ সরকারকে জোগান দিতে হবে ৫৬ কোটি ১০ লাখ টাকা। বাকি ৫২৯ কোটি ২৯ লাখ টাকা পাওয়া যাবে প্রকল্প সহায়তা হিসেবে, যা জোগান দেবে বিশ্বব্যাংক। এই প্রকল্পের মাধ্যমে দেশের সর্বমোট তিন লাখ ১৯ হাজার আমদানি ও রপ্তানিকারক সরাসরি সুবিধা পাবেন বলে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে প্রতিটি আমদানি কার্যক্রমে ১২২ ঘণ্টা এবং রপ্তানিতে ৮৮ ঘণ্টা সময় অপচয় থেকে রক্ষা পাওয়া সম্ভব হবে। ২০২০ সালের ৩০ জুনের মধ্যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এই প্রকল্প বাস্তবায়ন করবে।

দ্বিতীয় অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠায় জাপানের পছন্দ মহেশখালী

বাংলাদেশে আরেকটি অর্থনৈতিক অঞ্চল (ইজেড) প্রতিষ্ঠার জন্য জমি চেয়েছে জাপান। এবার তাদের আগ্রহ কক্সবাজারের মহেশখালী উপজেলা, যেখানে ইতিমধ্যে বেশ কয়েকটি অর্থনৈতিক অঞ্চলের জন্য জমি নিয়েছে বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ (বেজা)। বেজার সঙ্গে এক দ্বিপক্ষীয় বৈঠকে মহেশখালীতে অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠায় জাপান আগ্রহ প্রকাশ করে। বৈঠকে জাপানের পক্ষ থেকে এক হাজার একরের মতো জমি চাওয়া হয়। মহেশখালীতে জমি পেলে সেটা হবে বাংলাদেশে জাপানের দ্বিতীয় অর্থনৈতিক অঞ্চল।

বর্তমানে দেশটি নারায়ণগঞ্জের আড়াইহাজারে এক হাজার একর জমিতে একটি অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠার কাজ করছে। মহেশখালী নিয়ে বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে জাপান ইন্টারন্যাশনাল কো-অপারেশন এজেন্সি (জাইকা) যে মহাপরিকল্পনা করেছে, তাতে অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠার বিষয়টিও আছে।

বেজার নির্বাহী চেয়ারম্যান পবন চৌধুরী বলেন, "নারায়ণগঞ্জের আড়াইহাজার, মহেশখালী অথবা মিরসরাইয়ে জাপানের বিনিয়োগকে আমরা স্বাগত জানাই। জাপান বিনিয়োগ করতে চাইলে বেজার পক্ষ থেকে সর্বোচ্চ সহযোগিতা দেওয়া হবে।"

জাপানের পাশাপাশি বাংলাদেশে চীনও তাদের বিনিয়োগকারীদের জন্য একটি অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠা করছে চট্টগ্রামের আনোয়ারায়। ভারত প্রতিষ্ঠা করবে তিনটি অর্থনৈতিক অঞ্চল, যার একটি চট্টগ্রামের মিরসরাই, একটি বাগেরহাটের মোংলায় এবং অন্যটি কুষ্টিয়ার ভেড়ামারায় হওয়ার কথা। ভারতের তিনটি অর্থনৈতিক অঞ্চলে জমির পরিমাণ এক হাজার ৬২৪ একর। আনোয়ারায় চীনা অর্থনৈতিক অঞ্চলের আকার ৭৮৩ একর।

লয়েডস লিস্ট ২০১৮

আরও একধাপ এগিয়ে চট্টগ্রাম বন্দর এখন ৭০তম

লয়েডস লিস্টে বিশ্বের সেরা কনটেইনার বন্দরগুলোর মধ্যে চট্টগ্রাম বন্দরের অবস্থান এখন ৭০তম। এক বছরে এক ধাপ এগিয়ে এই অবস্থানে

উন্নীত হয়েছে চট্টগ্রাম বন্দর। তালিকাটি সম্প্রতি প্রকাশ করেছে লন্ডনভিত্তিক শিপিং-বিষয়ক বিশ্বের সবচেয়ে পুরানো সংবাদমাধ্যম 'লয়েডস লিস্ট'। ২০০৮ সালে চট্টগ্রাম বন্দরের অবস্থান ছিল ৯৮তম। এক দশকের ব্যবধানে বন্দর এগিয়েছে ২৮ ধাপ। মূলত কনটেইনার পরিবহনের সংখ্যা বৃদ্ধিই এই তালিকায় এগিয়ে যাওয়ার বড় কারণ।

বন্দর চেয়ারম্যান কমডোর জুলফিকার আজিজ বলেন, "গত বছরের কনটেইনার পরিবহনের হিসাবে এই ক্রমতালিকা হয়েছে। এ বছর বন্দরের মূল অবকাঠামো উন্নয়নের কাজও জোর গতিতে চলছে। তিনটি গ্যান্ট্রি ক্রেন যুক্ত হয়েছে। পতেঙ্গায় নতুন টার্মিনাল নির্মাণের কাজও চলছে। অবকাঠামো নির্মাণে অগ্রগতি থাকায় আশা করি আগামী বছরের তালিকায় আরও কয়েক ধাপ এগিয়ে যাবে চট্টগ্রাম বন্দর।"

তালিকা অনুযায়ী সেরা ১০০ বন্দরের মধ্যে শীর্ষস্থানে আছে চীনের সাংহাই বন্দর। গত বছর বন্দরটি দিয়ে চার কোটি কনটেইনার পরিবহন হয়। দ্বিতীয় অবস্থানে থাকা সিঙ্গাপুর বন্দর দিয়ে ২০১৭ সালে কনটেইনার পরিবহন হয় তিন কোটি ৩৭ লাখ। সেরা ১০০ বন্দরের মধ্যে বিশ্বের বড় দুই অর্থনীতির দেশ চীনের ২১টি এবং যুক্তরাষ্ট্রের আটটি বন্দর রয়েছে। এ ছাড়া স্পেনের সাতটি ও জাপানের পাঁচটি বন্দর আছে এ তালিকায়।

ভাসমান ১০টি রিজার্ভার স্থাপনের উদ্যোগ

বন্দরে জাহাজের অবস্থানকাল কমানো এবং পণ্য হ্যান্ডলিংয়ে গতিশীলতার পাশাপাশি খরচ সাশ্রয়ে সাগরে ১০টি ভাসমান রিজার্ভার স্থাপনের নতুন এক উদ্যোগ নিতে যাচ্ছে চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ। এতে বিদেশি জাহাজের ভাড়াসহ পণ্য আমদানি খরচ কমে যাবে বলে আশা করা হচ্ছে। প্রায় তিন শ কোটি টাকা ব্যয়ে এসব ফ্লোটিং রিজার্ভার স্থাপনে বন্দর কর্তৃপক্ষ কাজ শুরু করেছে।

প্রতিবছর চট্টগ্রাম বন্দরে নয় কোটি টনেরও বেশি খোলা পণ্য হ্যান্ডলিং হয়। বিশ্বের নানা প্রান্ত থেকে খাদ্য শস্যসহ বিভিন্ন পণ্য নিয়ে জাহাজ আসে এই বন্দরে। এসব জাহাজকে বন্দরের বহির্নোঙরে অপেক্ষা করে জেটিতে আসতে কয়েকদিন পর্যন্ত সময় লেগে যায়। আবার কোনো কোনো জাহাজ বহির্নোঙরে লাইটারেজ জাহাজে পণ্য খালাস করে দিয়ে ফিরে যায়। এই দুই পদ্ধতিতেই পণ্য খালাসে বিদেশি জাহাজগুলোকে অলস বসে থাকতে হয়।

বিদ্যমান এই পরিস্থিতি এড়ানোর জন্যই বহির্নোঙরে ১০টি ভাসমান রিজার্ভার স্থাপনের উদ্যোগ নিয়েছে বন্দর কর্তৃপক্ষ। বিদেশ থেকে পণ্য নিয়ে আসা জাহাজগুলো এসব রিজার্ভারের পাশে নোঙর করে নিজেদের পণ্য দ্রুত খালাস করে ফিরে যাবে এবং আমদানিকারকরা পরবর্তীতে রিজার্ভার থেকে পণ্য লাইটারেজ জাহাজের

মাধ্যমে জেটি বা অন্যত্র নিয়ে যাবে।

প্রতিটি রিজার্ভার স্থাপনে প্রায় ৩০ কোটি টাকা খরচ হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। ইতিমধ্যে ফ্লোটিং রিজার্ভার স্থাপনের ব্যাপারে সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

বে টার্মিনালের জন্য অধিগ্রহণকৃত ভূমির মূল্য পরিশোধ

চট্টগ্রাম বন্দরের বৃহৎ প্রকল্প বে টার্মিনাল নির্মাণের জন্য অধিগ্রহণকৃত ভূমির মূল্য পরিশোধ করেছে কর্তৃপক্ষ। গত ১১ সেপ্টেম্বর নগরীর হোটেল র‍্যাডিসন ব্লু চট্টগ্রাম বে ভিউতে এক অনুষ্ঠানে ব্যক্তিমালিকানাধীন ৬৭ একর জমির মূল্য বাবদ ৩৫২ কোটি ৬২ লাখ টাকার চেক হস্তান্তর করা হয় জেলা প্রশাসনের কাছে। নৌপরিবহনমন্ত্রী শাজাহান খান এমপি জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ ইলিয়াস হোসেনের হাতে এই চেক তুলে দেন।

বন্দর কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান কমডোর জুলফিকার আজিজের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য এম এ লতিফ এমপি, চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের মেয়র আ জ ম নাছির উদ্দীন, চট্টগ্রাম চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির সভাপতি মাহবুবুল আলম, চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান আবদুস ছালাম।

নৌপবিহনমন্ত্রী বলেন, "গত ১০ বছরে চট্টগ্রাম বন্দরের অনেক উন্নয়ন কর্মকান্ড হয়েছে। বন্দরের তহবিলে টাকার পরিমাণ তিন হাজার ৫০০ কোটি টাকা থেকে ১৪ হাজার কোটি টাকায় উন্নীত হয়েছে।"

এম এ লতিফ বলেন, "ব্যবসায়ীদের জন্য আজ বড় আনন্দের দিন। ব্যবসায়ীদের দীর্ঘদিনের দাবি বাস্তবে রূপ নিচ্ছে।"

চট্টগ্রাম ইপিজেডের পেছনে সাগরপাড় থেকে জহুর আহমেদ চৌধুরী স্টেডিয়ামের অদূরে রাসমনিঘাট পর্যন্ত প্রায় ছয় কিলোমিটার এলাকা নিয়ে এই টার্মিনাল গড়ে তোলা হবে। টার্মিনাল নির্মাণের জন্য প্রাথমিক পর্যায়ে অধিগ্রহণকৃত ৬৭ একর ভূমি ছাড়াও আরও ৮২০ একর ভূমি অধিগ্রহণ করবে চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ।

তিনটি গ্যান্ট্রি ক্রেন পৌঁছালো বন্দরে আরও চারটি গ্যান্ট্রি ক্রেন কিনতে চুক্তি

নতুন তিনটি কি গ্যান্ট্রি ক্রেন জাহাজে করে চট্টগ্রাম বন্দরে এসে পৌঁছেছে। গত ১৭ আগস্ট বন্দরের চট্টগ্রাম কনটেইনার টার্মিনাল (সিসিটি) জেটিতে ভিড়িয়ে জাহাজ থেকে সেগুলো নামানো হয়। শিগগিরই বন্দরের নিউমুরিং কনটেইনার টার্মিনালের (এনসিটি) জন্য ক্রয়কৃত এই ক্রেনগুলোর পণ্য ওঠানামায় যুক্ত হতে যাচ্ছে।

বিগত ২০০৫ সালে চট্টগ্রাম বন্দরে প্রথমবার চারটি কি গ্যান্ট্রি ক্রেন যুক্ত হয়। সেগুলো সরবরাহ করেছিল জাপানের মিৎসুবিশি কোম্পানি। বন্দরের সিসিটি টার্মিনালে পণ্য ওঠানামায় সেগুলো ব্যবহৃত হচ্ছে। এরপর ২০০৭ সালে নির্মিত এনসিটিতে ১০টি কি গ্যান্ট্রি ক্রেন যুক্ত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। চট্টগ্রাম বন্দরের নিজস্ব তহবিল থেকে ৩৪৫ কোটি টাকায় চীনের সাংহাই জেনহুয়া হেভি ইন্ডাস্ট্রিজ কোম্পানি লিমিটেড (জেডপিএমসি) থেকে এই গ্যান্ট্রি ক্রেন কেনা হচ্ছে। এর মধ্যে ২০১৭ সালের ১৫ অক্টোবর প্রথম দফায় ছয়টি গ্যান্ট্রি ক্রেন কেনার চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। বন্দর চেয়ারম্যান কমডোর জুলফিকার আজিজ বলেন, "এই তিনটি গ্যান্ট্রি ক্রেন দিয়ে গিয়ারলেস জাহাজ থেকে দ্রুত কনটেইনার ওঠানামা করা সম্ভব হবে। এর ফলে পণ্য ওঠানামার ক্ষমতা বর্তমানের চেয়ে কমপক্ষে দেড়গুণ বাড়বে এবং সময় ও অর্থ সাশ্রয় হবে।" বাকি তিনটি গ্যান্ট্রি ক্রেন অক্টোবরে এসে পৌঁছাবে।

এদিকে, বন্দরের নিউমুরিং কনটেইনার টার্মিনালের কাজের গতি বাড়াতে আরও চারটি গ্যান্ট্রি ক্রেন কিনতে একই কোম্পানির সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়েছে চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ। গত ৮ আগস্ট নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ে চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান কমডোর জুলফিকার আজিজ ও সাংহাই জেনহুয়া হেভি ইন্ডাস্ট্রিজ কোম্পানির ভাইস প্রেসিডেন্ট লিউ কিঝং চুক্তিতে সাক্ষর করেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত নৌমন্ত্রী শাজাহান খান বলেন, "৪০ টন ধারণক্ষমতার চারটি কি গ্যান্ট্রি ক্রেন সংগ্রহে ব্যয় হবে ২৩৮ কোটি ৬১ লাখ ৫২ হাজার টাকা।" ঘণ্টায় ২৫ থেকে ৩২টি কনটেইনার হ্যান্ডলিংয়ের উপযোগী এসব ক্রেন বন্দরে কাজের গতি বাড়াবে। এই চুক্তি বাস্তবায়িত হলে নিউমুরিং কনটেইনার টার্মিনালে মোট ১০টি গ্যান্ট্রি ক্রেন যুক্ত হবে।

গত ১৭ আগস্ট বন্দরের চট্টগ্রাম কনটেইনার টার্মিনাল জেটিতে নতুন তিনটি কি গ্যান্ট্রি ক্রেন এসে পৌঁছায়

পায়রা বন্দরে টার্মিনাল নির্মাণের উদ্যোগ

পুরোদমে বাণিজ্যিক কার্যক্রম শুরুর জন্য দেশের তৃতীয় সমুদ্র বন্দর পায়রাতে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ করা হচ্ছে। এর মধ্যে অন্যতম চ্যালেঞ্জ টার্মিনাল নির্মাণ। পরিকল্পনা এগিয়ে নিতে কনটেইনার টার্মিনাল ও মাল্টিপারপাস টার্মিনাল এবং অন্যান্য স্থাপনা নির্মাণে নতুন প্রস্তাবনা দিয়েছে পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ। তিন হাজার ৯৮২ কোটি ৫০ লাখ টাকার প্রস্তাবনাটি অনুমোদনের জন্য এরই মধ্যে পরিকল্পনা কমিশনে পাঠানো হয়েছে।

বন্দর কর্তৃপক্ষ জানায়, প্রকল্পের মেয়াদ জুন ২০২১ পর্যন্ত নির্ধারণ করা হলেও টার্মিনাল ২০১৯ সালেই নির্মিত হবে। পায়রা সমুদ্র বন্দরকে স্বল্পমেয়াদী, মধ্যমেয়াদী এবং দীর্ঘমেয়াদী এই তিন ভাগে ভাগ করে উন্নয়ন করা হচ্ছে। তবে এই প্রকল্পের আওতায় একটি স্বল্প-মধ্যমেয়াদী পরিকল্পনাও বাস্তবায়িত হবে।

পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষের সচিব মহিউদ্দিন আহমেদ খান বলেন, প্রকল্পের আওতায় পায়রা সমুদ্র বন্দরে প্রথম ৬০০ মিটার দীর্ঘ টার্মিনাল নির্মাণ করা হবে। ফলে বৃহদাকার জাহাজও ভিড়তে পারবে এই বন্দরে। রামপাল কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র ও পদ্মাসেতু নির্মাণে ব্যবহৃত কয়লা ও পাথর আসবে পায়রা সমুদ্র বন্দরের মাধ্যমে। শুধু টার্মিনাল নয়, বন্দর ঘিরে সংযোগ

নৌপরিবহনমন্ত্রী শাজাহান খান গত ১১ সেপ্টেম্বর হোটেল র‍্যাডিসন ব্লু চট্টগ্রাম বে ভিউতে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে বে টার্মিনাল নির্মাণের জন্য অধিগ্রহণকৃত ভূমির মূল্য পরিশোধ বাবদ জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ ইলিয়াস হোসেনের হাতে চেক হস্তান্তর করেন

গত ১৭ সেপ্টেম্বর প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত সভায় 'এগ্রিমেন্ট অন দ্য ইউজ অব চট্টগ্রাম অ্যান্ড মোংলা পোর্ট ফর মুভমেন্ট অব গুডস টু অ্যান্ড ফ্রম ইন্ডিয়া বিটুইন বাংলাদেশ অ্যান্ড ইন্ডিয়া' চুক্তির খসড়া অনুমোদন দেওয়া হয়

সড়ক, আন্ধারমানিক নদীর ওপর সেতু ও আনুষঙ্গিক সুবিধা তৈরি করবে সরকার। এ ছাড়া চার লেনের সংযোগ সড়কও নির্মাণ করা হবে।

সরকারের অগ্রাধিকার বা ফাস্টট্র্যাকভুক্ত ১০ প্রকল্পের একটি পায়রা গভীর সমুদ্র বন্দর নির্মাণ। ২০১৩ সালের নভেম্বরে দেশের তৃতীয় সমুদ্র বন্দর হিসেবে বন্দরটির উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তিন বছর পর ২০১৬ সালের আগস্টে আরেক ফাস্টট্র্যাক প্রকল্প পদ্মা সেতুর জন্য চীন থেকে আনা পাথর খালাসের মাধ্যমে বন্দরটির কার্যক্রম শুরু হয়। ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে তা উদ্বোধনও করেন প্রধানমন্ত্রী। একই বছরের নভেম্বরে 'পায়রা গভীর সমুদ্র বন্দরের কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো/ সুবিধাদির উন্নয়ন' শীর্ষক প্রকল্পের অনুমোদন দেয় জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটি (একনেক)।

এলএনজি টার্মিনালে মিৎসুবিশির অংশীদারিত্ব

জাপানের প্রতিষ্ঠান মিৎসুবিশি কর্পোরেশন সামিট এলএনজি টার্মিনাল (এসএলএনজি) এবং তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস গ্রহণের ফ্লোটিং স্টোরেজ অ্যান্ড রিগ্যাসিফিকেশন ইউনিট (এফএসআরইউ) টার্মিনালের উন্নয়নে ২৫ শতাংশ শেয়ার কিনতে সম্মত হয়েছে। এসএলএনজি টার্মিনালের বাকি ৭৫ শতাংশ শেয়ার থাকবে সামিট কর্পোরেশনের হাতে। এই প্রকল্পের অধীনে, কক্সবাজারের মহেশখালী দ্বীপ হতে ছয় কিলোমিটার দূরে একটি এফএসআরইউ প্রতিষ্ঠা করা হবে। যেখানে এলএনজি গ্রহণ ও পরিশোধন করা হবে পেট্রোবাংলার অধীনে। ২০১৭ সালের শেষের দিকে টার্মিনালের নির্মাণকাজ শুরু হয়। আশা করা হচ্ছে, ২০১৯ সালের মার্চে বাণিজ্যিকভাবে এর কার্যক্রম শুরু করা যাবে। মিৎসুবিশি কর্পোরেশনের মতে, তিন দশমিক পাঁচ মেট্রিক টন পার অ্যানাম (এমটিপিএ) গ্যাস আমদানি করা হবে।

রেলওয়ের সাথে যৌথভাবে আইসিডি নির্মাণ করবে চট্টগ্রাম বন্দর

চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ ও বাংলাদেশ রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ যৌথভাবে অভ্যন্তরীণ কনটেইনার ইয়ার্ড নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। বন্দর সংলগ্ন পোর্ট কলোনি এলাকায় রেলওয়ের জমিতে এই আইসিডি নির্মাণ করা হবে। ঢাকামুখী কনটেইনার হ্যান্ডলিং করার জন্য এই আইসিডি নির্মাণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। সম্প্রতি প্রতিষ্ঠিত কনটেইনার কোম্পানি অব রেলওয়ের উদ্যোগে ও এডিবির অর্থায়নে 'চট্টগ্রাম পোর্ট রেলওয়ে অফডক' নামে প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হবে।

প্রকল্পটি ২৭ একর জমির ওপর বাস্তবায়ন করা হবে। এর সাথে চট্টগ্রাম বন্দরের রেল সংযোগ থাকবে। প্রতিদিন ছয় বার বন্দর থেকে রেলযোগে কনটেইনার এই আইসিডিতে যাবে। এখান থেকে গাজীপুরের ধীরাশ্রমে নির্মিতব্য আইসিডি ও ঢাকা আইসিডিতে কনটেইনার পরিবাহিত হবে। বর্তমানে চট্টগ্রাম থেকে দুইটি ট্রেন ঢাকা আইসিডিতে কনটেইনার পরিবহন করে। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে প্রতিদিন ঢাকা-চট্টগ্রাম অভিমুখে ছয়টি ট্রেন চলাচল করবে। যার প্রতিটি ২০৪টি পর্যন্ত কনটেইনার পরিবহন করতে

মুক্তিযোদ্ধা ও সাংবাদিক রইসুল হক বাহার আর নেই

আ ক ম রইসুল হক বাহার

চট্টগ্রামের গেরিলা মুক্তিযোদ্ধা ও বিশিষ্ট সাংবাদিক, বন্দরবার্তার নিয়মিত প্রদায়ক রইসুল হক বাহার আর নেই (ইন্নালিল্লাহে...রাজেউন)। হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে চট্টগ্রাম নগরীর ম্যাক্স হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ১৮ সেপ্টেম্বর রাত এগারটায় এই বীর মুক্তিযোদ্ধার জীবনাবসান হয়েছে। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তিনি সাংবাদিকতা পেশায় নিয়োজিত ছিলেন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৬৬ বছর।

রইসুল হক বাহারের গ্রামের বাড়ি নোয়াখালী জেলার কোম্পানীগঞ্জ। মুক্তিযুদ্ধে তিনি গেরিলা কমান্ডার হিসেবে চট্টগ্রামের কৈবল্যধাম রেল স্টেশন উড়িয়ে দেওয়ার অভিযানে নেতৃত্ব দেন। স্বাধীনতার পর ১৯৭২ সালে চট্টগ্রাম বন্দরের চাকরির পাশাপাশি রইসুল হক বাহার সাংবাদিকতা শুরু করেন। দৈনিক সেবক পত্র, দৈনিক গণকণ্ঠ এবং দৈনিক পূর্বকোণ পত্রিকায় তিনি কাজ করেন। পরবর্তীতে তিনি দৈনিক সুপ্রভাত বাংলাদেশের সহযোগী সম্পাদক, ডেইলি স্টার পত্রিকার চট্টগ্রাম ব্যুরো প্রধান হিসেবেও কাজ করেন। চট্টগ্রাম বন্দরের হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা হিসেবে তিনি অবসরে যান। সর্বশেষ তিনি দৈনিক পূর্বকোণের সহযোগী সম্পাদক হিসেবে কাজ করছিলেন।

১৯ সেপ্টেম্বর সকাল এগারটায় রইসুল হক বাহারের মরদেহ সর্বস্তরের মানুষের শ্রদ্ধা জানানোর জন্য চট্টগ্রাম কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে নেওয়া হয়। সেখানে সাংবাদিক, রাজনীতিবিদ ও সমাজকর্মীসহ সর্বস্তরের মানুষ তার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। এরপর বেলা দুইটায় রইসুল হক বাহারের মরদেহ চট্টগ্রাম বন্দরে আনা হয়। এখানে নামাজের জানাজা এবং গার্ড অব অনার প্রদান শেষে বন্দরের কবরস্থানে তাকে দাফন করা হয়। এর আগে তার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন বন্দর কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান, বোর্ড সদস্যবৃন্দ, ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাসহ সর্বস্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারী, চট্টগ্রাম জেলা প্রশাসন, মুক্তিযোদ্ধা কমান্ড কাউন্সিল, চট্টগ্রাম বন্দর সিবিএ, মুক্তিযোদ্ধা সন্তান কমান্ডসহ বিভিন্ন সংগঠন।

বাংলাদেশ রেলওয়ে কর্তৃপক্ষের সাথে যৌথভাবে আইসিডি নির্মান বিষয়ে গত ১৬ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশ রেলওয়ের প্রতিনিধিদল চট্টগ্রাম বন্দরের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সাথে বৈঠক করেন

পারবে। ফলে বছরে চার লক্ষাধিক কনটেইনার পরিবহন সম্ভব হবে।

মোংলা বন্দর দিয়ে রপ্তানি বেড়েছে

দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম সমুদ্রবন্দর মোংলা দিয়ে পণ্য রপ্তানি বেড়েছে। সর্বশেষ ২০১৭-১৮ অর্থবছরে এই বন্দর দিয়ে পণ্য রপ্তানি হয়েছে এক লাখ ৪৭ হাজার ১৫১ টন, যা আগের ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ছিল ৮৫ হাজার ৬৫২ টন। মোংলা বন্দর দিয়ে প্রধানত পাট ও পাটজাত দ্রব্য, হিমায়িত চিংড়ি ও সাদা মাছ রপ্তানি হয়ে থাকে। এ ছাড়াও অল্প পরিমাণে মাটির টালি, মেশিনারিজ, সুপারি, পরিশোধিত ভোজ্য তেল ও সাধারণ কিছু পণ্য রপ্তানি হয়ে থাকে।

২০১৪-১৫ অর্থবছরে এ বন্দর দিয়ে রপ্তানি হয় এক লাখ ৮৩০ মেট্রিক টন পণ্য। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে তা কমে দাঁড়ায় ৮৭ হাজার ৮৫৭ মেট্রিক টনে। এই অর্থবছরে পাট রপ্তানি হয় ১৩ হাজার ১৫২ মেট্রিক টন। আর পাটজাত পণ্য রপ্তানি হয় ২৫ হাজার ১১৭১ মেট্রিক টন। মূলত পাট ও পাটজাত পণ্যের রপ্তানি কমে যাওয়ার প্রভাব পড়ে বন্দরের রপ্তানিতে। বর্তমানে বিশ্বে পুনরায় বাংলাদেশি পাটের চাহিদা বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে মোংলা বন্দর দিয়ে পাট ও পাটজাত পণ্যের রপ্তানি আগের তুলনায় বেড়েছে বলে জানিয়েছেন ব্যবসায়ীরা।

তবে গত ১০ বছরে এই বন্দর দিয়ে হিমায়িত চিংড়ি রপ্তানি প্রায় একই রয়েছে। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে হিমায়িত চিংড়ি রপ্তানি হয়েছিল ৩৫ হাজার ৬৯৫ মেট্রিক টন। গত অর্থবছরে দাঁড়ায় ৩৩ হাজার ২৩৪ মেট্রিক টনে।

লাইটার জেটিতে পণ্য খালাস কার্যক্রম শুরু

সদরঘাটে নির্মিত চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের লাইটার জেটিতে পণ্য খালাস কার্যক্রম শুরু হয়েছে। গত ৪ সেপ্টেম্বর খালাস কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন বন্দর কর্তৃপক্ষের পরিচালক (পরিবহন) গোলাম সরওয়ার। এদিন সন্ধ্যায় এমভি রোকনুর নামের একটি লাইটার জাহাজ থেকে সিমেন্ট ক্লিংকার খালাসের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিকভাবে এর কার্যক্রম শুরু হয়। এ সময় বন্দর কর্তৃপক্ষের সচিব ওমর ফারুক, টার্মিনাল ম্যানেজার সারওয়ারুল ইসলাম, কনফিডেন্স সিমেন্টের ভাইস চেয়ারম্যান রুপম কিশোর বড়ুয়া, ব্যবস্থাপনা পরিচালক জহির উদ্দিন আহমেদ ছাড়াও উভয় প্রতিষ্ঠানের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

দরপত্রের মাধ্যমে জেটিটি ১০ বছরের জন্য ভাড়া দেয়া হয়েছে কনফিডেন্স সিমেন্টকে। প্রতিবছর মূল্য সংযোজন করসহ চার কোটি ৬১ লাখ টাকা বন্দর কর্তৃপক্ষকে পরিশোধ করবে কনফিডেন্স সিমেন্ট কোম্পানি।

চট্টগ্রাম ও মোংলা বন্দর ব্যবহারে ভারতের সাথে চুক্তির খসড়া অনুমোদন

চট্টগ্রাম ও মোংলা বন্দর ব্যবহার করে ভারতীয় পণ্যসামগ্রী সে দেশের উত্তর-পূর্ব রাজ্যগুলোতে পরিবহনের সুযোগ রেখে একটি চুক্তির খসড়া অনুমোদন দিয়েছে মন্ত্রীসভা। গত ১৭ সেপ্টেম্বর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে তাঁর কার্যালয়ে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় 'এগ্রিমেন্ট অন দ্য ইউজ অব চট্টগ্রাম অ্যান্ড মোংলা পোর্ট ফর মুভমেন্ট অব গুডস টু অ্যান্ড ফ্রম ইন্ডিয়া বিটুইন বাংলাদেশ অ্যান্ড ইন্ডিয়া' শীর্ষক এই চুক্তির খসড়া অনুমোদন দেওয়া হয়। চুক্তির খসড়া অনুযায়ী রুটগুলো হলো চট্টগ্রাম ও মোংলা বন্দর থেকে আগরতলা হয়ে আখাউড়া (ব্রাহ্মণবাড়িয়া), চট্টগ্রাম ও মোংলা বন্দর থেকে ডাউকি হয়ে তামাবিল (সিলেট), চট্টগ্রাম ও মোংলা বন্দর থেকে সুতারকান্দি হয়ে শেওলা (সিলেট) এবং চট্টগ্রাম ও মোংলা বন্দর থেকে বিবিরবাজার হয়ে শ্রীমন্তপুর (কুমিল্লা)। বাংলাদেশের ভেতর পণ্যসামগ্রী পরিবহনের ক্ষেত্রে শুধু বাংলাদেশি পরিবহন ব্যবহার এবং আন্তর্জাতিক নিয়মাবলি প্রতিপালন করতে হবে। আইন অনুযায়ী শুল্ক ও ট্যাক্স দিতে হবে।

চট্টগ্রাম ও মোংলা বন্দরের ক্ষেত্রে যে কমিউনিকেশন নেটওয়ার্ক তৈরি করা হচ্ছে তাতে নেপাল ও ভুটান ইচ্ছা করলে যুক্ত হতে পারবে। চুক্তিটি পাঁচ বছরের জন্য বলবৎ থাকবে। ছয় মাসের নোটিশে যেকোনো পক্ষ চুক্তিটি বাতিল করতে পারবে।

বেসরকারি আইসিডিতে আরও নয় ধরনের পণ্য ডেলিভারির প্রস্তাব

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) কাছে বেসরকারি আইসিডি থেকে আরও নয় ধরনের পণ্য ডেলিভারি দেওয়ার প্রস্তাবনা দিয়েছে চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ। বর্তমানে আইসিডিগুলো থেকে ৩৭ ধরনের আমদানি পণ্য ডেলিভারি দেওয়া হয়। বেসরকারি খাতে বর্তমানে আইসিডি রয়েছে ১৯টি। চট্টগ্রাম বন্দরে প্রতিমাসে গড়ে এক লাখ টিইইউ কনটেইনার আমদানি

ছবিতে সংবাদ

গত ১৫ আগস্ট জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে চট্টগ্রাম বন্দর কর্মচারী পরিষদের আয়োজিত শোক র‍্যালিতে চট্টগ্রাম বন্দর চেয়ারম্যান কমডোর জুলফিকার আজিজসহ ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ অংশগ্রহণ করেন।

গত ১৬ আগস্ট চট্টগ্রাম বন্দর কলেজের পরিচালনা পরিষদের সদস্যরা বন্দর চেয়ারম্যান ও ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সাথে বৈঠক করেন।

২২ আগস্ট ঈদুল আযহায় বন্দর চেয়ারম্যান, সিবিএ নেতৃবৃন্দ ও বন্দরের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ বন্দর হাসপাতালে অসুস্থদের চিকিৎসার খোঁজখবর নেন।

গত ২৮ আগস্ট আর্মি ইন্টেলিজেন্ট কোর্সের অংশ হিসেবে সেনা বাহিনীর কর্মকর্তাগণ চট্টগ্রাম বন্দরে আসেন। পরে বন্দরের ট্রেনিং ইন্সটিটিউটে তাদের ব্রিফিং করা হয়।

ন্যাশনাল ডিফেন্স কলেজের প্রতিনিধিদল গত ৮ আগস্ট চট্টগ্রাম বন্দর পরিদর্শন করেন। পরে তারা বন্দরের ট্রেনিং ইন্সটিটিউটে পোর্ট ম্যানেজমেন্ট বিষয়ে সেমিনারে অংশগ্রহণ করেন।

ছবিতে সংবাদ

চট্টগ্রামে জিইসি কনভেনশন সেন্টারে গত ৮ সেপ্টেম্বর 'বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল মেরিন অ্যান্ড অফশোর এক্সপো-২০১৮' অনুষ্ঠিত হয়। চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ এতে অংশগ্রহণ করে।

১৮ সেপ্টেম্বর চট্টগ্রাম জেলা প্রশাসন আয়োজিত 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জাতীয় গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট (অনূর্ধ্ব-১৭) ২০১৮' এর উদ্বোধন করেন চবক চেয়ারম্যান কমোডর জুলফিকার আজিজ। এসময় বন্দরের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

ভারতের জ্বালানি সরবরাহকারী ও শীর্ষ পোর্ট অপারেটর প্রতিষ্ঠান আদানি গ্রুপের প্রতিনিধিদল গত ১৯ সেপ্টেম্বর চট্টগ্রাম বন্দর চেয়ারম্যানের সাথে বৈঠক করেন।

গত ২৩ সেপ্টেম্বর সিমুলেটর উৎপাদন ও সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান গ্লোবাল সিম এর প্রতিনিধিদল চট্টগ্রাম বন্দরের পর্ষদ সদস্য জাফর আলম এবং বন্দর ট্রেনিং ইন্সটিটিউটের ব্যবস্থাপক হালিমা বেগমের সাথে বৈঠক করেন।

বাংলাদেশে নিযুক্ত থাইল্যান্ডের অ্যাম্বাসিডর মিস প্যানপিমন স্যুয়ানাপনজে গত ২৩ সেপ্টেম্বর চট্টগ্রাম বন্দর পরিদর্শন করেন। এ সময় চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান এর সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন।

পণ্য আসে। এরমধ্যে ৫০ শতাংশ কনটেইনার বন্দরের ইয়ার্ড থেকে সরাসরি ডেলিভারি দেওয়া হয়। কিছু কনটেইনার আমদানিকারকের গন্তব্যে চলে যায় এবং অবশিষ্ট কনটেইনার আইসিডিগুলোর মাধ্যমে ডেলিভারি দেওয়া হয়। নতুন করে ডেলিভারির প্রস্তাব দেওয়া পণ্যগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো গুড়া দুধ, আসবাবপত্র, পলিপ্রোপাইলিন ও আয়রন স্টিল। প্রস্তাবনাটি জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের বিবেচনাধীন রয়েছে।

কনটেইনার হ্যান্ডলিংয়ে নতুন রেকর্ড

জাহাজ থেকে কনটেইনার ওঠানো-নামানোয় রেকর্ড করেছে চট্টগ্রাম বন্দর। ২০ সেপ্টেম্বর সকাল থেকে ২১ সেপ্টেম্বর সকাল পর্যন্ত ২৪ ঘন্টায় জাহাজ থেকে ১০ হাজার ৭৩২ টিইইউ কনটেইনার ওঠানো-নামানো হয়েছে। এর আগের কনটেইনার ওঠানো নামানোর রেকর্ড ছিল ২০১৭ সালের ২১ জুলাই। সেদিন নয় হাজার ৮৮৭ টিইইউ কনটেইনার ওঠানো নামানো হয়েছিল।

এদিকে ২০১৮-১৯ অর্থবছরের প্রথম মাসেই কনটেইনার হ্যান্ডলিংয়ে আরেকটি নতুন রেকর্ড করে চট্টগ্রাম বন্দর। জুলাই মাসে আমদানি-রপ্তানি মিলিয়ে বন্দরে দুই লাখ ৫৯ হাজার ২৬৭ টিইইউ কনটেইনার ওঠানামা হয়েছে, যা এক মাসে অতীতের যেকোনো সময়ের তুলনায় সর্বোচ্চ।

সর্বশেষ, চলতি বছরের মার্চ মাসে চট্টগ্রাম বন্দরে দুই লাখ ৫৪ হাজার ৫৮৩ টিইইউ কনটেইনার হ্যান্ডলিং করা হয়েছিল। এর আগে ২০১৭ সালের ডিসেম্বর মাসে সর্বোচ্চ দুই লাখ ৪৯ হাজার টিইইউ কনটেইনার ওঠানামা হয় বন্দরে। সদ্য সমাপ্ত ২০১৭-১৮ অর্থবছরে চট্টগ্রাম বন্দর দিয়ে কনটেইনার পরিবহন হয়েছে ২৮ লাখ নয় হাজার ৩৩১ টিইইউ। এর আগে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ছিল ২৪ লাখ ১৯ হাজার এবং ২০১৫-১৬ অর্থবছরে ২১ লাখ ৮৯ হাজার টিইইউ।

আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্য বাড়ায় পাশাপাশি বহির্নোঙরে কনটেইনার জাহাজের অপেক্ষমান সময় কমে আসা, পণ্য ওঠানামার জন্য একটি কি গ্যান্ট্রি ক্রেন সচল, বন্দর ইয়ার্ডে প্রায় নয় হাজার কনটেইনার রাখার জায়গা বৃদ্ধিসহ বেশ কিছু নতুন উদ্যোগ, কঠোর ও নিবিড় তদারকি এবং ব্যবহারকারীদের মধ্যে সমন্বয়ের ফলে এ অর্জন সম্ভব হয়েছে।

তথ্য গোপন করে বন্দরে প্রবেশ করতে গিয়ে ধৃত বিদেশি জাহাজ

তথ্য গোপন করে বন্দরে প্রবেশ করতে গিয়ে কর্তৃপক্ষের হাতে ধরা পড়েছে পণ্যবাহী জাহাজ 'জেনপল ফোর্স'। জাহাজটি ৩০ হাজার টন পণ্য নিয়ে মালয়েশিয়ার পোর্ট কেলাং থেকে চট্টগ্রাম বন্দরের বহির্নোঙরে আসে। গত ২৫ সেপ্টেম্বর জাহাজের তথ্য গোপন করে বন্দরে প্রবেশের অনুমতি নিতে গিয়ে প্রকৃত তথ্য ফাঁস হয়ে গেলে জাহাজটিকে ঢুকতে দেয়নি কর্তৃপক্ষ। জাহাজটির প্রকৃত দৈর্ঘ্য ১৯৬ মিটার হলেও শিপিং এজেন্টের দেওয়া তথ্যে তা ১৯০ মিটার ছিল। চট্টগ্রাম বন্দরের জেটি ও টার্মিনালে জাহাজ প্রবেশের সর্বোচ্চ সীমা ১৯০ মিটার। ফলে নিরাপত্তার স্বার্থে জাহাজটিকে বন্দরে প্রবেশ করতে দেয়নি কর্তৃপক্ষ।

চট্টগ্রাম বন্দরের জেটিতে প্রবেশ করতে হলে যেকোনো জাহাজকে বন্দর চ্যানেলে কর্ণফুলী নদীতে দুটি বাঁক অতিক্রম করতে হয়। কিন্তু ১৯০ মিটারের অধিক দৈর্ঘ্যের জাহাজ বাঁক অতিক্রমের ক্ষেত্রে দুর্ঘটনার ঝুঁকি তৈরি হয়। এ ছাড়া এ বাঁকগুলোর কাছেই রয়েছে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা এবং যুদ্ধজাহাজ।

তথ্য গোপন করে এ ধরনের জাহাজ প্রবেশের কোনো ঘটনা ঘটে থাকলে বন্দর আইনে জরিমানা ও কাস্টমস আইনে শিপিং এজেন্টের লাইসেন্স বাতিলের নিয়ম রয়েছে।

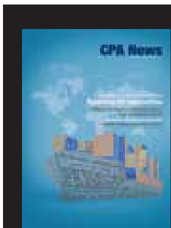

বাংলাদেশ ও আন্তর্জাতিক মেরিটাইম বিষয়ক সাম্প্রতিক খবর জানতে
আমাদের পোর্টালে আসুন
CPANEWS.NET
BANDARBARTA.COM

২০১৭ ও ২০১৮ সালের আগস্ট ও সেপ্টেম্বর মাসের তুলনামূলক চিত্র

কন্টেইনার হ্যান্ডলিং

FINANCIAL YEAR	NO OF CONT. S,VESS	STATUS WISE IMPORT CONT.						I M P O R T			STATUS WISE EXPORT CONT .						E X P O R T			HANDLING		
		FCL		LCL		EMPTY		CONTAINERS WITH M/TONS			FCL		LCL		EMPTY		CONTAINERS WITH M/TONS			(IMPORT + EXPORT)		
		20'	40'	20'	40'	20'	40'	BOXES	TEUS	M/TONS	20'	40'	20'	40'	20'	40'	BOXES	TEUS	M/TONS	BOXES	TEUS	M/TONS
August'18	111	34293	33122	223	1377	282	997	70294	105790	1367432	7499	26088	0	0	28972	11058	73617	110763	541414	143911	216553	1908846
August'17	123	39223	35034	358	1781	344	784	77524	115123	1600926	9187	28215	0	0	28665	10660	76727	115602	635053	154251	230725	2235979
September'18	134	42989	36501	277	2092	331	1103	83293	122989	1710358	7477	23707	0	0	38882	14171	84237	122115	570496	167530	245104	2280854
September'17	112	35915	28878	287	1796	331	818	68025	99517	1404235	6327	17759	0	0	31702	12465	68253	98477	484500	136278	197994	1888735

পণ্যওয়ারি রপ্তানি কার্গো (মেট্রিক টনে)

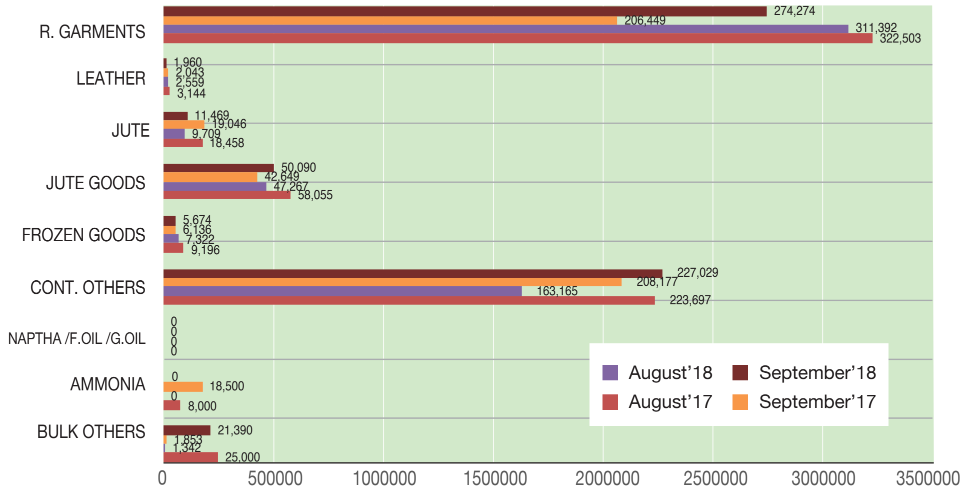

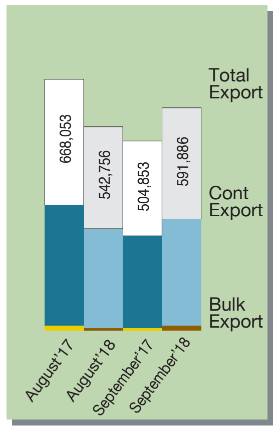

পণ্যওয়ারি আমদানি কার্গো (মেট্রিক টনে)

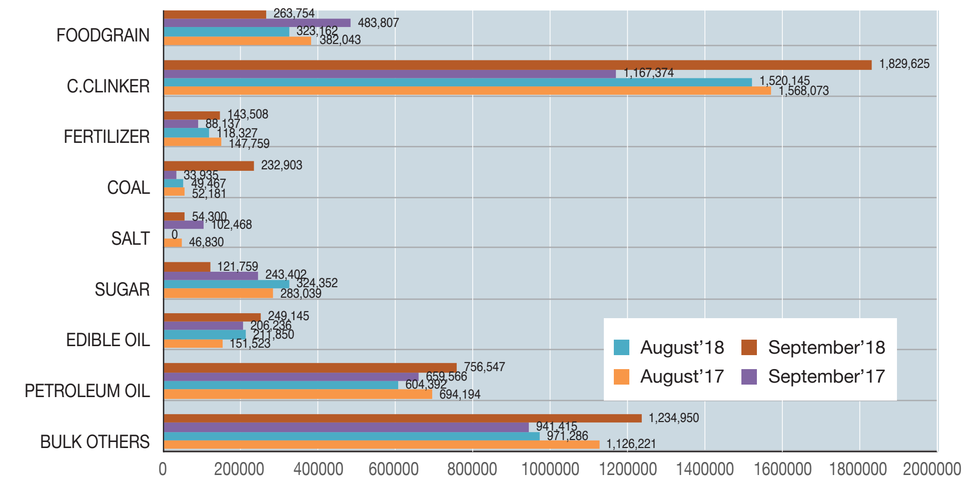

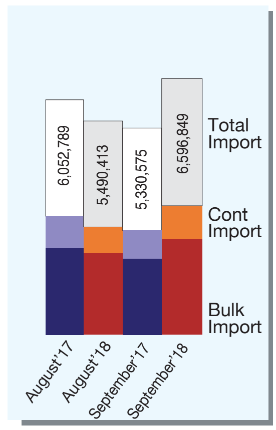

আর্থিক প্রতিবেদন

FINANCIAL YEAR	REVENUE INCOME	REVENUE EXPENDITURE	REVENUE SURPLUS	INCOME TAX *(COLLECTED FROM SUPPLIERS, CONTRACTORS)*	VAT *(COLLECTED FROM SUPPLIERS, CONTRACTORS)*	VAT FROM AUTHORITIES INCOME
August 2017	221.65	130.70	90.95	6.37	7.04	23.56
August 2018	212.38	133.94	78.44	5.13	5.58	25.90
September 2017	187.93	115.81	72.12	2.04	2.41	20.20
September 2018	255.68	86.40	169.28	4.911	4.98	25.90

তথ্যযোগ: ১. মোহাম্মদ রিজুয়ান, টার্মিনাল অফিসার, ট্রাফিক বিভাগ
২. মো. কামরুল আহসান, হিসাব সহকারী, অর্থ ও হিসাব বিভাগ

বন্দরবার্তা-য় লিখুন

প্রিয় পাঠক, আপনাদের অংশগ্রহণ আর মতামতের ভিত্তিতেই ক্রমে বেড়ে উঠবে বন্দরবার্তা। এখানে আমরা তুলে ধরতে চাই আপনাদের সব ধরনের উপদেশ, পরামর্শ এবং মূল্যবান মতামত।
বন্দরবার্তায় বিষয়বস্তু হিসেবে আরও কী কী দেখতে চান, তার অঙ্গসজ্জা কেমন হলে ভালো হয় ইত্যাদি বিষয়ে আপনার কথা লিখে সম্পাদক বরাবর আমাদের ঠিকানায় পাঠিয়ে দিন। বাছাই করা লেখা ও চিঠি নিয়মিত প্রকাশ হবে আমাদের মুখপত্রে।
আমাদের সঙ্গে যোগাযোগের ঠিকানা: বন্দরবার্তা, বন্দরভবন, চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ, চট্টগ্রাম।
ফোন: ০৩১-২৫১০৮৬৯, ০১৭০৯৩৭১৯৮১
ইমেইল: bandarbarta@gmail.com

BANDARBARTA
a monthly publication by
Chittagong Port Authority